সন্নিবিষ্ট করিলে সাকল্যে বারটী অর্দ্ধস্বর উৎপন্ন হয়। যে গ্রাম এই বারটী অর্দ্ধস্বরে প্রস্তুত হয়, তাহাকে বিকৃত স্বরগ্রাম বা সচল ঠাট কহে।

সারাণার প্রভেদ।

হারমোনিয়ম ও পিয়ানো যন্ত্রে পাঁচ হইতে সাড়ে ছয় সপ্তক প্রকৃত ও বিকৃত স্বর সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে বাম হস্তের দ্বারা দুই কিম্বা আড়াই সপ্তক বাদিত হয়, আর অবশিষ্ট সারাণাগুলির স্বর দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাদিত হয়। স্বর লিপিতে বাম পার্শ্বের সারাণাগুলির স্বর "বা" ও দক্ষিণ পার্শ্বের সারণাগুলির স্বর "দ" বলিয়া লিখিত হয়।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান?

প্রথম প্রস্তাব।

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষো ভবেৎ।
অর্দ্ধেন নারীতস্যাং সবিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।"

সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধেক অংশে স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন। মনু।

"And He took one of his (Adams) ribs * * * and the rib * * * made He a woman.'

এবং তিনি আদমের একখানি পঞ্জর লইয়া স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন।—বাইবেল গ্রন্থ।

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো-ভবেৎ পুমান্।"

"পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তিনি অর্দ্ধ থাকেন।"

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা পতিদেশানু-বর্ত্তিনী"

তিনিই যথার্থ ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা এবং পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী"

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা।" এবং পতির প্রিয় হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা।

"সূক্ষ্মেভ্যোপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।"

"নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।"

স্ত্রী দিগকে অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতে রক্ষা করিবে।

তাহারা স্বাধীন অবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত নহেন।

মনু প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র।

"I will make him an help-meet for him."

আমি তাহার জন্য এক জন সহকারিণী সৃষ্টি করিব।"

"This is now bone of my bones, and flesh of my flesh."

ইনি আমার অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস। বাইবেল গ্রন্থ।

উপরে যে সকল শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করা গেল, তাহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন কালের পণ্ডিতদিগের মত একপ্রকার স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাঁহাদের মত সংক্ষেপে এইরূপ ;—

স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর এক অন্যের অর্দ্ধাঙ্গ, অর্থাৎ পুরুষ একাকী সম্পূর্ণ নহে, এবং স্ত্রীও পুরুষ ব্যতীত সম্পূর্ণা নহে। পুরুষ স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন এবং স্ত্রী পুরুষের সহকারিণী হইবেন। এক অপরকে অতিক্রম করিবেন না। কিন্তু পুরুষের ন্যায় স্ত্রী স্বাধীন হইবার যোগ্য নহেন।

মানব সমাজ এই আদর্শে গঠিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরুষেরা সময়ে সময়ে স্ত্রীজাতির উপর সম্পূর্ণ একাধিপত্য করিবার চেষ্টা করেন এবং স্ত্রীরাও কখন কখন পুরুষের ইচ্ছার বিরোধিনী হইয়া চলিতে প্রয়াস পান। এই জন্য সমাজে অত্যাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মানব-প্রকৃতি দাসত্ব ভার সহ্য করিতে পারে না! পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক এক অপরকে বলদ্বারা বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু প্রণয় দ্বারা সেই কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হয়। এই মূল মন্ত্র যিনি বিস্মৃত, হন তিনি সমাজে বিপ্লব আনয়ন করেন। গার্হস্থ ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে উভয় জাতির মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। উভয়ের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হেতু এই বিভিন্নতা অপরিহার্য্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল। বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এক প্রকার প্রকৃতি দিয়াছেন এবং পুরুষকে অন্যপ্রকার দিয়াছেন। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অনেক বিভিন্ন। প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব প্রকৃতিমূলক কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমাজ রক্ষা হয় না। সন্তান প্রতিপালন করিয়া স্ত্রী মানব গঠন করেন এবং সামাজিক নিয়মাদি করিয়া পুরুষ সেই সমাজকে রক্ষা করেন। উভয়ের এই কর্ত্তব্য বিনিময় হইতে পারে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সে ধর্ম্ম নাই যদ্দ্বারা স্ত্রীর কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে স্ত্রীও পুরুষের কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যা নহেন। স্ত্রীজাতির সন্তান-বাৎসল্য, স্নেহ কোমলতা তাহার নিজস্ব ; এবং বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্ভাবনী শক্তি, দৈহিক বল, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি পুরুষের স্বাভাবিক গুণ। গৃহ মধ্যে স্ত্রীর রাজত্ব, সমাজে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব। মানব সমাজের উত্তরাধিকারীদিগকে পালন করা, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক ভাব সকলকে বিকাশিত করা, সংক্ষেপে মানব সমাজের ভাবী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করা স্ত্রীজাতির মহৎ ও পবিত্র কার্য্য। আমাদের অধ্যা-

পক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, ব্যবসায়ী, শিল্পী, যোদ্ধা, রাজা, মন্ত্রী সকলেই গৃহান্তঃপুরে স্ত্রীজাতির নিকট প্রথমে শিক্ষিত হইয়াছেন। স্ত্রীর এই গুরু কর্ত্তব্য যদি তিনি পালন করেন, তাহাহইলেই তাহা সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্য এবং তাহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন—তাঁহাকে আর পুরুষের কর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিতে হয় না। যে সকল স্ত্রী স্বকীয় স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া পুরুষের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে যান, আমরা তাহাদিগকে স্ত্রীজাতির মধ্যে গণ্য করিতে ইচ্ছা করি না।

মাতা যখন শিশুকে পুরুষ করিয়া সমাজে প্রেরণ করেন, পুরুষ তখন মাতার নিকট অন্তঃপুরে শিক্ষিত সমস্ত বিদ্যা, সদ্ভাব, সদ্গুণ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি লইয়া সমাজ গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হন। মাতৃলব্ধ সম্পত্তি তখন তাঁহাকে সেই কার্য্যে সুদক্ষ করে। রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, কৃষি, বাণিজ্য সকল কার্য্য তখন তিনি সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারেন। মাতা জনসমাজের আদিগুরু। "গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ"। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু। এই কবিবচনের অর্থ এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

লোকে যে "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করে এবং স্ত্রীরাও কোন কোন সমাজে যে স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা যদি আমাদের পূর্ব্বের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে স্ত্রী পুরুষ হওয়া এবং স্ত্রীকে পুরুষ করাই আজ কাল "স্ত্রী-স্বাধীনতা" নামে ব্যবহৃত হইতেছে। যাহারা বলেন আমাদের দেশের স্ত্রীর আদৌ স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের মূলভাব দোষাশ্রিত। স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্যের পার্থক্য তাঁহারা বোধ হয় স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য ভারগ্রহণ করিলে সমাজের আরও অধিক উন্নতি হইবে, অর্থাৎ সকলেই পুরুষ না হইলে সে উন্নতি হইবে না। কিন্তু সেই "উন্নত" মতাবলম্বীদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—মানবশিশুর ভার তবে কে গ্রহণ করিবে? যদি বলেন মাতাই তাহা করিবেন, কিন্তু মাতার এই উভয় কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা, সময় ও স্বাভাবিক গুণ আছে কি না? আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে মানবশিশুকে ভাবীপুরুষের সমস্ত গুণে বিভূষিত করা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় সহজ নহে, এবং তাহা সম্যক্ সমাধা করিয়া আবার সমাজ পালনের ভারগ্রহণ করিতে সক্ষমা স্ত্রী আছেন কি না আমরা তাহা জানিনা। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে বিধাতা স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক্ সৃষ্টি করিতেন না।

য।

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিবার জন্ত অনেকের ইচ্ছা হয়, জানিতে পারিলে কেবল যে কৌতূহল চরিতার্থ হয় তাহা নহে, অনেক উপকার আছে সন্দেহ নাই। মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়া মনুষ্য-জীবনের একটী প্রধান কার্য্য, 'আমি শীঘ্র মরিব না' এই বিশ্বাসে লোকে অসাবধান হইয়া যথেচ্ছাচার ও পাপাচার করিয়া থাকে। 'মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই' জানিলে সংসারেরও সুব্যবস্থা করিতে মতি হয়, পরকালের সম্বলের জন্তও যত্ন হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ কিসে জানায়ায়? জ্যোতিষীরা ইহা গণনা করিয়া দিতে পারেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের গণনা সত্যও হইয়াছে। যাঁহাদের ভাল নাড়ীজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেবল ২।৩ দিন পূর্ব্বে নয়, ২।৩ মাস পূর্ব্বেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন বিশ্বস্ত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন 'পাতঞ্জল দর্শনে' মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বিষয়ে যে কতকগুলি সঙ্কেত উক্ত হইয়াছে, তাহা বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া বোধ হয়, এস্থলে তাহাই বিবৃত হইতেছে। এগুলি বর্ত্তমানকালে কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষার বিষয়।

১। যে ব্যক্তি দেববিমান, ধ্রুব, শুক তারা, চন্দ্র-প্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র, কেহ বলেন, ভ্রূ-বিন্দু) দেখিতে পায় না, সে ব্যক্তি এক বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না।

২। যে মনুষ্য সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্র-মুখ রশ্মিশূন্য অর্থাৎ কিরণধারাব্যাপ্ত না দেখে, এবং বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকে না।

৩। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস বমন করে, কিংবা ঐরূপ বমি হওয়ার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, জানিবে যে সে ব্যক্তির দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

৪। অকস্মাৎ কোন ভয়াবহ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত, কি কোন বিকট সত্ত্ব, অথবা গন্ধর্ব্বনগর, কিংবা স্বুবর্ণ বর্ণ বৃক্ষ দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টা পুরুষ তদবধি নয় মাস মাত্র জীবিত থাকে।

৫। কোন কারণ নাই, অথচ হঠাৎ যদি চিরস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়, চিরকৃশ ব্যক্তি যদি স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেই ব্যক্তির জীবন আর ৮ আট মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, উলুক (পেঁচা) কিংবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী যদি অকস্মাৎ

মস্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক বাঁচিবে না।

৭। বহু কাক একত্রিত হইয়া যাহাকে তাড়না করে, বানরেরা যাহাকে ধূলি বর্ষণ করিয়া ব্যথিত করে, যে আপনার ছায়া উপযুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

৮। মেঘ নাই, অথচ দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ চমকিতে কিংবা রামধনু উঠিতে দেখিলে, দুই কিংবা তিন মাস মাত্র বাঁচিবে, এরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

৯। ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নির্ম্মস্তক কায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে একমাসের অতিরিক্ত বাঁচিবে না।

১০। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কিংবা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে ব্যক্তির আয়ু তখন এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অনুমান করিতে হইবে।

১১। স্নান করিবা মাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, সে ব্যক্তি দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

১২। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাণ-নির্ঘোষ (শব্দ) শুনিতে পায় না, চক্ষু চাপিলে চাক্ষুষ জ্যোতি দেখিতে পায় না, সেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৩। কোন নারী রক্তবস্ত্র কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন যে দেখে, তাহার মরণ নিকট।

১৪। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রূরদৃষ্টিতে চাহিতেছে, বিভ্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও মৃত্যু নিকট হয়।

১৫। গর্ত্তে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগারে গেলাম আর দ্বার রুদ্ধ হইল, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৬। অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম, কিন্তু বাহির হইতে কিংবা উঠিতে পারিলাম না, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে আয়ু শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৭। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে, কি প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হয়।

১৮। দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পর-নেত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে।

১৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্য্যয় দেখিলে বুঝিতে হইবে তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে।

২০। মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু

জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ হইলে তাহার মৃত্যু নিকট, ইহা বুঝিতে হইবে।

২১। নাসিকা বাঁকিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল ঝরিতেছে, এরূপ হইলে সে নিশ্চিত বাঁচিবে না।

২২। এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় অখণ্ডভাবে শ্বাস বহিলে তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হয়।

২৩। অনবরত দুই দিন রবিনাড়ীতে শ্বাস বহিলে তাহার জীবনের এক বৎসরেই শেষ হয়।

২৪। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়।

২৫। শ্বাস-বায়ু যদি নাসা পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ু শীঘ্রই শেষ হয়।

২৬। যাহার শরীর হইতে এককালে স্বেদ, মল, মূত্র ও ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি নির্গত হয়, সে অধিক দিন বাঁচে না।

২৭। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতি (জিহ্বা), ধ্রুব (নাসাগ্র), বিষ্ণুপদ (ভ্রূমধ্য) এবং মাতৃমণ্ডল (নেত্রজ্যোতি বা চোকের পুতুল) দেখিতে পায় না।

২৮। যে ব্যক্তি এক রঙে অন্য রঙ দেখে এবং এক রসে অন্য রস অনুভব করে, সে ছয় মাসের মধ্যে যমপুরী দেখে।

২৯। যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু, সর্ব্বদাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, যাহার করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীল বর্ণ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ছয় মাস অন্তে প্রাণত্যাগ করিবে। উত্তমরূপ স্নান করিলেও যাহার হৃদয়, হস্ত ও পদ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাস মাত্র বাঁচে।

৩০। আসনবদ্ধ করতঃ নিশ্চল হইয়া বসিলেও যাহার শরীর, বিশেষতঃ হৃদয় সবেগে কাঁপিয়া উঠে, যমদূত তাহাকে ৪ মাস পরে আহ্বান করে।

৩১। সর্ব্বদাই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সর্ব্বদাই বাক্য স্খলিত হয়, সর্ব্বক্ষণই রৌদ্র দর্শন হয়, রাত্রে দুই চন্দ্র, দিবসে দুই সূর্য্য, দিবসে নক্ষত্রব্যূহ ও রাত্রে তারকাবর্জ্জিত আকাশের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু, পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বনগর এবং দিবসে পিশাচ এই সকল দেখিতে পাইলে বুঝিতে হইবে যে মরণ নিকট।

৩২। ধূলায় ও সকর্দ্দম মৃত্তিকায় চলিয়া গেলেও যাহার পদচিহ্ন (পার্ষ্ণি বা পদাগ্রভাগের) খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে শত মাসের অধিক বাঁচে না।

৩৩। যাহার শরীর-বায়ু স্তম্ভিত হয়, যে মর্ম্মস্থান সকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ করে, জলস্পর্শ অসহ্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু নিকট।

৩৪। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুদ্বোধ হয়, হৃদয় কাতর

হয়, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, তাহার নিশ্চয়ই আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

৩৫। দৃষ্টি ঊর্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে, রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে; মুখের উষ্ণতা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল; এরূপ হইলে সে ব্যক্তির মরণকাল আগত ইহা স্থির করিবে।

৩৬। নির্ম্মল শুভ্রবস্ত্রকে যে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত।

বরষা।

১

গ্রীষ্মগত, বরষার শুভ আগমন—
গগনেতে ঘন ঘটা
তায় বিদ্যুতের ছটা
দুন্দুভি আরাব তুল্য ঘন গরজন,
জলদ-নিকষে বুঝি করিয়া যতন
অনিয়মে আঁকা বেঁকা
বিজলী কাঞ্চন রেখা
আঁকিয়াছে স্বরগ-নিবাসী কোন জন।

২

নীরদ উরসে দেখি দামিনীর শোভা,
লজ্জায় মলিন মুখে
চন্দ্রমা পলায় দুখে,
অভিমানে মলিনা কৌমুদী মনোলোভা;
পতির দুর্দ্দশা হেরি তারকা নিচয়
হতাশ অন্তরে দুখে
ম্লানবাসে ম্লানমুখে
করিতেছে শশাঙ্কের পশ্চাত আশ্রয়।

৩

দারিদ্র্য দশায় পতি পড়েন যখন,
মানিনী রমণীগণ
না যায় পিতৃভবন—
করে সীতা, বৈদর্ভীর পথানুসরণ।
ঝিঁঝিঁরা হরষ ভরে
তাম্বুরা বাদন করে
মহানন্দে কলাবৎ গায় ভেকগণ।

৪

তবাগমে চাষাকুল আনন্দিত মন,
মাভৈঃ মাভৈঃ বলে
আশ্বাসি কৃষকদলে
বসুন্ধরা শস্যে পূর্ণ করহ এখন;
ক্ষতিভয়ে চাষা যদি ব্যাকুলিত হয়,
তুমি ধীর বরষণে
তাড়ায়ে শলভগণে
কৃষকগণেরে কর নির্ভয়-হৃদয়।

৫

তোমার মধুর মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে
চঞ্চলা প্রকৃতি বালা
গাঁথিয়া কদম্ব মালা
পরাইবে তব গলে হরষিত মনে;
আনন্দেতে শিখিকুল পেখম ধরিবে
মেঘনাদ শ্রবণাশে
সম্ভাষিয়া কেকাভাষে
কলাপ কম্পিত করি তোমা বিজনিবে।

৬

তব মেঘে জলধনু উদিবে যখন,
জগৎ দেখিবে রঙ্গে,
শিখিপুচ্ছে মেঘ সঙ্গে,
কোন্ চিত্র সমধিক নয়নরঞ্জন!
গ্রীষ্মগত-বরষার শুভ আগমন,
বড় সাধ হয় মনে
মিশিয়ে মেঘের সনে
যক্ষের নির্দ্দিষ্ট পথ করি বিচরণ।*

৭

পূত রামগিরি রাম চরণ পরশে;
ক্ষণ তথা বিচরিয়া
পরে মাল ক্ষেত্র দিয়া
দেখিব সে আম্রকূট মনের হরিষে। (১)
কৃশাঙ্গী নর্ম্মদা যথা বিন্ধ্য পাদদেশে,
সেই স্থানে কিছুক্ষণ
সুখে করি বিচরণ
উপনীত হব পরে দশার্ণ প্রদেশে।

৮

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা দেখিব (২)
যদিও সে বাঁকা পথে
হবে উজ্জয়িনী যেতে
তবুও কবির প্রিয় কাজেই যাইব। (৩)
বেণীভূত প্রতনু সলিলা সিন্ধুনদী,
অবন্তীর রাজধানী,
বিশালা বা উজ্জয়িনী, (৪)
হেরিব হরষে উহা স্বর্গখণ্ড যদি, (৫)

৯

পদ্মগন্ধা গন্ধবতী (৬) মহাকালালয়,
দেবাচলে ষড়ানন,
চর্ম্মন্বতী দরশন
(করিব), যথা রন্তিদেব কীর্ত্তি স্রোতোরূপে ব'য়। (৭)
দশপুর দেখি পরে ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়া,
কৌরবের কুরুক্ষেত্রে,
হেরিব সতৃষ্ণ নেত্রে,
পবিত্র হইব সরস্বতী-বারি পিয়া।

১০

কনখল, হিমাচল, গঙ্গাতরঙ্গিণী,
হংসদ্বার, ক্রৌঞ্চাচলে,
পাছে রেখে যা'ব চলে,
কৈলাসে—যথায় হর পর্ব্বত-নন্দিনী।
দেখিব কেমন দৃশ্য অলকার মাঝে,

---

* মেঘদূত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নায়ক যক্ষ মেঘকে অলকায় যাইতে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

(১) বর্ত্তমান অমরকণ্টক। (২) বর্ত্তমান ভিলসা, বেত্রবতী বা বেতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী। (৩) কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী, অলকায় যাইবার পথে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে বেঁকা পথে যাইতে হয়, প্রিয় উজ্জয়িনী বর্ণন করিবার জন্য কালিদাস মেঘের পথ বক্র করিয়া দিয়াছেন। (৪) বিশালা শিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত। (৫) কবি "মেঘদূতে" উজ্জয়িনীকে স্বর্গখণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—"পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্। স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং, শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥" (৬) গন্ধবতী-নদী বিশেষ। (৭) কথিত আছে দশপুরাধিপতি রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করেন, সেই সমস্ত গোরুর চর্ম্ম হইতে যে শোণিত স্রাব হয়, সেই শোণিতে চর্ম্মন্বতী বা বর্ত্তমান চম্বল

কদম্ব, কুন্দ, কমল,
লোধ্র, কুরুবক দল,
শিরীষ লইয়া যথা ষড়ঋতু রাজে। (৮)

শ্রীকু, রা।

গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বালকদিগের জ্বর প্রায়ই পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন জ্বর হইলে তাহাদিগকে নাটার পাচন বা ঘুঘুড়া-রস সেবন করান বিধেয়। ইহা নিম্ন লিখিত রূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

নাটার পাঁচন—আধ পোয়া নাটার ডগা আধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোয়া থাকিতে নামালেই নাটার পাঁচন হইল। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে বড় ঝিনুকের এক এক ঝিনুক করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

ঘুঘুড়া—শালপান, চাকুলিয়া, ক্ষেত্রপর্পটী (ক্ষেতপাপড়া) ও সেফালিকা ফুলের পাতা সম পরিমাণে লইয়া এক টুকরা আদার সহ ডমরে কলার পাতায় বাঁধিয়া (কলা পাতা খুব পুরু করিয়া বাঁধিতে হইবে) উনানের তপ্তাঙ্গারে ফেলিয়া রাখিবে। এ কার্য্য যেন অপরাহ্নে করা হয়। পরে রাত্রে উহা তুলিয়া যেখানে শিশির পায়, এমত স্থানে রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতে ঐ রস ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক লইয়া এক ফোঁটা মধুর সহিত রোগীকে খাওয়াইবে। বিকালেও ঐরূপ দিতে হইবে। ঘুঘুড়া এক দিন পোড়াইয়া রাখিলে তিন দিন খাওয়ান যাইতে পারে।

যাহাতে রোগী কোনও রূপ কুপথ্য না করে এবং কোনও রূপ অত্যাচার না হয় এবিষয়ে অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বালকদিগের প্লীহা হইয়াই পুরাতন জ্বর হইয়া থাকে। প্লীহা হইয়াছে জানিতে পারিলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক :—

১ম। শসার ২।৩টী পাতা লবণ দিয়া হাতে রগড়াইলে যে রস বাহির হইবে, সেই রস ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক পরিমাণে প্রত্যহ সকালে রোগীকে খাওয়াইতে হইবেক।

নদের জন্ম হয়। (৮) পদ্ম শরতে, কুন্দ হেমন্তে লোধ্র শীতে, কুরুবক বসন্তে, শিরীষ গ্রীষ্মে আর কদম্ব বর্ষাকালে ফুটে, কিন্তু কবি এককালে অলকায় ষড়ঋতুর আবির্ভাব এইরূপ কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"হস্তে লীলাকমলমলকে বাল কুন্দানুবিদ্ধং, নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ। চূড়াপাশে নব কুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং, সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"

২য়। তামার বাটীতে একটা কুঁচিলা রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিন প্রাতে (কুঁচিলা উঠাইয়া ফেলিয়া) সেই জলে একরতি আন্দাজ সৈন্ধব দিয়া প্লীহা রোগীকে সেবন করান বিধেয়। এই-রূপ এক সপ্তাহ খাওয়াইলে প্লীহা সারিয়া যাইবেক।

কুঁচিলা যদিও বিষাক্ত ফল, কিন্তু এরূপে খাওয়াইতে কোনও আশঙ্কার বিষয় নাই।

প্লীহা রোগীকে মুড়ি, মুড়কি, চিড়ে, গুড়, চিনি প্রভৃতি, ভাজা ও মিষ্ট দেওয়া নিষেধ। মিষ্টের মধ্যে মিছিরি খাইতে পারিবে। পথ্যাদি অরাদি রোগীর মত দেওয়া যাইবেক।

ক্রমি—ক্রমি পীড়ায় বালকেরা কিরূপ কষ্ট পায় এবং ইহাতে কত প্রকার রোগ জন্মিতে পারে, তাহা অনেকেই জানেন। সচরাচর দুই প্রকারের ক্রমি দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার ছোট ছোট, আর এক প্রকার কেঁচোর মত বৃহদাকার। ইহারা যে জাতীয় হউক, পেটে জন্মিয়াছে জানিতে পারিলে শীঘ্র চিকিৎসা করা উচিত।

ছোট ক্রমির ঔষধ—বেণের দোকানে "ইন্দ্রযব" বলিয়া একরূপ শস্য পাওয়া যায়, ইহা চূণের জল দিয়া বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইলে ক্রমিগুলি মরিয়া যাইবে, পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ দিলে সমুদায় বাহির হইয়া যাইবে।

বড় ক্রমি—ইহাই বিশেষ ক্লেশ-দায়ক। এই জাতীয় ক্রমিরাই নানা কঠিন রোগের উৎপাদক। ইহা পেটে হইলে, প্রাতে পলাশ-ফুলের বীচি লবণ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবে। পরে এক ঝিনুক পরিমাণে কাঁচা পেঁপের আটা ৪।৫ ফোঁটা জলের সহ রোগীকে খাওয়া-ইবে। এইরূপে ক্রমিগুলি মরিয়া গেলে, বিরেচক ঔষধ দিয়া বাহির করিয়া দিবে।

ক্রমি হইলে, মিছিরি ভিন্ন মিষ্ট,পাকা মাছ, বাসি মাছ, মাংস, তরকারী, অম্ল প্রভৃতি নিষেধ। যাহা খাইবে, টাট্‌কা ও লঘু পাচ্য হওয়া চাই।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

প।

১। পচা শামুকে পা কাটে।

২। পট্টবস্ত্রে গুঞ্জাফল ‡ মূল্য নাহি হয়,
ছিন্ন বস্ত্রে নতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়।

৩। পড়্‌সী না বঁড়্‌সী।

৪। পড়্‌লে কথা বুঝ্‌তে নারে
সেই বা কেমন মেয়ে,
আর হাল নাই, কাছি নাই
সেই বা কেমন নেয়ে।

৫। পড়্‌লো কান্নন ত উঠ্‌লো আগুণ।

‡ কুচ।

৬। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

৭। পড়ে মরে বঙ্গের রাজা।

৮। পণ রক্ষায় প্রাণ হারান।

৯। পণেক খেলে ক্ষণেক গায়,
কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

১০। পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।

১১। পতির পায়ে থাকে মন তারে বলি সতী।

১২। পতির মরণে সতীর মরণ।

১৩। পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং।

১৪। পথি শূদ্রবদাচরেৎ।

১৫। পথে পেলাম টাকা,
চৌদ্দ আনাই লাভ।

১৬। পথে পেলাম কামার,
দা গড়ে দে আমার।

১৭। পথে হাগে চোখ রাঙার।

১৮। পয়সা দিয়ে খাই দই,
কি করবে গয়লানী সই।

১৯। পর আর পরমেশ্বর। +

২০। পর প্রত্যাশী নর, গাছে উঠে মর।

২১। পরভাতী হও ত পরঘরী হইও না।

২২। পরে দেবে চেয়ে,
পেট ভরবে খেয়ে।

২৩ পরে তসর খায় ঘি,
তার আবার খরচ কি?

২৪। পরিতে হবে শাঁকা,
তবে কেন মুখ বাঁকা?

২৫। পরের ছেলে খায়,
আর বন পানে চায়।

২৬। পরের ছেলেটা খায় এতটা বেড়ায় যেন দাঁদরটা;
আপনার ছেলেটি খায় একটি বেড়ায় যেন লাটিমটি।

২৭। পরের ধনে পোদ্দারী,
লোকে বলে লক্ষীশ্বরী।

২৮। পরের কথায় লাথি চড়,
আপনার কথায় ভাত কাপড়।

২৯। পরের ঘি পেলে,
প্রদীপে দেয় ঢেলে।

৩০। পরের চাউল পরের ডাউল,
নদে করেন বিয়ে।

৩১। পরের পিটে, বড় মিটে।

৩২। পরের পুতে বরের বাপ।

৩৩। পরের জন্যে ফাঁদ পাতে,
আপনি পড়ে মরে তাতে।

৩৪। পরের মাথায় কাঁটাল রেখে,
আপনি কোয়া খায়।

৩৫। পরের মন আঁধার কোণ।

৩৬। পরের বেদন পর কি জানে?

৩৭। পরের লেজে পা পড়লে তুলাপানা ঠেকে,
আপনার লেজে পা পড়লে ক্যাঁক ক'রে ডাকে।

৩৮। পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

৩৯। পরের সোনা না দিও কানে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।

৪০। পরের মন্দ করতে গেলে আগে আপনার মন্দ হয়।

+ অবিশ্বাসী লোকের কথা। বিশ্বাসী বলেন "যার কেউ নাই, তার তুমি আছ হরি দয়াময়।"

৪১। পর্ব্বতের মুষিক প্রসব।
৪২। পলকে প্রলয়।
৪৩। পক্ষীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।

(ক্রমশঃ)

দোষ সংশোধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা কলিকাতার মধ্যবিত্ত অবস্থার একটী ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহিণী। সরলা তাঁহার পালিতা কন্যা। নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীর একটী অসহায়া বিধবা একটী পুত্র ও, একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বালক বালিকার দুরবস্থার কথা শুনিয়া—তাহাদের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভাবিয়া মনোরমা কাতর হইয়া পড়িলেন। নিজেদের সংসারের অবস্থা তত সচ্ছল নহে, তা'তে আবার দুই তিনটী ছেলে মেয়ের খরচ আছে। এজন্য মনোরমার স্বামী অমর বাবু কিছুতেই এই অনাথ বালকবালিকাদিগকে গৃহে আনিতে সম্মত নহেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কান্নাকাটি করিয়া মনোরমা শেষে স্বামীর মত করিলেন এবং বালকবালিকাকে গৃহে আনাইলেন। বালকটী বয়সে বড়—আট বৎসরের, বালিকা ছয় বৎসরের মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ পরে অমর বাবু বালককে বায়াশত বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া আসিলেন। বালক বিনয়কুমার বোর্ডিংএ থাকিয়া বেশ মনোযোগ সহকারে লেখা পড়া করিতে লাগিল। বালিকা গৃহে থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতে লাগিল। অনেক গুণ থাকিলেও বালিকা অত্যন্ত চঞ্চলা। চঞ্চল বলিয়া অনেক সময়ে নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিয়া বসে। যতই সময় যাইতে লাগিল, সরলার দোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়া গোপন করিতে, মিথ্যা বলিতে, অন্যের দ্রব্যাদি হরণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের মানরক্ষা করিতে শিখিতে লাগিল। শাসনে, তাড়না ও তিরস্কারে দিন দিন অসদনুষ্ঠানের তালিকা বাড়িতে লাগিল। স্নেহ মমতা, ভালবাসা, আদর ও যত্নের মধ্যে বাস করিতে পাইয়াও সরলা সংশোধিত হইতেছে না দেখিয়া মনোরমার ভাবনাও বাড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমর বাবু সময়ে সময়ে এ সকল কথা জানিতে পারিয়া মনোরমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিতেন—মা বাপ-মরা গরিবের ছেলে বাড়িতে আনিয়া এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াই ত আমি তখন সম্মত হই নাই।

এখন দেখদেখি সমস্ত পরিবারটা—এমন কি সময়ে সময়ে পাড়ার লোকেরাও বিপন্ন ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেছে।

মনোরমা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মেয়েটাও ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ, কিন্তু তাহার অভ্যাস দোষ আর কিছুতেই যাইতেছে না। সরলার দাদা বিনয়-কুমার মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়, দুএকদিন ভগ্নীর নিকট থাকিয়া আবার চলিয়া যায়। ছেলেটী মেয়েটীর চেয়ে ভাল হইতেছে দেখিয়া অমর বাবু ও মনোরমা কিঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু সরলার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন। এমন সময়ে একবার বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিনয় কয়েক দিন কলিকাতায় অমর বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছে। সরলা যে কষ্ট পায়, সরলার যে কিছুই ভাল লাগে না, সরলার প্রতি কেহ সন্তুষ্ট নহে, সরলা এ সকল কথা দাদাকে বলিল, কিন্তু কার দোষে এরূপ হইতেছে তাহা আর বলিল না, এমনিভাবে বলিল যেন তার একটুও দোষ নাই।

বিনয় সমস্ত শুনিয়া শেষে বলিল, যত কষ্ট হউক না কেন, বাবা ও মাকে বিরক্ত করিও না। শেষে তোমার বুদ্ধির দোষে তোমার আমার দুজনেরই যেন সর্ব্বনাশ হয় না।

দাদার কথা শুনিয়া সরলা মরমে মরিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর, মনে যেন কেহ বিষ ঢালিয়া দিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল—"হায়রে পোড়া কপাল, আমি মরিলেই সকল জ্বালা জুড়ায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমার সরলাকে একটু প্রয়োজন হইয়াছে, অনেকগুলি কাপড় ছিঁড়িয়াছে, দুজনে বসিয়া কাপড়গুলি সেলাই করিবেন বলিয়া আহারান্তে তাহাকে খুঁজিতেছেন। কোথাও না পাইয়া শেষে খিড়কির বাগানে গিয়া "সরলা সরলা" বলিয়া দুই তিন বার ডাকিতে ডাকিতে সরলা ছুটিয়া আসিল। তাহার আসার ভাবে বোধ হইল যেন সে কিছু বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। মনোরমা তাহাকে বলিলেন এস দেখি আজ একটু কাজ আছে, দুজনে সেই কাজটুকু করিগে, দেখ্‌বো দুজনের মধ্যে কে বেশী সেলাই করতে পারে। তখন সরলার সে কাজ করিতে একতিল ইচ্ছা না থাকিলেও অম্লানমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল—মা! হাজার সিগ্‌গীর সেলাই করিতে পারিলেও আমি তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিত্‌তে পার্‌বো না, আর তোমার সেলাই কেমন সুন্দর হয়। মনোরমা বলিলেন তুমিও চেষ্টা করিলে হয়ত আমার চেয়ে ভাল পারবে।

স। হায়রে আমি আবার চেষ্টা কর্‌বো!

মা। কেন তুমি কি চেষ্টা কর না? আর যখনই চেষ্টা কর, তখনই কি ভাল হয় না?

স। হাঁ মা, আমি যখন চেষ্টা করি, তখন আমার কাজ খুব ভাল হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার মত কি হয়?

ম। আমার মত তুমি বড় হলে আমার মত হবে। তুমি এখন ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষদের মধ্যে তোমার কাজ খুব ভাল বলিতে হয়। "যত্ন করিলে তাহার কাজ বেশ সুন্দর হয়, তাহার বয়সের মেয়েদের সকলের অপেক্ষা তাহার কাজ তাহার মায়ের খুব ভাল লাগে" শুনিয়া সরলা আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উৎসাহে তাহার সুন্দর মুখখানি টুকটুকে লাল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ছুটি বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চখের পাতার কোলে জল দেখা দিয়াছে। মনোরমা একটীবার পশ্চাৎদিকে তাকাইলেন—দেখিলেন সরলা একেবারে গলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। পার্শী সম্প্রদায়ের অগ্রণী মিষ্টার দাদাভাই নৌরজি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে দাদাভাই সর্ব্বপ্রথম পার্লেমেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

২। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সার্কুলার রোডের ৮২।১নং ভবনে তিনটি শিশু লইয়া যে অনাথাশ্রম খোলা হইয়াছিল, তাহার উন্নতির জন্য অনেকে অর্থদান করিতেছেন। উক্ত আশ্রমটী নারিকেলডাঙ্গায় জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের ষ্ট্রীটে ৭নং জমীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সাধারণকে আহ্বান করিয়া উহা খোলা হইয়াছে। এই শুভকার্য্যে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, ২০নং পটুয়াটোলার শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের নিকট পাঠাইবেন।

৩। বিবী হুইলারের স্থানে মিস ক্রিশ্চিয়ানা বোমওয়েচ কলিকাতার স্ত্রী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। ভারত গবর্ণমেণ্ট চিকাগোর বিশ্বপ্রদর্শনীতে ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪০ হাজার চা'র জন্য এবং ১০ হাজার শিল্প প্রদর্শনে ব্যয় হইবে।

৫। গত সেন্সসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ২৬ হাজার; অন্ধ ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার; বোবা ও কালা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং ক্ষিপ্তের সংখ্যা ৭৬ হাজার।

৬। ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র এবারে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত

শাস্ত্রের পরীক্ষায় অনার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মিঃ ডি মল্লিক র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বাবু আনন্দ মোহন বসু প্রথম র‍্যাঙ্গলার হন।

৭। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তথা হইতে ১২৩৯ জন ডাক্তার হইয়াছেন; তন্মধ্যে সিংহল দেশীয় ৩০ জন, মগ ৯ জন, মিলিটারী শ্রেণীর ছাত্র ৩১৬ জন এবং অবশিষ্ট হিন্দু।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। টডের রাজস্থান—ইংরাজিতে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪৲ টাকা। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত যে কি অমূল্য রত্নখনি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্বাধীনতা, সতীত্ব, স্বদেশানুরাগ, প্রভুভক্তি প্রভৃতির সমাদর যতকাল জগতে থাকিবে, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ততকাল পরম যতনের ধন। ইহার প্রথমার্দ্ধ আমরা উপহার স্বরূপ পাইয়াছি। ন্যূনাধিক ৯০০ শত পৃষ্ঠার মূল্য একটী টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকাশক সকলেরই পক্ষে ইহা অনায়াসলভ্য করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে তাঁহাদের সকলেরই ইহার এক এক খণ্ড থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ দেশে এমন মহামূল্য গ্রন্থ, এত স্বল্প মূল্যে বোধ হয় কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২। প্যাক্স মণ্ডী (Pax Mundi)—এই পুস্তক কে পি আর্ণল্ডসন জর্ম্মণ ভাষায় রচনা করেন, বি এফ ডনেম নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন, জাতির মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হইয়া শান্তি স্থাপনের যে শুভ চেষ্টা হইতেছে, তাহারই ইতিবৃত্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য পরে প্রকাশ করিব।

৩। জীবনছায়া—প্রেমের জয় প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতার রচিত, মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেক গভীর চিন্তা ও সার সত্য আছে। লেখকের উদ্দেশ্য সংসার তাপে তাপিত লোককে ছায়া দান, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হউক।

৪। সংসার পরিচয়—শ্রীপ্রাণনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। সহজ-কবিতায় বিজ্ঞান, মহাজনী, শরীরপালন ও নীতি উপদেশ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। লেখকের সরল পদ্যরচনায় বেশ ক্ষমতা আছে। এ পুস্তক বালকদের পক্ষে শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ হইবে।

৫। সুবোধিনী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। বালক বালিকা-

দিগের পক্ষে যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক, সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ। ইহাদ্বারা বিষয়-জ্ঞানের সহিত ছাত্রগণ সুনীতি ও সদাচারের শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বামারচনা।

শিব পূজা।

১

নমঃ দেব মহাদেব, নমঃ রাঙ্গা পায় ;
পোড়াহাড় ভস্ম ছাই,
ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়!
ভকত-বৎসল হর,
ভকতে দিবেন বর,
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

২

খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন বনে অমরের দল ;
দেখেছি বৈকুণ্ঠ ধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলাসনে, উজল অনল ;
গণিয়া একটী ছুটি,
দেখেছি তেত্রিশ কোটী,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ—স্বর্গ রসাতল ;
এমন আপনা ভোলা,
এমন পরাণ খোলা,
এমন রজত গিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল!

৩

দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কীর্ত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচেরে পালে প্রীতি মমতায় ;
দেখিনি মরার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায় ;
কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহা তপস্যায়?
অমৃতায় পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব ভরে কেবা পড়ে পা'য়?
কার প্রেম হেন সাধা,
কে দেয় জায়ারে আধা—
"অর্দ্ধ নারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায়?
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ সাধ নাই কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা "পাগল" ধরায়!
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

৪

নমঃ দেব মহাদেব, নমঃ ত্রিলোচন ;
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,

কটি তটে বাঘবাস বিভুতি-ভূষণ ;
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজিত মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন ;
নিষ্কাম নির্ব্বাণ দাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা,
অগতির গতি নাথ অনাথশরণ,
কাহারে পূজিব আর—বিনা ও চরণ ?

৫

সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি ;
নিরাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস নিত্য স্বর্গবাসী ;
অনাথ অধমপাতা,
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা,
রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারী উদাসী !
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি !
সহস্র প্রণাম পা'য়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি !
যদিও বুঝিনা মর্ম্ম,
জানিনা ভকতি কর্ম্ম,
তবুও পূজিব প্রভো সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।

শ্রীমা—

বৈরাগিণী বালিকা !

সন্ন্যাসিনী বেশ
জটা ভার কেশ
কে তুমি বালা বিজন বনে,
কাতর নয়ান
মলিন বয়ান
কি বেদনা জাগে তোমারি প্রাণে।
বিশাল সংসারে
তোর তরে কিরে
নাহি কি সেথায় একটি গেহ,
দেয়নি কি তোরে
নিমেষের তরে
মমতার ছায়া করুণার স্নেহ ?
কাহার বিধানে
এ নব জীবনে
এ ঘোর তেয়াগী হয়েছ সতী,
কি মন্ত্র জপিছ
কাহারে ডাকিছ
হয়ে আছ বল কোন্ ব্রতে ব্রতী ?
সাধ প্রাণ খুলে
প্রেম ফুল তুলে
এসগো দেবী সাজাই তোরে,
হৃদয় ভিতরে
চির দিন তরে
বেঁধে রেখে দি মমতা ডোরে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
কানপুর।

The Bamabodhini Patrika.

Mr. Dadabhai Nowraji is the first Indian who has been elected a member of the British Parliament. We look upon this event as a dispensation of Providence. May the giver of all good make our Parsee brother a worthy tool in His hand for the regeneration of India!

Very encouraging news of social reform come from the heroic country of the Rajputs. A conference of Rajput Kayasthas was held at Ajmir, at which a good many ladies were present behind the screen. It was resolved at the meeting to raise the marriageable age of girls, as also to cut down the expenses incurred in nuptial ceremonies. These were bold steps and we wish continued success to the noble efforts of the Kayastha community of Rajputana. In this connection, we notice with regret the death of Rao Bahadur Takiat Singha, one of the chief promoters of social reform there. It was he who asked Col. Walter to inaugurate the reform movement.

The Golden Wedding or the fiftieth anniversary of the marriage of the King and Queen of Denmark was celebrated with great rejoicing on the 29th May last atCopenhagen. All the distant members of the family, including the Czar and Czarina of Russia, the King and Queen of Greece, the Prince and Princess of Wales were present. The ruling family of Denmark is noted for its kind and sympathetic treatment of the poor and the needy.

Promoters of the higher education of women have lost a sincere friend and a hard worker in the death of Mrs. Broom Robertson, who was the Secretary and the Bursar of Girton College from 1878 to 1891. She was suffering from a painful disease, but she had courage and resignation enough to bear all the pangs of her last illness without complaint.

The untimely and sudden death of the grandson of our beloved Queen must be fresh in the memory of all our readers. Her Serene Highness Princess May of Teck, to whom the late Prince was betrothed, has presented £500 for the endowment of a cot to the Victoria Hospital for children to be named the "Prince Eddy cot." The sum was originally raised by the London Needlework Guild for Princess May.

That philanthropic and kindhearted lady, Miss Florence Nightingale, the unwearied worker on behalf of the neglected and the suffering, has been lately corresponding with Lord Cross, the Secretary of State for India regarding the working of the Village Sanitation Act in the Bombay Presidency. She has been collecting all information regarding the bad sanitary conditions prevalent in the rural parts

of the Western Presidency, so that she has been able to read a paper on the subject at the International Sanitary Congress held last autumn in London under the presidency of the Prince of Wales. A powerful memorandum supporting her views has been submitted to the Government by a good many distinguished medical men. We earnestly hope that her suggestions will be taken up and carried into effect by the Government of Bombay.

We are indebted to the Demorest's-Family Magazine for the following valuable collection of news as to what women are doing in different parts of the world :—

There are 58,000 women in England enrolled in Trades Unions.

Nearly 300 women are attending Boston University. Seven are in the law school, forty three in the medical department and eleven in the school of theology.

Miss Philippa Fawcett, who became famous by taking rank above the senior wrangler at Cambridge, has been appointed on the English Woman's Committee of the World's fair, to deliver a lecture at Chicago on "Woman's education in England."

Miss Harriet Monro of Chicago has been appointed to write the ommemoration ode for the dedication of the World's Fair buildings.

Queen Victoria has promised for the Columbian Exposition specimens of her own work in spinning and knitting done when she was a girl; also some of her embroidery, free drawing and water colour painting. Princess Louise will contribute some clay modelling, Princess Beatrice several paintings and Princess Christian some embroidery.

Mrs. Ann Walter Thomas, an English lady noted as a linguist, is said to be the best Welsh scholar living.

Miss Susan B. Anthony has been immortalized by a souvenir spoon, which bears not only her likeness and name but also the watchword of her cause "Political Equality."

Miss Caroline Phelps Stokes has given Ansonia, Connecticut, a drinking fountain in memory of Anna Swell of England, the author of "Black Beauty."

Mme Schliemann, whose husband the famous explorer Dr. Schliemann discovered the ancient site of Troy, is carrying on his work.

The women of Poland, from the princess to the peasant, will wear nothing but black during 1892 in order to commemorate the centennial loss of Poland's independence as a nation.

The Girl's Friendly Society of England is a union of over 170,000 women and girls of all classes which holds religious and secular classes, provides houses of rest and training, lodges, libraries &c.

NL 2/1 200
2

NL 2742

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩১ সংখ্যা। } শ্রাবণ ১২৯৯—আগষ্ট ১৮৯২। } ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দাতব্য চিকিৎসালয়—১৮৯০ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে ইহার সংখ্যা ২৬৫ ছিল, ১৮৯১ সালে ২৭২ হইয়াছে অর্থাৎ ৭টী বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব ৬টী মাত্র, অবশিষ্ট গুলি স্থানীয় ফণ্ড বা অন্য উপায়ে প্রতিপালিত। ১৮৯০ সালে ১২॥ লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হয়, ১৮৯১ সালে ১৯ লক্ষ হইয়াছে। তবু কত স্থানে কত অসংখ্য রোগী চিকিৎসার সাহায্যই পাইতেছে না! দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ও কার্য্যকারিতা যাহাতে বাড়ে, তৎপক্ষে সর্ব্বসাধারণের যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

দান—বরদার মহারাণী সখি-সমিতিতে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণী কাম্বেল হাঁসপাতালের প্রায় ৪০০ রোগীকে আম সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন এবং রোগীদিগের ব্যবহারার্থ ৫০টী কাঁশার ঘটী দান করিয়াছেন।

বৃহত্তম পুস্তকালয়—পারিসের পুস্তকালয় পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ২০ লক্ষ মুদ্রিত এবং দেড় লক্ষের অধিক হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

দাদাভাই নৌরজী—ফিন্‌সবরীর লোকেরা ইঁহাকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া ভারতবাসী সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। নৌরজী পার্লেমেণ্টের সভ্য না হন, এজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাপ্তেন পেণ্টন এখনও চেষ্টা করিতেছেন।

মার্কিণ ভগিনী-ডোরা।

ডোরথী লেণ্ডে ডিক্স।

ডোরথী নাম্নী দুইটী রমণী-রত্ন প্রতীচ্য প্রদেশে ধর্ম্ম ও চরিত্রবল এবং লোকাতীত প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জনসমাজকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ডোরথী পুষ্প পৃথিবীর দুই মহাদেশে প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর সুগন্ধে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমোদিত করিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্ক সায়ার-ভুক্ত হক্সোয়েল নামক গ্রামে, ডোরথী উইণ্ডশে পাটিসনের জন্ম হয়। ইনিই উত্তরকালে "ভগিনী ডোরা" বলিয়া অভিহিত হন এবং ডোরথী লেণ্ডে ডিক্স আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত হেমডেন নগরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইটী রমণীর মধ্যে চরিত্রগত এবং কার্য্যগত অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণা, উভয়েই পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই পরিশ্রম, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের গুণে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি চরিত্রগঠন কি সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ ডোরথী ডিক্স কোনও বিষয়েই তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে অণুমাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। বাল্যকালে সম্যক্ শাসনের অভাবে তিনি স্বেচ্ছামত বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল। যে পরম বস্তু লাভ করিলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ধর্ম্মবীজ ডোরথীর হৃদয়ে শৈশবেই অঙ্কুরিত হইতেছিল।

ডোরথী দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার জন্য তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। অগত্যা তিনি কার্য্য-প্রার্থিনী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পিতামহী বষ্টন নগরে বাস করিতেন, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতামহী নীতি ও পবিত্রতার কঠোর নিয়মের পক্ষপাতিনী ছিলেন। স্নেহের কোমলতা তাঁহার হৃদয়ে বড় অধিক ছিল না। কিন্তু ডোরথী বিনীতভাবে স্নেহপ্রার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে এবং প্রাণপণে পিতামহীর সেবা করিতে লাগিলেন। একটী প্রতিভাসম্পন্ন বালিকার পক্ষে সেই নীরসহৃদয়া বৃদ্ধার সহবাসে দিনযাপন করা কিরূপ ক্লেশকর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ডোরথী দুর্দ্দশাপন্ন পিতা

মাতার সাহায্যের আশাতে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি একটী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য পাইলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ছাত্রী-দিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যে তিনি এরূপ ব্যাপৃত হইয়াছিলেন যে, দিবসে বিশ্রাম কিম্বা গৃহ-সন্নিহিত উদ্যানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিতেও অবসর পাইতেন না। যে বয়সে সন্তানগণ পিতামাতার যত্ন ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, সেই অপরিণত বয়সে ডোরথী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পাছে বালিকার পোষাক দেখিয়া ছাত্রীগণ বালিকা বোধে তাঁহার উপদেশের প্রতি উপেক্ষা করে, এজন্য তিনি সেই সুকুমার বালিকা-দেহে যৌবনোচিত বেশ ধারণ করিতেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি স্বয়ং একটী বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। সেখানে নিজে শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার দুইটী ভাই তাঁহার নিকট থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। তাহাদের বিদ্যা-লয়ের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করি-তেন। এই কারণে তাঁহার অনেক অর্থের প্রয়োজন হইত। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণা বালিকা শিশু-পাঠ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।

তিনি নিজের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে শিক্ষাদান করিতেন। যাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের বালিকাগণ ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভবিষ্যতে জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, যাহাতে উত্তরকালে তাহাদের জীবন আদর্শ করিয়া অপরাপর নরনারী সাধুপথে পদার্পণ করিতে পারে, এজন্য ডোরথী তাঁহার স্কুলকে নৈতিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। পরি-শেষে তিনি এরূপে শিক্ষাদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। যে সকল বালক বালিকা অভিভাবক-বিহীন হইয়া অথবা অভিভাবকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া অশাসিত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা-দিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য ডোর-থীর প্রাণ আকুল হইল। পিতামহীর উদ্যানে অশ্ব-মন্দুরার (আস্তাবল) উপরি-ভাগে একটী গৃহ ছিল। পিতামহীর নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইয়া তথায় অশাসিত বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা-দান করিতে লাগিলেন।

এ সময় বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য ডাক্তার চেনিং স্বীয় মহীয়সী প্রতিভা বলে ধর্ম্ম রাজ্যে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন। তদনীন্তন ধর্ম্মসমাজে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে মানুষ অভিশপ্ত জাতি,—ঈশ্বরের নিকট ঘোরতর অপ-রাধে পুরুষানুক্রমে অপরাধী। ডাক্তার চেনিং জলদ-গম্ভীর স্বরে এই অসত্যাত্মক মতের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সে সময়

প্রত্যেক ধর্ম্ম বিদ্যালয়েই পূর্ব্বতন মত শিক্ষা দেওয়া হইত।

ডোরথীর সহিত শুভ মুহূর্ত্তে ডাক্তার চেনিংএর পরিচয় হইল। ডাক্তার চেনিং ডোরথীর কার্য্যতৎপরতা এবং ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সন্তানগণের শিক্ষয়িত্রী পদে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিলেন। ডোরথী স্বীকৃত হইলেন। এ সময় ভয়ানক শীতের প্রাদুর্ভাবে ডাক্তার চেনিং সপরিবারে ডোরথীকে সঙ্গে করিয়া উষ্ণ স্থান সেণ্টাক্রুস দ্বীপে গমন করেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদের সকলের শরীরই সবল হয়। ডাক্তার চেনিংএর নিকট ডোরথী ধর্ম্মের যে নবতত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বিদ্যালয়ই তাঁহার প্রচারক্ষেত্র। তিনি সেণ্টাক্রুস হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় বিদ্যালয়ে নূতন মত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুরাতন বিশ্বাস বিদূরিত করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত নূতন নূতন সত্য দ্বারা ছাত্রীদিগের জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে এক একটী স্বর্গের দূত প্রস্তুত করিবেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া ডোরথী ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন যে, জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ইয়ুরোপ গমন না করিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন। ডাক্তার চেনিং বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে ইয়ুরোপে পাঠাইতে চেষ্টিত হইলেন। অগত্যা তিনি সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপ যাত্রা করিলেন। লিভারপুলে উইলিয়ম রেথবল নামে ডাক্তার চেনিংএর একজন বন্ধু ছিলেন। ডোরথী আট মাস কাল তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন এবং কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় স্বদেশে গমন করেন। এ সময় তাঁহার পিতামহী পরলোকগত হন, সুতরাং তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ডোরথী প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ভাই দুইটী উপযুক্ত হওয়াতে তাহাদের খরচপত্রও তাঁহাকে যোগাইতে হইত না। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়া বহুদিনের পর ডোরথী ঈশ্বর-কৃপায় সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইলেন।

যে মহীয়সী শক্তি প্রভাবে ডোরথী আশৈশব পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই শক্তি ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই শক্তির নাম ঈশ্বরানুরাগ। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে আপনাকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত বলিয়া অনুভব করিতেন। বিবেক-কর্ণে পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রভু কি আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা না শুনিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

(ক্রমশঃ)

আর্য্য মহিলা।

শৈব্যা।

"ভার্য্যা মূলংত্রিবর্গস্ত ভার্য্যা মূলংস্তরিষ্যতঃ"

সূর্য্যবংশীয় মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র রাজার পুণ্যময় চরিত শুনেন নাই, এ রকম লোক আমাদের দেশে অতি অল্প; আবার সেই অপূর্ব্ব চরিত্র শুনিয়া হৃদয় ভক্তিও প্রীতিরসে আর্দ্র হয় না, সে রকম হৃদয় আরও অল্প। শৈব্যা দেবী এই মহা-প্রাণ হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দেবত্বে পরিণত হইয়াছিল, সেই দেবত্বের প্রধান সহায় রাজমহিষী শৈব্যা। স্বামীকে যিনি এইরূপ অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন, তিনি রমণী কুলের অলঙ্কার। এতদ্ভিন্ন শৈব্যার সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা ও বুদ্ধিমত্তা, ভারত মহিলাগণের গৌরব স্বরূপ।

দানবীর হরিশ্চন্দ্র, ঋষি বিশ্বামিত্রের ছলনায় তাঁহাকে সমগ্র সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন। এখন তিনি পথের ভিখারী। কিন্তু তাহাতে তিনি কাতর নহেন—মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র এমন কাপুরুষ নহেন যে দান-কৃত পদার্থের জন্যে কাতর হইবেন! তবে কিনা আজি হরিশ্চন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য, তাই তিনি দানের দক্ষিণা-স্বরূপ বিশ্বামিত্রের আকাঙ্ক্ষিত সপ্তকোটী স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারিতেছেন না, সে বীর-হৃদয় এই ক্ষোভেই দারুণ ব্যথিত!

কিন্তু কূট-বুদ্ধি বিশ্বামিত্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্যে তপস্যা করিয়া তখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। যে সকল গুণে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা জগতের পূজিত, "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া" যাহা-দিগের সাধনা ও তপস্যার উদ্দেশ্য—সে অমর জীবন দুই দিনে মিলে না; তাই বিশ্বামিত্র তখনও অসিদ্ধ, তখনও তাঁহার কুপ্রবৃত্তিদিগের অসংযতাবস্থা। সুতরাং আমাদের দেশে কোনও কোনও লোভান্ধ পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণা প্রভৃতির জন্যে যেমন দরিদ্র যজমানের অস্থিপেষণ করিতে থাকেন, বিশ্বামিত্রও সপ্ত কোটী স্বর্ণ মুদ্রার জন্যে রাজাকে সেইরূপ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। নিরুপায় হরিশ্চন্দ্র যেমন করিয়াই হউক এক-মাসের মধ্যে সমস্ত অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিছুদিনের মত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে গিয়া যখন উপ-স্থিত বিপদের কথা জানাইলেন, তখন রাজমহিষী শৈব্যা আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র অধৈর্য্য হইলেন না। এ জগতে সুখ সম্পত্তি মানবের চিরদিনের নহে; এই কথা মনে করিয়া অনিবার্য্য বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ। এ মহত্ত্বে শৈব্যার হৃদয় পূর্ণ

ছিল, তাই রাজরাণী, ধন, মান, সুখ—সম্রাজ্ঞী পদ পরিত্যাগ করিয়া, স্বামিপুত্রের সহিত দীন বেশে রাজ-ভবন ছাড়িয়া চলিলেন। এত দুঃখ ও দুর্ভোগেও সে কোমল হৃদয় ভগ্ন হইল না। সংসারের দুঃখ বিপদে এই রকম ধৈর্য্যাবলম্বনেই তো রমণীর বীরত্ব। ইহাতেই বুঝিলাম শৈব্যা দেবী বীরাঙ্গনা।

যত দূর হরিশ্চন্দ্রের অধিকার, এখন ততদূর বিশ্বামিত্রের অধিকৃত। বিশ্বামিত্রের অধিকারে স্থান পাইবেন না বলিয়া রাজদম্পতী বালক পুত্র রোহিতাশ্বকে লইয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। বারাণসী, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভূত নহে। যাহাহউক এক মাস পূর্ণ হইতে চলিল, দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র কিছু মাত্র অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে সময় উপস্থিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তখনও পর্য্যন্ত দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ হয় নাই দেখিয়া রাজাকে "প্রতারক", "মিথ্যাবাদী" প্রভৃতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

স্বামীর এতাদৃশ বিপদে পতিপ্রাণা শৈব্যার হৃদয় কি দারুণ ব্যথিত হইল, তাহা সহৃদয়া ভগিনীগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু তথাপি শৈব্যা স্থিরতা, ধীরতা অথবা কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইলেন না! শৈব্যা বীরাঙ্গনা, শৈব্যা ধার্ম্মিকবর হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, তিনি স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজ সত্য পালন করুন; মানব সত্য লঙ্ঘন করিলে শ্মশানের ন্যায় ত্যাজ্য হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন, দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই বিফল।" এরকম ধর্ম্মপরায়ণা দেবী না হইলে, সত্যের মহিমা এমন করিয়া না বুঝিলে, শৈব্যা কি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইতে পারিতেন? নিম্নলিখিত কথা হইতে শৈব্যার কি গভীর বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থ পতিহিতৈষণার পরিচয়ই পাওয়া যায়!—

রাজমহিষী, পতির বিপদ প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া সজলনয়নে গদ গদ কণ্ঠে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন "রাজন্! আমার পুত্র জন্মিয়াছে; বিবাহের এক প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; অতএব আমাকে বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য বিশ্বামিত্রকে দান করুন্।"

ধন্য শৈব্যা! নারীকুলের প্রধান অহঙ্কার তুমিই! সীতা দেখিয়াছি, সাবিত্রী দেখিয়াছি, স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিতে সহমৃতা হিন্দু মহিলা দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদেরও একটা অলৌকিক সুখ, অপরিসীম পরিতৃপ্তি আছে, তাঁহাদের দারুণ দুঃখের মধ্যেও একটা প্রাণপূর্ণ সৌভাগ্যগর্ব্ব আছে! কিন্তু তোমার মত পতিপুত্র-বিচ্ছেদ সাধিয়া লইতে, তোমার মত আত্মবিক্রয় করিয়া পতিকে অঋণী

করিতে, তোমার মত স্বামীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলাশয়ে আত্মবিসর্জ্জন দিতে, কেবল তোমাকেই দেখিলাম! কেন যে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন "ভার্য্যা ত্রিবর্গেরও মূল, ভার্য্যা মোক্ষেরও মূল" তাহা তোমাকে দেখিয়াই বুঝিলাম! নারীকুলের প্রধান অহঙ্কার তুমিই!

রাজা একথা শুনিয়া সহিতে পারিলেন না। ধন, মান, খ্যাতি, সৌভাগ্য, আসমুদ্র সাম্রাজ্য, মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের সে সবই গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় কাতর নহে। তাঁহার সংসারের লক্ষ্মী, হৃদয়ের বন্ধু, প্রীতির প্রতিমা, বিপদের মন্ত্রী, সম্পদের আনন্দ, সহধর্ম্মিণী শৈব্যা দেবীকে যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে বিক্রয় করিতে হইবে; রক্ষক, প্রতিপালক, স্বামী হইয়া রাজরাণীকে—ভার্য্যাকে যে পরের দাসীত্বে নিয়োজিত করিতে হইবে, একথা সে বীরহৃদয়েও সহ্য হইল না! অসহনীয় বেদনায় রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দক্ষিণালুব্ধ বঙ্গীয় পুরোহিতের, তবু একটু হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষত্রিয় ঋষিতে তাহাও পাওয়া গেল না। হরিশ্চন্দ্রের আর্ত্তনাদ, শৈব্যার অশ্রুধারা, বালক রোহিতাশ্বের কাতরতা, বিশ্বামিত্রের "অস্থের হৃদয়ের" নিকটে সবই পরাস্ত হইল। তিনি দক্ষিণার জন্যে হরিশ্চন্দ্রকে বারংবার ভৎর্সনা ও তাড়না করিতে লাগিলেন।

শৈব্যা, অধিকতর ব্যথিতা হইয়া অধিকতর উত্তেজিতা হইয়া পতির চরণতলে পড়িয়া আত্মবিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তুচ্ছ স্ত্রী পুত্রের স্নেহ মমতায় আকৃষ্ট হইয়া সত্যপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র সত্যভ্রষ্ট হইবেন, এই ক্ষোভে, এই বেদনায় শৈব্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জগতের সকল জিনিস হইতে স্বামী রমণীর প্রিয়, সেই স্বামী হইতে স্বামীর ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। যে রমণী স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া স্বামীকে পাপ পঙ্কে লিপ্ত করে, কুকার্য্যে অভ্যস্ত করে, যে আত্মসুখের জন্যে স্বামীকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করে, সে রমণীকুলকলঙ্ক। তাহাকে নিন্দা করিবার ভাষা আমরা জানি না।

বিশ্বামিত্রের ভৎর্সনায় ও শৈব্যার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় রাজা পত্নী-প্রস্তাবিত শোচনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার নিকট হইতে একজন ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে ও রাজকুমার রোহিতাশ্বকে ক্রয় করিলেন। অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী সপুত্র ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত হইলেন। হায়রে মানব ভাগ্য! ধিক্ মানবকে, যে সে তোমাকে লইয়া অহঙ্কার করে! মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোক সহসা মেঘে ঢাকিয়া যায়, মানুষের সৌভাগ্য-প্রদীপ বড় আশার সময়েও নিবিয়া যায়! আমরা ইহা দেখিয়াও দেখিনা, বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়া ও জানি না, এই কারণে ধিক্ আমাদিগকে!

ভার্য্যা পুত্র বিক্রয় করিয়াও রাজা সমস্ত দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই শোকসন্তপ্ত ভগ্নহৃদয় হরিশ্চন্দ্র আবার বিশ্বামিত্রের নিকটে গালি খাইতে লাগিলেন। তখন নিরুপায় রাজা আত্মবিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্মশানের অধীশ্বর একজন চণ্ডাল, শব দাহ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আশয়ে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু এতাদৃশ নীচ ও নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ভাবিয়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়হীন বিশ্বামিত্রের মনে কোনও ক্রমে করুণার সঞ্চার হইল না; বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালের নিকটে রাজাকে বিক্রয় করিয়া ঈপ্সিত অর্থ লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন।

সংস্কৃতে আছে—

"সহতে ব্যসনক্লেশং ধীর এব ন
 হীতরঃ।
অশনেঃ পতনক্ষোভং গিরির্ধত্তে
 ন পাদপঃ॥" *

ধীর ব্যক্তিরা বিপদের ক্লেশ সহিতে পারেন বলিয়াই বুঝি জগদীশ্বর তাঁহার সুপুত্র সুকন্যাদিগকে নানা রূপ বিপদে পাতিত করেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাম, যুধিষ্ঠির, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সীতা, সাবিত্রী, গৌতমী প্রভৃতি অধিকতর দুঃখ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন বিদেশীয় ইতিহাসেও মহাত্মা সক্রেটিস, ঈশা প্রভৃতির জীবনীতে এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। যাহা ঐশিক কার্য্য—আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের কথা দূরে যাউক, বড় বড় জ্ঞানী মহাত্মাগণও তাহা বুঝিতে পারেন না। তবে সরল বিশ্বাসে জগতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হয়, দুঃখ, বিপদ এ জগতের শিক্ষক। যিনি যত দুঃখে পড়িয়াছেন, যত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, তিনি তত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বয়সে বালক হইলেও তাঁহার মানসিক শক্তি অবশ্যই উচ্চ হইয়াছে, বিপদের কঠোর শিক্ষায় তাঁহার সহিষ্ণুতা, স্থিরতা, ত্যাগস্বীকার, অবশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। বুঝি হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার মত মহদাশয় দম্পতী এই কারণে এত ক্লেশ পাইলেন!

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালদাস; শবদাহ ও মৃতের বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতি সংগ্রহ করা তাঁহার কার্য্য। মহারাণী শৈব্যা ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীত্বে নিযুক্তা। কোথায় তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী? তাহা শৈব্যা কিছুই জানেন না। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রও তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস। রাজার ছেলে রোহিতাশ্ব কোথায় রাজসুখ ভোগ করিবে, রাজকুমারের মত আদর সম্মান লাভ

* ধীর ব্যক্তিই বিপদের ক্লেশ বহন করেন, অন্য ব্যক্তি নহে। বজ্রপাতের আঘাত পর্ব্বতই সহ্য করে, বৃক্ষ সহ্য করিতে পারে না।

করিবে, তাহা না হইয়া দিবারাত্র কতই লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহিতেছে! শৈব্যার এ দুঃখ—এ ক্ষোভের তুলনায় সীতা, দময়ন্তীদিগের দুঃখও কতকটা "সামান্য" বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বঙ্গগৃহের শিশু-জননী পতিত্যক্তা কুলীন মহিলারা শৈব্যার এ দুঃখের অংশভাগিনী হইতে পারেন!

কিন্তু শৈব্যার দুর্ভাগ্যের "শেষ সীমা" এই খানে নহে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া শৈব্যার প্রাণে শেষ শান্তিটুকু বিরাজিত ছিল, যাহার মুখ চাহিয়া শৈব্যা এত মনস্তাপেও অধীরা হন নাই, শৈব্যার সেই স্নেহের ধন, সেই অঞ্চলের নিধি, সেই সোণার পুতুল রোহিতাশ্ব সহসা শৈব্যার আঁধার জগৎ আরও আঁধার করিল। রোহিতাশ্ব সর্পদংশনে গতায়ু হইল, শৈব্যার সে ধ্রুবতারা নিবিল।

প্রভুর আদেশে শোকাকুলা আত্ম-বিহ্বলা শৈব্যা মৃত পুত্রের সৎকার করিতে শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে কন্থা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাজ দম্পতী উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। এই নিদারুণ সময়ে অযোধ্যার সম্রাট্ প্রিয়তম স্বামী হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের দাস ও শব-দাহকারী দেখিয়া শৈব্যার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—যে ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করিয়া শৈব্যা এতদিন অসহনীয় ক্লেশ সহিয়া আসিতেছিলেন, যে ধর্ম্ম শৈব্যার প্রাণের প্রাণ, সেই ধর্ম্মের উপরেই শৈব্যার অভিমান জন্মিল, মনের আবেগে, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে শৈব্যা বলিতে লাগিলেন,

"যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদি পূজনে পালনে ভুবঃ॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যমার্জ্জবং চানৃশংসতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ॥" ‡

এ কথা গুলি শুনিয়া এমন কেহ বুঝিবেন না, যে শৈব্যার মত সত্যধর্ম্ম-পরায়ণা দেবী ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসিনী। ভগবানের উপরে ভক্তেরই আবদার চলে, অভক্তের নহে। যাহাকে বড় ভালবাসি, সে যদি আমার উপর নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করে, তাহাহইলে আমার বুকটা আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার উপরে রাগ হয়। ইহার কাছে তর্কবল, যুক্তিবল, কিছুই খাটিবে না। হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ বুঝা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। যতদিন শৈব্যা সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উপস্থিত না হইয়াছেন, ততদিন যে ভগবানের চরণ অবলম্বন করিয়া সকল দুঃখ বহন করিয়াছেন, আজি সহিষ্ণুতা চরম সীমায় পৌছিয়াছে, তাই আজি সেই শৈব্যা সেই ভগবানের উপরে অভিমানিনী! ভগবান্ ভক্তের প্রাণের সর্ব্বস্ব। তাই ভক্তের অভিমানও

‡ হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি এইরূপ হয়,ধর্ম্মে—বিপ্রদেবাদি পূজনে ও পৃথিবীপালনে সহায়তা পাওয়া না যায়; তবে যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য, ঋজুতা,দয়া, কোথায়? যে হেতু ধর্ম্মাবতার তুমি আপনার রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ।।

তাঁহার উপর, আবদারও তাঁহার উপর। গভীর ভালবাসা না থাকিলে ভালবাসার অভিমান জন্মে না, ভালবাসা-ভাজনের প্রতি আবদার হয় না *! তাই শৈব্যার ঐ কয়টা কথা হইতে আমরা তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ অনুভব করিতেছি। শৈব্যার মত সত্যধর্ম্মপরায়ণা দেবী কখনই অবিশ্বাসিনী নহেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে ভগবানের কৃপায় রোহিতাশ্ব পুনর্জ্জীবন এবং রাজদম্পতি দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার পরে রাজদম্পতির জন্য স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হইল। কিন্তু লোক-বৎসল হরিশ্চন্দ্র তাঁহার রাজভক্ত প্রজা ও পৌর বর্গকে ছাড়িয়া স্বর্গ সুখ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি নিজ পুণ্য দান করিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে স্বর্গবাসী করিতে চাহিলে, দেবতাগণ হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার সহিত তাহাদিগকেও স্বর্গে লইতে বাধ্য হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রজাবৎসলতা ও লোকহিতৈষণা সাধারণকে বুঝাইবার জন্যেই বোধ হয় একথাটার অবতারণা—কিন্তু এই রাজ-দম্পতির মত ধর্ম্মপ্রাণ ও সংসারের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেব দেবীগণ যে স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, আর ভারতের বন্দনীয়া মহিলাগণের সহিত রমণীরত্ন শৈব্যা দেবীও যে চির-অমরতা লাভ করিয়াছেন, একথা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি।

শ্রীমা—

ব্রহ্মনারী।

মহারাষ্ট্রীয়া নারীদিগের মত ব্রহ্মনারীদিগেরও মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। ইঁহারা হাটে ঘাটে মাঠে পথে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। বিবাহ এখানে স্বেচ্ছাধীন, অর্থাৎ মহিলা ইচ্ছা করিলে উদ্বাহ পাশে আবদ্ধ হইতে পারেন, বয়সের কোনও সীমা নির্দ্ধারণ নাই, সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বালিকা বিবাহ যে কি জিনিস তাহা ব্রহ্মবাসিগণ জানে না। এস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটি এই,—স্ত্রীগণ ইচ্ছামত স্বামিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাতে সমাজের বন্ধন যে শিথিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতেই যে অনেক সামা-

* মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহার উপরে রাগ হয়ও শীঘ্র; তাহার উপরে যে রাগ হয় সে রাগ যায়ও শীঘ্র। হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিতে মানব অক্ষম; আমাদের মত মানব অবশ্য আরও অক্ষম। তথাপি এই কথা গুলা আর একদিন পাঠিকা ভগিনীদিগের কাছে ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। লেখিকা।

ত্মিক উৎপাতের উৎপত্তি, তাহা কে না বলিবে? ব্রহ্মে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই, অন্তঃপুরও নাই। ইহার কারণ কি? যে সকল দেশ বহু দিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল, সেই গুলিতে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে মুসলমানগণ কখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই, যদিও পারিয়া থাকেন, তথায় তাহাদিগের সমাজবিপ্লব ঘটাইবার ক্ষমতা ছিল না। ব্রহ্মবাসীরা বৌদ্ধ। এখানে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধদিগের সহিত হিন্দুদিগের যে অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। কারণ হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্বীকার ও মান্য করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা কোনও কালে ছিল না, সুতরাং বৌদ্ধদিগের যে উহা থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হিন্দুসমাজ বহু শতাব্দী হইতে মুসলমানদিগের অধীন থাকাতে অনেক বিজাতীয় মহম্মদীয় আচার ব্যবহার উহাতে প্রবর্ত্তিত হয়। যে আচার ব্যবহার গুলি প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে এই জেনানা প্রথা। কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে তো তাহা হয় নাই। ইহা কখনও মহম্মদীয় সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে কোনও রূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মদেশে পর্দ্দার সৃষ্টি কখনও হয় নাই।

ব্রহ্মনারীগণ রুশ ও স্পেন দেশীয় নারীদিগের মত চুরুট খাইয়া থাকে। এইরূপে ধূম পান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অস্বাভাবিক। ইহাঁরা চটি জুতা ও জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চেপ্টা মুখ, উচ্চ কপোল-অস্থি, সরু বুদ্ধি পরিচায়ক নয়নযুগল, মস্তকোপরি বেণী সুবিন্যস্ত, কুসুমমহ্লশোভিত উজ্জ্বল কেশ, গাত্রে ওড়না, রেশমি বস্ত্র ও রেশমি জামা ইহাই ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ। রাজবংশীয়া এবং উচ্চবংশীয়াদিগের পৃষ্ঠ দেশে পক্ষীর ডানার মত এক প্রকার শক্ত সোনার তারের পোসাক ও মস্তকে হীরকখচিত শিরোভূষণ। ব্রহ্মবাসীরা অতিশয় শিষ্টাচারী, রাজসমীপে স্ত্রী কি পুরুষকে কেবল যে সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হয়, তাহা নহে, শম্বুকাদির ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সন্তানোৎপাদনের কাল কর্ণবেধ দ্বারা নির্ণীত হয়। ইহা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মহাআনন্দের সময় বালকদিগের বিদ্যারম্ভ হয়। ইহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া পূজনীয় যাজকদিগের নিকট শিক্ষার্থে প্রেরণ করা হয়। ইহাদিগের শিক্ষা-প্রণালী তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। তিব্বতীয় শিক্ষার্থিগণও ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা উচ্চতর। এখানে নারীদিগের পৃথক্ উৎসব আছে। ফুল ও মুকুলে সুশোভিত বড় বড় সাজি বুদ্ধ দেবের প্রতি-

মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখে রাখিয়া বামাগণ স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন। একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলের হৃদয়ে জলন্ত ধর্ম্মভাব। পাগোডার অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবমন্দিরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বিমোহিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে তাল বৃক্ষরাজি, মধ্য স্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবমন্দির, ঘণ্টার ঠুন ঠুন শব্দের সহিত সুগন্ধ যেমন কর্ণ ও নাসিকাকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি নয়নও পরিতৃপ্ত হয়। হৃদয়ই বা না হইবে কেন? বলাবাহুল্য এ শোভার সহিত হিন্দুর দেব দেবীর মন্দিরের শোভার অনেক মিল আছে। নাট্যশালাদিতে ধর্ম্মবিষয় অবলম্বন করিয়া অভিনয়ের কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মবাসীরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে এই সকল স্থানে বসিয়া সুখে সময় কাটাইয়া থাকে, কোনও মতে ক্লান্তি অনুভব করে না। দান ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এই দুটি সদনুষ্ঠান বিত্তশালী লোকমাত্রেই করিয়া থাকেন।

ইংরাজ মহিলাদিগের মত ব্রহ্মমহিলারাও নৃত্য অতি যত্নে শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই শিক্ষা অতি শৈশবাবস্থা হইতে আরদ্ধ হয়।

মহামুহূর্ত্ত।

(উপন্যাস)

"তোরা না সাধিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেত্রবতী নদী কুল কুল তানে বহিয়া যাইতেছে। দুই ধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। আকাশে আনন্দময়ী ঊষার হাসিতে পৃথিবীখানি আনন্দমাখা বোধ হইতেছে; বেত্রবতীকূলে আম, জাম, অশ্বত্থ, ও শিমুল গাছের উপরে পাখীরা প্রভাতি গীতি ছড়াইতেছে; সেই শোভা দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দমনে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে আমার কাজ করিতেছি।

আমার কাজ বেশি কিছুই নহে—আমি একটা গরু বাঁধিতেছিলাম। ধবলী গরু মাঠের নূতন ঘাস দেখিয়া আমার সহিত বড় "দুষ্টামি" করিতেছিল, আমি তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিতেছি; এমন সময়ে কতকগুলা অস্বাভাবিক হাসি শুনিয়া আমি চমকিয়া ফিরিয়া চহিলাম—দেখিলাম যাহারা

হাসিতেছিল তাহারা পুরুষ, আমি স্ত্রী-লোক—বাবা বলেন "বালিকা"। আর চারি পাঁচ বছর আগে যাহাদের সহিত ভাই ভগিনীর মত খেলিয়া বেড়াইয়াছি, তাহারাই হাসিতেছিল; তাহাদের হাসি দেখিয়া আমি লজ্জিতাও হইলাম, সঙ্কুচিতাও হইলাম। কারণ সে আজি চারি পাঁচ বছরের কথা, আমি এখন বড় হইয়াছি; এখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর হইয়াছে। এখন বাল্যকালের সঙ্গীদিগের সহিত কথা কহিতেও লজ্জা করে, তাহাদের সঙ্গে আমার আর দেখা শুনাও হয় না।

কিন্তু পুরুষ ছেলের লজ্জা বড় কম, নচেৎ আমি যাহাদিগের হাসিতে লজ্জিতা হইতেছিলাম, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা আরম্ভ করিয়াছে। একজন বলিতেছে "এখনকার দিনে বামন কায়েতের ঘরেও যে গয়লার ব্যবসা চোল্‌ছে?" আর একজন উত্তর করিতেছে "এত কালের পরে তবে নির্জ্জলা দুদ পাবার আশা হয়েছে, ভালই হ'ল!" সকলেই সকলের মুখ চাহিয়া হাসিতেছে।

কেবল একজন হাসিতেছে না। সে আমার সত্য দাদা। সত্য দাদা বাবার কাছে পড়িতেন। এখন কলিকাতার কলেজে পড়েন। বয়সে আমার চাইতে ছয় সাত বছরের বড়। তাঁহার নাম সত্যপ্রিয়, আমাকে চিরদিন সহোদরার মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তাই আমি তাঁহাকে "সত্যদাদা" বলিয়া ডাকি; এখনও সত্য দাদাকে দেখিলে আমার লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না। সত্য দাদা ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন।

আমাকে ত্রস্ত দেখিয়া ধবলী গরু বড় অবাধ্য হইল। সে মাঠের ঘাস উপেক্ষা করিয়া ধানের ক্ষেতের দিকে ঝুঁকিল; আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

সহসা সত্যদাদা আসিয়া গরুর দড়ি ধরিলেন। সজোরে গরু টানিয়া তাহার খোঁটা পুঁতিলেন। আমি কৃতজ্ঞতায় বিভোর হইলাম, কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম না। সত্যদাদা দ্রুতপদে স্বতন্ত্র পথে চলিয়া গেলেন।

আমি বাড়ী ফিরিতে পথে দেখি, সত্য দাদা একা দাঁড়াইয়া আছেন। আমি কিছু না বলিতে তিনি আগে কথা বলিলেন "ক্ষমা! তুমি গরু বাঁধিতেছিলে কেন? মাষ্টার মহাশয় কি গরু কিনিয়াছেন?" বাবা আগে গ্রামের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন বলিয়া সত্য দাদা তাঁহাকে "মাষ্টার মহাশয়" বলেন।

আমি নতমুখে উত্তর করিলাম "না সত্যদাদা, গরু আমাদের নয়। আমি গরু বাঁধিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম বলিয়াই আজ কয়দিন গরু বাঁধিতেছি। তা' আজ কেবল তোমার জন্যেই—সত্যদাদা আর বলিতে দিলেন না, বলিলেন "পরের গরু বাঁধিতেছ কেন?" উত্তর দিতে আমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া আবার

বলিলেন "ক্ষমা, যদি তোমারই গরু রাখিতে হয়, তবে কা'ল্ থেকে আমি ও গরুর ভার গ্রহণ করিব।"

আমার বুকে লাগিল। আমি কি মানুষ? যিনি আমার জন্তে এত আয়াস স্বীকার করেন, এতটা ক্লেশ আনন্দে বহন করেন, আমি কিনা তাঁহার কাছে আত্মগোপন করিতেছি? ধিক্ আমাকে! আমি বলিলাম "সত্য দাদা! গরু রাখিতেছি কেন, তাহা সব খুলিয়া বলিব, তুমি আমাদের বাড়ী চল।"

সত্য দাদা হাসিয়া বলিলেন "এখন নয়, সন্ধ্যাকালে যাইব।"

আমি বাড়ী ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেত্রবতীর তীরে অনতিদূরে আমাদের কুটীর। আমি বাড়ী আসিয়া বাবার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। আমার মা, ভাই ভগিনী কেহই নাই। আমার স্নেহের স্থান, সুখের স্থান, শান্তির স্থান, কেবল বাবা। আমার সকল কথা বাবাকেই বলিলে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়। আমি যে সকল ছোট ছোট কথা বলি, বাবা তাহাও খুব আগ্রহ করিয়া শোনেন, সেজন্তেও আমি সকল কথা খুঁটিনাটি করিয়া বাবাকে বলি।

সন্ধ্যার আগে আমি বাবার কাছে ভগবদ্গীতা পড়িতেছিলাম, পড়া হইয়া গেলে আবার সেই গরুর কথা উঠিল। বাবা বলিলেন "দেখিলে ত ক্ষমা, ভগবানের কি অপূর্ব্ব-লীলা, তখন সত্যপ্রিয় ওখানে না থাকিলে তোমার কত বিপদ্ হইত?" আমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "বাবা, আমিও তাই ভেবেছি, জগদীশ্বর আমাকে নিরাপদ কোরতেই যেন অমন সময়ে সত্য দাদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! তা'বাবা, আমাদের সত্য দাদা যেন স্বর্গের ছেলে! যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি, তেমনি সুন্দর চেহারা; আবার পরের সুখ দুঃখও তেমনি বোঝেন।"

বাবা হাসিলেন—আমার মুখপানে চাহিয়া স্নেহের হাসি হাসিলেন। ঠিক এই সময়ে আর একজন লোক আমাদের কুটীরে উপস্থিত হইল, সে আমার সত্য দাদা।

সত্য দাদাকে বসিতে আসন দিয়া আমি এক পাশে সরিয়া বসিলাম। বাবা সত্য দাদাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। সত্য দাদার সে বিনীত মুখের সৌন্দর্য্য যে দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

অন্যান্য কথার পরে বাবা বলিলেন, "ক্ষমা এখন গরু রাখিতে শিখিতেছে, দেখিয়াছ সত্য?" সত্য দাদা নম্রমুখে হাসিলেন। আমি একটু জড় সড় হইলাম। বাবা বলিতে লাগিলেন "ক্ষমার এক ময়রা দিদি আছে, জান কি?"

সত্য দাদা জানেন না, জানিতে বিশেষ ইচ্ছুক হইলে সত্য দাদাকে বাবা

বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গা ময়রাণী বলিয়া একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক আমাদের প্রতিবাসিনী; ক্ষমা তাঁহাকে "ময়রা দিদি" বলিয়া ডাকে। আজি কয়দিন তাহার বড় জ্বর হইয়াছে, তথাপি সে জ্বর গায়ে তাহার গরুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে দিন তাহার কষ্ট দেখিয়া ক্ষমা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে আমার অনুমতি লইয়া, গঙ্গা যতদিন আরাম না হইবে, ততদিন এই গরুটীর তত্বাবধান ক্ষমা নিজে করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছে এবং ময়রাণীর সেবা শুশ্রূষাও করিতেছে। আমাকে বলে "আহা, বাবা! ময়রা দিদির আপনার জন নাই।"

শুনিয়া সত্য দাদা হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিলেন "বটে! তা ক্ষমা, এ কথা আমাকে বোল্লেনা কেন? আগে জানিলে সেই দুষ্ট ছোঁড়াদের বেশ শিক্ষা দিতাম।" আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "না সত্য দাদা, তোমার পা'য় পড়ি, এ কথা তুমি কারুর কাছে ব'ল না। লোকে হাসিলেই বা কি, গালি দিলেই বা কি, আমরা আমাদের কাজ করিতে পারিলেই মঙ্গল।" গীতার উপদেশ আমার প্রাণে জাগিতেছিল।

বিস্মিতভাবে সত্য দাদা আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর করেন যেন চিরদিন তোমাতে এই স্বর্গীয়ভাব দেখি।" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে আসিলাম। আকাশে পরিষ্কার জ্যোৎস্না।

অনেকক্ষণ নদীকূলে দাঁড়াইয়া নৌকা দেখিতেছিলাম। যখন ঘরে ফিরিলাম তখন দেখি সত্য দাদা দাঁড়াইয়া আছেন, বাবা তাঁহাকে বলিতেছেন "বাপু, ইহাই আমার শেষ কামনা—আর সবই ফুরাইয়াছে। যদি তোমার মত জানিতে পাই, তবে তোমার পিতার নিকটে প্রস্তাব করিব।" সত্য দাদা ধীরে ধীরে অধোমুখে অর্দ্ধস্ফুটভাবে উত্তর করিলেন "আমার অমত নাই—আমার পক্ষে সে তো সৌভাগ্য।"

উচ্ছ্বসিত আনন্দভরে বাবা, সত্য দাদাকে বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন "এখন জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার পিতা সম্মত হলেই ক্ষমাকে তোমার হাতে দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

আমার বুক কি এক অজানিতভাবে চমকিয়া উঠিল। তাঁহারা কেহ পাছে আমাকে দেখিতে পান, এই ভয়ে পিছনে হটিয়া সরিয়া আসিলাম।

ভবিষ্যৎ! আমার অদৃষ্টে যাহা হইবে, তাহা তুমিই জান।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

প।

১। পাঁকাল মাছের গায় পাঁক লাগে না।
২। পাঁকের গোঁজ।
৩। পাঁচ ফুলের সাজী।
৪। পাঁচশ জুতা গুণে খায়,
ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা যায়।
৫। পাঁশ পেড়ে কাটি ভুঁয়ে না রক্ত পড়ে।
৬। পা না ভিজলো যার, বড় কৈ তার।
৭। পাকা ধানে মৈ।
৮। পাকা আমের রসি,
খাই না খাই খায়ে ঘসি।
৯। পাখমারার ঘরে চড়ুয়ের বাসা।
১০। পাগল না ছাগল।
১১। পাগলে আর মজা নাই,
পীরিতেও সুখ নাই।
১২। পাগলে কি না কয়,
মাতালে কি না খায়?
১৩। পাগলের ছাট, তেলের কাট।
১৪। পাতা চাপা কপাল,
আর পাথর চাপা কপাল।
১৫। পাতের ভাত দে পুষলাম যোগী,
উলটে বলে পরবাস কি।
১৬। পাথরে পাঁচ কিল।
১৭। পাথল পূজনে হর মিলে তব হাম পূজে পাহাড়,
মালা জপনে হরি মিলেতো হাম জপে কুন্দাল।
১৮। পাথুরে বোকা।
১৯। পান পান্তা ভক্ষণ,
ঐ তো পুরুষের লক্ষণ,
আমি অভাগী তপ্ত খাই,
কোন্ দিন বা মরে যাই।
২০। পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,
বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।
২১। পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।
২২। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
২৩। পাপের লেশ,
দুঃখের শেষ।
২৪। পাপাত্মনাং পাপ শতেন কিম্বা।
২৫। পায় না পচা পুঁটা,
মাঙে শ্রী আমলকী।
২৬। পায়পড়ীরে পরিত্রাণ নাই।
২৭। পার জুতা মাথায় উঠেছে।
২৮। পার যোগ্য মানুষ নয়,
গায় হাত দিয়ে কথা।
২৯। পারের কর্ত্তা হরি,
দেবেন চরণতরী।
৩০। পালাতে না পেরে পোষ মানা।
৩১। পালাব না ত কি ভয় করবো?
৩২। পালের আগে দৌড়য় ভেড়া,
উজনে গোয়ালার চোখ টেরা।
৩৩। পালের গোদা।
৩৪। পালের গোরু পালে মিশেছে।
৩৫। পাষণ্ডের নাই পাপের ভয়।
৩৬। পাষাণে মাথা ঠোকা।

দোষ সংশোধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা সরলাকে লইয়া কাজে বসিলেন। সুবিধা বুঝিয়া মনোরমা সরলাকে বলিলেন "সরলা, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি যদি উত্তর দাও, তাহলে আমি যত ভালবাসি, এর চেয়ে আরও বেশী ভালবাসিব। কথাটা যদি অপ্রিয় হয়, তাহলেও আমি যে ভালবাসার কথা বলিলাম তাহার একতিলও এ দিক্ ও দিক্ হবে না, আমার কথা ঠিক্ থাকবে।" সরলা ভয়ে জড়সড় হইয়া, চিন্তিত ও বিষন্ন ভাবে বলিল "মা! তুমি বল, তোমার কথার ঠিক্ উত্তর দিতে চেষ্টা করব।"

মা। চেষ্টা নয়, ঠিক্ কথা বল্‌তেই হবে।

স। আচ্ছা তবে নিশ্চয়ই বল্‌'ব।

ম। সে দিন শিশিরের সঙ্গে কি কি কথা হ'লো, আমার শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে—দেখো একটি কথাও যেন এদিক্ ওদিক্ না হয়।

সরলা সমস্ত কথাই বলিল, তাতে শিশির কি বলিয়াছিল তাহাও বলিল। মনোরমা সরলাকে বলিলেন "তুমি যে সত্য বলিলে এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম, আর তোমাকে যে বেশী ভাল বাসিব বলিয়াছি সে বিষয়ে তুমি আজ হইতে স্থির জানিব যে আমি তোমাকে আমার খুকির মত ভাল বাসিব। তুমি বড় মেয়ে, খুকি ছোট মেয়ে। আর তোমার সঙ্গে তার নামের মিল রাখিবার জন্য তার নাম রাখিব মুরলা।" সরলা সত্য কথার পুরস্কার পাইয়া আনন্দে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু যেন কিছু বলা হয় নাই বলিয়া সরলার মনটা তখনও ভয়ে জড়সড় হ'য়ে ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সরলা কাঁপিয়া উঠিল, দেখিয়া মনোরমা বলিলেন, "সরলা, তুমি শিহরিয়া উঠিলে কেন?" তখন সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মা একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

ম। এখন বল সে টা কি কথা।

স। সে কথাটী একা একা বলিয়াছিলাম।

ম। কি বলিয়াছিলে?

স। বলিয়াছিলাম "হায়রে পোড়া কপাল! আমি মরিলেইত সকল জালা জুড়ায়।"

মনোরমা সেলাই ফেলিয়া সরলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বার বার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "সোণার চাঁদ আমার, তুমি মরবে কেন? ছি অমন কথা কি বল্‌তে আছে—তুমি আমার কথা শুনিয়া চলিবে, কোন কথা গোপন করিও না। পরিণামে তোমার ভাল হবে। আমি

তোমাকে যে পথে চলিতে বলিব, সে পথে চলিয়া তুমি শেষে সুখশান্তি লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। তোমাকে ঘরে আনিয়াছি, তোমাকে লালন পালন করিতেছি, তুমি সুখী হইলে তাহাতে আমাদের প্রাণে কত সুখ, তুমি বালিকা এখন হয়ত বুঝিতে পার না, বড় হইয়া যখন তুমি আবার আমার মত মা হবে, তখন বুঝিতে পারিবে, মেয়ে ভাল হইলে মায়ের কত সুখ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা আজ সেলাই করিতে করিতে সরলার মনটীকে সেলাই করিয়া ফেলিয়াছেন। সরলা আজ বৈকালে এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আজ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে সে যেন পৃথিবী জয় করিয়াছে, অথচ জয়ের অহঙ্কার নাই —জাঁক জমক নাই। শান্ত মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ ভাব। মিষ্ট কথা আজ তাহার দেহ মনের লাবণ্য ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলেই কথা কহিতে —কথা কহিলেই কোলে টানিতে ইচ্ছা হয়। আজ তাহার ভাব ভঙ্গী আচার ব্যবহার সমস্তই যেন মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছে। গৃহস্বামী অবিনাশের বাবা আজ সরলাকে দেখিয়া একটু প্রীত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে যেন একটা ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। অবিনাশের বাবা এখনও জানিতে পারেন নাই যে মনোরমার ভালবাসাপূর্ণ কোমল করস্পর্শে, তাঁহার স্নেহ চুম্বনলাভে, তাঁহার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া, সরলা আজ আপনাকে ও মনোরমাকে জয় করিয়াছে —তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই যে প্রীতি ও প্রসন্নতার স্পর্শ পাইয়া সরলা আজ হৃদয়-দ্বার খুলিয়া মনোরমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে—তিনি জানেন না সরলা আজ কি ধন পাইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে মহাবিদ্যালয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার বৌদ্ধ বিদ্যালয় ভারতবর্ষে সাতিশয় প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। নালন্দা গয়ার নিকট, কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই স্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিদিগের দানশীলতায় ক্রমে ঐ বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার বিদ্যামন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থলে অনেক গুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। এই সময়ে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধভূপতি বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল পবিত্র বিদ্যামন্দিরের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিত্রতা বিনাশে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তিনিকেতনে প্রশান্ত ভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন।

মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্র এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। অসাধারণ ধর্ম্মশীলতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার মহা বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্থ্ সঙ্গ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি ভারতীয় এই লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। হিউএন্থ্ সঙ্গ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক নালন্দায় গমন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর নালন্দার মহা বিদ্যালয়ে ছিলেন। পাঁচ বৎসর মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপেটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে যাঁহার অসামান্য জ্ঞানগরিমার নিকটে অবনতমস্তক হইত, সেই মহা পণ্ডিত হিউয়েন্থ্ সঙ্গ জ্ঞানসঞ্চার মানসে ভারতীয় এই পবিত্র নিকেতনে, ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইয়াছিলেন। এখন এই মহা বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে এই পবিত্র সারস্বত আশ্রম এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

কোন বালিকার জন্মদিনের উপহার।

(১)

অফুটন্ত—অপূরিত
বুকে লয়ে আশা-রাশি,
অজানা হাতের গড়া—অজানা প্রদেশ ফেরা,
(জনম-জীবন-মৃত্যু সুরহস্ত ময় !)
রহস্তে সংসার-গীত—কে জানে ক'দিন তরে
মরম-পরশি
গাইবেরে দিবানিশি !

(২)

ছিল না জনম কালে,
সংসারের কিছু সাথে !
আবার যাইবে শোকে—একাকিনী সেই
দেশে ;
শুধু দু'দিনের তরে এই ধূলি খেলা !
মিটিবেনা সেই আশা,
মিটিতে পারে না হেথা !
অতৃপ্ত-ফুটন্ত এবে—
শুধুই ফুটিয়া যাবে !
কে জানে হাসিবে কিনা সংসারের পথে !

(৩)

চাহিনা—বাসিনা ভাল,
সংসারের কিছু দিতে !
ওতো ছাই শুধু ছাই,—এই আছে এই নাই,
ওতো শুধু মরীচিকা খেলা !
ওরা কি মিটাতে পারে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ক্ষণ তরে,
সাজাইয়া স্বপনের মেলা !
আজি শুভ-জন্ম-দিনে,
আসিয়াছি এই খানে
বুকভরা—প্রাণ ভরা
কি দিব—কি আছে প্রাণে !
বস বস এই স্থানে—
গাইব প্রাণের গীতি—
তব শুভ-জন্ম-দিনে।
(জগতের নহে কিছু
জগত শুনিবে কেন ?)
গা'ব মোরা প্রাণে প্রাণে !

(৪)

যেমন সাধের মেয়ে,—
তেমন ফুটরে ভালো !
করিয়া দিগন্তাকুল—ফুটরে একটী ফুল,
করিয়া এ গৃহ আলো !
জন্মকালে হাসিয়াছ,
কত লোক হাসিয়াছে !
আবার সংসারে পশি, হাসরে তেমন হাসি,
(যেমন বসন্ত বায়,
ফুলটী হাসায়ে যায়)
জুড়াব দগধ প্রাণ তোমার পরশে আসি।
নিশির তামস-রাশি,
সরাইয়া দুই হাতে—
উষা যথা ধীরে ধীরে—আসে এই ধরা' পরে
সুদিন সংবাদ দিতে।
তোমার (ও) জীবন-উষা
ফুটি ফুটি ধীরে ধীরে,
সরায়ে সংসার মায়া—গভীর পাপের ছায়া,
প্রাণ-সঞ্জীবন'গীতে
আশুক এ ধরা' পরে !

(৫)

কত লোক আসে ভবে,
কত লোক চলে যায়!
আঁধার এ ধরাধাম—কে করে কাহার নাম
কে চিনে কাহার মুখ,
সকল(ই) আঁধারে রয়!
যদি কার (ও) মুখ-তলে, একটু আলোক খেলে,
তার(ই) মুখ ও আঁধারে—
জগৎ টানিয়া লয়!
তার(ই) জন্মদিন ভবে,
স্মৃতি-পাতে আঁকা রবে!
তাহার(ই) আশার কথা,
তার(ই) গীত বিস্ময়!

(৬)

তোমার (ও) জনম দিন
তাই হোক্—আশা প্রাণে
এ মোর প্রার্থনা গীতি,—এই মোর আশা প্রীতি—
এই মোর "উপহার"
তব শুভ জন্ম দিনে।
"ভালবাসা স্বর্গের সোপান,
সাধুতাই সুখের নিদান"
এই স্বরগের গীতি
গাও তুমি এ জীবনে!

শুভাকাঙ্ক্ষী।
শ্রীঅ—

লাঙ্গুলের উপযোগিতা।

মেরুদণ্ডী জীবদিগের প্রায় সকলেরই লাঙ্গুল আছে। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মধ্যে নরাকৃতি বানর* ও কতকগুলি তীক্ষ্ণদন্তের এবং সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে ভেকগণেরা লেজ নাই। লাঙ্গুল জীবদিগের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতার সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার কার্য্য বহুল ও বিচিত্র। কোথাও ইহাদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, কোথাও গতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোথাও নৌকার হালের ন্যায় বায়ু বা জলের উপর শরীর বাহিয়া যাওয়া যায়, কোথাও ইহা আক্রমণের অস্ত্র, কোথাও ইহা শীতের বস্ত্র, কোথাও ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য ছত্রের কার্য্য করে। বিশ্বপতির বিচিত্র লীলা, লাঙ্গুলের কার্য্যকারিতা অনুসারে ইহার আকার ও গঠনও বিচিত্র।

আমেরিকার অনেক জাতীয় বানরের লাঙ্গুল হস্তের ন্যায় ধারণের উপযোগী। ইহাদ্বারা তাহারা বৃক্ষের ডাল ধরে এবং ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলিয়া যায়,

---

* আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন বন্য জাতীয় মনুষ্য স-লাঙ্গুল দৃষ্ট হইয়াছে শুনা যায়। লাঙ্গুল বানরজাতির সাধারণ ভূষণ সন্দেহ নাই।

† ভেকদিগের সন্তান অর্থাৎ বেঙাচিরা সলাঙ্গুল, বড় হইলে লাঙ্গুল খসিয়া যায়।

সে সময়ে হস্ত দ্বারা ভক্ষণ বা অন্য বিধ কার্য্যও চলিয়া থাকে। এই লাঙ্গুল মাংসল ও সবল, তদ্ভিন্ন তাহার অগ্রভাগের দিকে কতক স্থান লোমবিহীন থাকাতে তাহার স্পর্শ শক্তি অতি প্রবল। শাখায় শাখায় বেড়াইবার সময় এই জন্য দৃষ্টিশক্তির আদৌ প্রয়োজন হয় না—লাঙ্গুলের অগ্রভাগের স্পর্শ শক্তিদ্বারা কোথায় কি আছে বিলক্ষণ অনুভূত হয়। এই লাঙ্গুল বানরদিগের শরীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু তাহা এমন ছোট ছোট অস্থিখণ্ড সংযোগে গঠিত যে ইচ্ছামত সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও সঞ্চালিত করা যায়। লাঙ্গুল সে দেশের বানরদিগের পঞ্চম হস্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা তাহারা বৃক্ষশাখা এমত দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরে, যে বন্দুকের গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেও লাঙ্গুল অবলম্বনে শরীর অনেকক্ষণ ঝুলিয়া থাকে।

বানর ছাড়া আরও কোন কোনও জন্তুর ধারণোপযোগী লাঙ্গুল আছে। ইহাদের মধ্যে ফয়্লে ইন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রজাতীয়। লাঙ্গুল অবলম্বনে বানরেরা যেমন বৃক্ষশাখায় ভ্রমণ করে, ইহারা তেমনি যব, গোধুম ও ধানগাছ প্রভৃতিতে আরোহণ করে। ডাঁটায় লেজ জড়াইয়া নামিতে থাকে এবং অতি সুন্দরগতিতে ভূমির উপর নিঃশব্দে চলিয়া যায়। আমেরিকার অপোসম প্রভৃতি জন্তুর লেজের এক চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। জননী যখন সন্তানদিগকে পিঠে করিয়া লইয়া যান, তাঁহার লেজটী বেঁকাইয়া খাড়া করিয়া রাখেন, আর সন্তানেরা আপনাপন লেজ দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে; ইহাতে কাহারও পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

অনেক জন্তুর লাঙ্গুল চামর বা ঝোপের ন্যায় এবং তাহা লোম বা পশমে আবৃত। যাহাদের এরূপ লেজ আছে, তাহারা নিদ্রার সময় লেজটী গুটাইয়া সম্মুখের পদদ্বয় ও নাসিকা আবৃত করে, ইহাতে বেশ গরম হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। কাটবিড়ালী, খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। উড্ডীয়মান কাটবিড়ালী যখন বহুদূর লম্ফ প্রদান করে, তখন তাহার দীর্ঘ লোমশ লাঙ্গুল হালের ন্যায় বাতাস কাটিয়া যায়। পক্ষীদিগের পালকযুক্ত লেজও এই কার্য্য করে, তাহাদ্বারা তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ পথে চলিয়া বেড়ায়। ময়ূরের পুচ্ছ কি সুন্দর! আরও অনেক পক্ষীর লাঙ্গুলের অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে।

লাঙ্গুল দ্বারা মনের ভাব আশ্চর্য্য রূপে ব্যক্ত হয়। কুকুর তাহার প্রতিপালক প্রভু বা সঙ্গীকুকুরের নিকট আসিয়া কেমন লেজটী নামাইয়া দিয়া নাড়িতে থাকে, তাহাতে তাহার কত ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ পায়! সেই কুকুর আবার শত্রুবেশে কোন মানুষ বা অন্য কুকুরকে দেখিলে বীরভাবে

লেজ খাড়া করিয়া তুলে। কুকুরের প্রাণে যখন ভয় হয়, তখন সে লেজটী গুটাইয়া পায়ের মধ্যে রাখিয়া সুড় সুড় করিয়া পলাইতে থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র বিড়াল রাগ হইলে লাঙ্গুল একবার এ পাশ ও একবার ও পাশ আছড়াইতে থাকে, কিন্তু যখন আহার গ্রহণে বা সঙ্গিনীর সহিত সম্ভাষণে দৌড়িয়া যায়, তখন লাঙ্গুল স্থির ও ঊর্দ্ধদিকে খাড়া হইয়া থাকে।

গোরু, মহিষ, ঘোটক ইত্যাদির শরীরের চর্ম্ম তত রোমশ নয়, এই জন্য কীটেরা দংশনে চর্ম্মভেদ করিয়া রক্ত পান করিতে পারে। এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর ইহাদের কেশযুক্ত লম্বা লম্বা লেজ ঝাড়নের মত করিয়া দিয়াছেন। চমরী গোরুর লেজে চামর হইয়া থাকে।

এক প্রকার ভল্লুক আছে, তাহারা বাসস্থানের জন্য গহ্বর খনন করে না। লেজটী এরূপ প্রকাণ্ড ও মজবুত, যে তাহাদ্বারা বাতাস ও বৃষ্টির উৎপাত নিবারণ করিয়া থাকে। ইহারা অলস ও নির্জ্জনপ্রিয়; অধিকাংশ সময় নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। নিদ্রা যাইবার সময় এক পাশে ভর দিয়া শয়ন করে, বুকের লোমে নাসিকা আবৃত করে, সম্মুখ ও পশ্চাতের পদ গুটাইয়া পুঁটুলির মত হয়, তাহাতে উদর ও মস্তক আবৃত হয়। তৎপরে লম্বা ঝোপের মত লেজটী দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকে, লাঙ্গুল ছত্রের কার্য্য করে, রৌদ্র, ঝড়, বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করে না।

কেঙ্গারুর লাঙ্গুল পঞ্চম পদের কার্য্য করে। কেঙ্গারু আহার ও পরিশ্রমে করিবার সময় পশ্চাতের পদদ্বয় ও কুণ্ডলীকৃত লেজের উপর পরম সুখে উপবেশন করে। জর্ব্বোয়া কেঙ্গারুর লাঙ্গুলের কার্য্য বড় আশ্চর্য্য। লম্বা ঘাশ ও খড় দিয়া ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহারা লাঙ্গুলদ্বারা মাঠ হইতে রাশি রাশি ঘাশ খড় ছিন্ন করিয়া সংগ্রহ করে এবং পরে তাহা লেজে বাঁধিয়া থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া বাসস্থানে আসিতে থাকে। এইরূপে লাফাইতেঁ লাফাইতে যখন আসিতে থাকে, তখনকার দৃশ্য বড় আমোদকর।

যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী জলে বাস করে এবং যাহারা উভচর, তাহাদের লেজ নৌকার হাল ও দাঁড়ের কার্য্য করে। হাইল দিয়া নাবিক যেমন নৌকা পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া সম্মুখ দিকে লইয়া যায়, ইহাদের লেজ সেইরূপ অগ্রগমনের সাহায্য করে, আবার দাঁড়ের মত যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে লইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য, এক লাঙ্গুলের মধ্যে হাল ও দাঁড় উভয়েরই সমাবেশ আছে! কুম্ভীর স্থলে আসিয়া তাহার লাঙ্গুল চালনা দ্বারা শিকার আক্রমণ করে, কখনও কখনও ঢিল ছোড়ে, কখনও কখনও ধূলা তুলিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করে। ইহার লাঙ্গুলের এক আঘাতে

শিকার অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে টানিয়া জলে ডুবায় বা পিঠে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া গিয়া গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।

গটাপার্চা।

ডাক্তারখানায় ঘা প্রভৃতির উপর পাতলা চামড়ার মত এক প্রকার জিনিষ ব্যবহৃত হয়, ইহার নাম গটাপার্চা। ইহার এমন গুণ যে ইহা জলে ভিজে না এবং পুঁজ রক্ত ইহাতে শুষিতে পারে না। এই জিনিষটা কি, অনেকেই জানেন না। গটা অর্থ রস এবং পার্চা এক প্রকার বৃক্ষ, সুতরাং গটাপার্চা এক প্রকার বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়। এই পার্চা বৃক্ষ মলোক্কা ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ সমূহে পাওয়া যায়, সিঙ্গাপুরে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষ আছে এবং তাহার রস হইতে প্রস্তুত গটাপার্চা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

গটাপার্চা বৃক্ষ দীর্ঘাকৃতি, দেখিতে সুন্দর ও জমকাল, উচ্চে প্রায় ৭০ ফিট হইয়া থাকে, ইহার ব্যাস ৫।৬ ফিট হইবে। কাষ্ঠ স্পঞ্জের মত নরম ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার পত্র সকল ডালে একটার পর আর একটা উল্‌টা দিকে সজ্জিত। পত্রের উপরিভাগ হরিৎ, নিম্ন ভাগ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীত।

গটা যেরূপে সংগৃহীত হয়, তাহাতে বৃক্ষের প্রাণনাশ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল মনোনীত করিয়া প্রথমে কাটিয়া ফেলা হয়, পরে ছাল ও কাষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস অতি সাবধানে চাঁচিয়া চাঁচিয়া সংগ্রহ করা হয়। বাতাস লাগিলেই এই দুগ্ধ জমিয়া শক্ত হয়। তখন রুটির মত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। গটাপার্চার কাঠ বড় নরম, তাহা বড় কোন কাজে লাগে না।

যে গটাপার্চা পণ্যদ্রব্যরূপে রপ্তানি হয়, তাহা শক্ত দৃঢ়, কর্কশ ও অস্বচ্ছ, আগুণে শীঘ্র দগ্ধ হয় এবং সহজে গলান যায়। এই অবস্থায় ইহার বর্ণ মাংসের ন্যায়, দেখিতে কর্কের মত, গন্ধ পণির বা পচা ঘোলের ন্যায়। ইহা পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। পাতলা খণ্ড সকল কাটিয়া লইয়া গরম জলপূর্ণ বাক্সের মধ্যে দন্তবিশিষ্ট এক প্রকার যন্ত্রে ফেলা হয়। বাক্স ঘুরিতে থাকে এবং যন্ত্রের দন্ত গটাপার্চাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে ও ছাল কুটাকাটি বাহির করিয়া দেয়। ছোট

ছোট খণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় রুটীর মত করা হয় এবং পাতলা কাগজের মত করিবার জন্য গরম ডলন (রোলার) দ্বয়ের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হয়। চাপে বাতাস ও জল সব বাহির হইয়া যায়।

গটাপার্চা কেবল ক্ষত স্থান বন্ধনের জন্য নয়। ইহাদ্বারা ছড়ি, জলের নল, বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয় এবং টেলিগ্রাফের তার মোড়া হয়, তাহাতে জলমধ্যস্থ তারের কোন অপকার হইতে পারে না। গরম জলে তপ্ত করিয়া ইহা যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার আকারে গড়া যায়। রবার ইহার অপেক্ষা স্থিতিস্থাপক, কিন্তু ইহা অধিক ভারসহ। এক বুরুলের ৮ ভাগের এক ভাগ সরু গটাপার্চায় ॥১ একুশ সের ভার ঝুলান যায়, তাহা ছিঁড়িয়া যায় না।

ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও ইহা জানা ছিল, নাবিকেরা এতন্নির্ম্মিত বিবিধ বস্তু পূর্ব্ব দেশ হইতে তথায় লইয়া যাইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মণ্টগমারী চিকিৎসা বিষয়ে ইহার ব্যবহার প্রদর্শন করাতে শিল্পসভা হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। ইহার প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল প্রায় ৫৬০০০ মণ গটাপার্চা এক বৎসরে আমদানি হয়, ইহার জন্য ৩। লক্ষ গাছ মারিতে হইয়াছিল। অনেক স্থান বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে এখনও পার্চা বৃক্ষের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গল রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশ।*

সুখ।

১। যে ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া অসার বিষয়ে মত্ত হয় এবং ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া সুখ আলিঙ্গন করে, সে পরিণামে ধ্যানপরায়ণ লোকের সুখের অবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইবে।

২। কি সুখকর কি অসুখকর কোনও মনুষ্য যেন তাহার অন্বেষণ না করে। সুখকর বস্তু অন্বেষণ করিলে তাহার অভাবে দুঃখ, অসুখকর বস্তুর প্রতি বিরক্ত হইলে তাহা দেখিলেই দুঃখ।

৩। কোনও মনুষ্য পার্থিব কোনও বস্তুকে যেন প্রিয় জ্ঞান করে না, যেহেতু প্রিয় বস্তুর নাশেই দুঃখ। পার্থিব কোনও বস্তু যাহাদের প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়, তাহারাই সংসার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত।

৪। সুখ হইতে দুঃখ হয়, সুখ

* ধর্ম্মপদ ১৬শ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত।

হইতে ভয় হয়; যে ব্যক্তি সুখ-বাসনাশূন্য, তাহার দুঃখও নাই, ভয়ও নাই।

৫। মায়া হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি হয়, যে ব্যক্তি মায়া হইতে মুক্ত, তাহার শোক ও ভয় কি?

৬। ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি, যাহার ইন্দ্রিয়-লালসা নাই, তাহার শোক ও ভয় নাই।

৭। আসক্তি হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি, যাহার আসক্তি নাই, তাহার শোক ও ভয় নাই।

৮। লোভ হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি হয়, যাহার লোভ নাই, সে শোক ও ভয় হইতে বিমুক্ত।

৯। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও জ্ঞানসম্পন্ন, যে ব্যক্তি ন্যায়বান্, সত্যবাদী, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি জগতের প্রিয়।

১০। যাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাণেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে, যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং সংসারাসক্তি যাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না, তাঁহাকে ঊর্দ্ধস্রোতা বলে অর্থাৎ তিনি সংসারের অতীত হইয়া থাকেন।

১১। কোন ব্যক্তি দূরদেশে গিয়া যদি নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত হন, তাহাহইলে তাঁহার বন্ধু, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন কত আদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

১২। আত্মীয় কুটুম্বেরা বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বন্ধুকে যেরূপে অভ্যর্থনা করে, যে ব্যক্তি সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এ লোক হইতে লোকান্তরে গিয়াছেন, তাঁহার সাধুকার্য্য সকল তাঁহাকে সেইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। বরদার গুইকুমার সস্ত্রীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত ভোজন করিয়াছেন। মহারাণী তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

২। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার স্ত্রী রাজকুমারীর হইয়া বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ টাকা দিয়াছেন, এই গৃহের নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠনিবাস" হইয়াছে। ছোট লাট ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখন আরও অনেক লোকে এখানকার কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

৩। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিক জাপানের সাম্রাজ্ঞীকে স্বহস্তরচিত একখানি চিত্রপট উপহার দিয়াছেন।

৪। "পেটিট জার্নি" নামক একখানি পত্রিকা আছে, তাহার গ্রাহক

সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার এক এক সংখ্যা ১২॥ লক্ষ করিয়া ছাপা হইয়া থাকে।

৫। এটনা পর্ব্বতের পুনরায় "অগ্ন্যুৎপাত" আরম্ভ হইয়াছে। কেলিব্রিস দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গীর দ্বীপের এক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ১২০০০ লোক মারা পড়িয়াছে। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতেও পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর গর্ভে নূতন কি একটা গোলযোগ হইয়াছে।

৬। এক মাসের মধ্যে বড় লাটপত্নী বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগত হইবেন।

৭। বাঁকুড়ায় একটী জেনানা হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। নগরে নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল হইতেছে। সদাশয়া লেডী ডফরিণ এই সদনুষ্ঠানের মূল।

৮। মুক্তিফৌজ পতিতা রমণীদিগের জন্য যে আশ্রম খুলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই আশ্রম লোয়ার সার্কুলার রোড ৮১নং ভবনে খোলা হইয়াছে। নিরুপায় অনাথা বালিকাদিগের জন্যও ইহার মধ্যে গৃহ থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা সৎপথে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাদিগকে এরূপ কাজ শিখান হইবে।

৯। আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৮৯৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এবং এফ এ ও বি এ পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত হইবে।

১০। ত্রিপুরার মহারাজা স্বরাজ্যে একটী সংস্কৃত কলেজ খুলিবার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। অক্ষর পরিচয় ১ম ভাগ (সচিত্র সরল)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৫ পয়সা। এখানি বালক বালিকাদিগের উপযোগী প্রথম পুস্তক। ইতিমধ্যে ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছে, ইহাই পুস্তকের সমাদরের প্রমাণ।

২। জয়নগর রিডিং ক্লবের চতুর্দ্দশ বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ—এই পুস্তকালয়ে প্রায় ২০০০ পুস্তক আছে এবং তাহা স্থানীয় সাধারণের পাঠের জন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঠক পাঠিকার রুচি হইয়াছে ইহা একটী শুভ লক্ষণ।

৩। জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ—বিদ্যালয়টীর কার্য্য সুনিয়মে

সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। শ্মশান ভস্ম—দ্বিতীয় মুষ্টি। প্রথম মুষ্টির ন্যায় ইহার মধ্যেও অনেক অমূল্য হীরকচূর্ণ লুক্কায়িত আছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি সাধক চিনিয়া লইতে পারিবেন। এই ভস্ম প্রাণে মাখিতে পারিলে যথার্থ বৈরাগ্য, ভক্তি ও সেবার ভাব লাভ করা যায়। ধর্ম্মানুরাগী নরনারীগণের পক্ষে শ্মশানভস্ম আদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

বালিকার প্রেম।

মুগ্ধা বালা এ সংসারে প্রেমের কনক-তারে
চায় নাই বাঁধিবারে মানবের প্রাণ;
বিজন প্রান্তর মাঝে পবিত্র সোণার সাঁঝে
শুনিয়াছি বালিকার প্রাণভরা গান।
ভাষাহীন সেই গানে বুঝেছি বালিকা প্রাণে,
পায় নাই কোন দিন প্রেম-প্রতিদান;
গুপ্ত বিষ বুকে জ্বলে, মুখফুটে নাহি বলে,
সোণার প্রতিমা হয় দিনে দিনে ম্লান।
লোক-গঞ্জনার ভয়ে থাকে সব জ্বালা সয়ে,
অন্তরে শুকায় নাহি জানে কোন জন;
অসহ্য যখন হয় ছাড়ি যায় লোকালয়
তটিনীর তীর কিম্বা বিজনকানন।
বালিকা হৃদয় পটে কার মুখ জেগে ওঠে
যুবক নলিনী আজ সুদূর প্রদেশে,
নিতি নিতি চারুবালা গাঁথিয়া বকুল-মালা
বিজন কাননে ঘোরে পাগলিনী বেশে।
প্রেমময়ী বালিকার কি আছে সম্বল আর
নলিনী-রঞ্জন তার হৃদয়রতন,
গাঁথিয়ে সোহাগে বালা রুচির বরণ মালা,
যমুনার জলে পুনঃ করে বিসর্জ্জন।
* * * * *

একদা নিশীথ কালে বকুল গাছের তলে
ধীরে ধীরে চারুবালা করিল গমন,
ক্ষণেক চমকি থাকি উর্দ্ধদিকে রেখে আঁখি
বলিল কোথায় সখা দাও দরশন।
শুনেছি বাসনা ভাল নাইবা বাসিলে ভাল
চাহেনা তোমার চারু প্রেম প্রতিদান,
দেখিব লাবণ্যমাখা সুচারু বদন, সখা!
এইমাত্র বালিকার শেষ আকিঞ্চন।
সুদূরে দাঁড়ায়ে থেকে, আঁখিপরে আঁখি রেখে
দেখিব ও পূর্ণ-জ্যোতি সুখে একবার,
এমোর অপূর্ণ আশা নাহি চাহি ভালবাসা
কৃপা করে এই আশা করহ পূরণ।
বলিতে বলিতে বালা মুরছি পড়িয়া গেল
কুসুম বিছান সেই বকুলের তলে,
সেই শুভ্র রজনীতে দেখিলাম আচম্বিতে
দাঁড়ায়ে যুবক এক যমুনার কূলে।
উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক যেন দিতে আজ বিসর্জ্জন
যমুনার পূত জলে জীবন, যৌবন,
সহসা বালিকা স্বরে মরমের প্রতিস্তরে
ঘুমান পরাণ অই পাইল চেতন।

বকুলেরতলে গিয়া দেখি সে দেবীর কায়া
ভূমেতে পড়িয়া গেল নলিনীরঞ্জন,
জোছনা,আলোক মাখা বালিকার মুখশোভা
করিল কৈশোর স্মৃতি পুনঃ আনয়ন।
যুবকের ভগ্নচিত হ'ল প্রেমে উচ্ছ্বসিত
বলিতে লাগিল চুমি গণ্ড বালিকার,;
"চারু! মোর প্রাণধন, কেন ঘুমে অচেতন ?
দেখ চেয়ে আসিয়াছে নলিনী তোমার।
উঠ বসি ফিরে চাও,আর কেন দুঃখ দাও,
উঠিয়া মুছাও এই আঁখি অশ্রুধার,
তুমিত আমারি হও -একবার কথা কও
একবার একবার—ও চারু আমার !
দেশে দেশে ভ্রমিয়াছি তব নাম জপিয়াছি
ভাবিয়াছি মুখানি কেবল,
ভেবেছি বাসনা ভাল,তাই সখি এত কাল
প্রবাসে ঘুরেছি শুধু নিয়ে অশ্রুজল !"
অতীত পুরাণ স্বরে সহসা বালিকা চারু
চমকিয়া মেলিল নয়ন,
ক্ষীণ সেই আঁখিদিয়া দেখিল পরাণ ভরি
নলিনীর পবিত্র বয়ান।

সোণার সে বিম্বাধরে ফুটিল মধুর হাসি
বলিল "এসগো সখা এস আরও কাছে,
এযে আঁখি দেখে ঘোর,বলাত হলোনা মোর,
মনে মনে কত কথা লুকান রয়েছে।
অনন্ত দুঃখের ভার মরম পীড়িল তার
সজল নয়ন দুটী মুছিল বালিকা,
বলিল সখাগো মোর এত দিন কোথা ছিলে
অসময়ে পর গলে বরণ-মালিকা।
নীলিম আকাশ তলে সুধাংশু তারকা জলে
তারাই রহিল সখা সাক্ষী বিবাহের,
বলিয়া সোহাগভরে, মালিকা লইল করে,
বলে সখা এমিলন বিধাতার ফের।
আর যে পারিনা সখা সংসারে এ শেষ দেখা
সুদূর বিস্তৃত পথ নহে মিলনের।"
একহাতে প্রেমভরে গলা জড়াইয়া ধরে,
আর হাতে দেয় গলে বরণের হার,
সে হাত তেমনি রয়, আঁখি পরে আঁখিদ্বয়,
ফুরাইল জনমের খেলা বালিকার।

কুমারী কুসুমকুমারী দাস।

তিনটী ফুলের মালা।

তিনটী ফুলের মালা গাঁথিয়াছি আমি,
জানিনাক কারে ইহা দিব উপহার,
উপযুক্ত পাত্র এর সাধু, ভক্ত, স্বামী,
তিনটী রতন এই ভারত মাতার।

শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রত্ন ভারতের
প্রথম প্রচার হেতু যাঁর আগমন,
নির্যাতন নিপীড়ন সহি মানবের,
সত্য ধর্ম্ম-বীজ যিনি করেন বপন।

আবার সে বীজে যিনি সলিল সেচনে,
সত্য ধর্ম্ম সত্য নীতি করেন প্রচার,
দুষ্ট দেশাচার রাশি দুর্নীতি নিধনে,
দিয়াছেন যিনি পুণ্য জীবন তাঁহার।
আর যিনি চিরদুঃখী আর্য্যমহিলার,
দুঃখ দেখে তাহাদের হতেন কাতর,
অশ্রুজলে তাহাদের অশ্রুজল যাঁর,
হতো দৃশ্যমান চির সেই পুণ্যধর।
এই তিন জনে দিয়া তিন উপহার,
মিটাই মনের সাধ—আর দিব কারে ?
ইহাঁদেরই আছে এতে শুদ্ধ অধিকার,
আয়াস-রচিত এই মাল্য উপহারে।

শ্রীসুমতি মজুমদার।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ মহিলা-সমিতি কর্ত্তৃক দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

লেডী মিত্র	২০০৲
শ্রীযুক্তা অচলাবালা বসু (দ্বিতীয়বার)	৫০৲
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসের পত্নী ও ,, মনোরঞ্জন দাসের পত্নী	৩০৲
ডাক্তার এস্ এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী	১০৲
,, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পত্নী	১০৲
,, আর, এল মল্লিকের ,,	৬৲
,, ডি, এন রায়ের ,,	৫৲
,, ইউ, ডি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ,,	৫৲
মিসেস পি, এন মিত্র	৫৲
,, ডি, এল রায়	৫৲
,, পি, এন মল্লিক	২৲
,, যোগেশচন্দ্র রায়	৫৲
,, সত্যানন্দ দাস	৫৲
,, চণ্ডীচরণ ঘোষ	৫৲
শ্রীযুক্তা নলিনী রায়	৫৲
,, গিরিবালা রায়	২৲
,, কাদম্বিনী বসু	৫৲
মিসেস জগন্নাথপ্রসাদ (হোসেঙ্গাবাদ)	৫৲
শ্রীমতী গুণমণি মিত্র	২৲
,, বিজলীপ্রভা সরকার	১৲
শ্রীযুক্তা রুক্মিণী মহলানবীশ	২৲

,, বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ২২৫ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা থাকমণি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীযুক্তা শিবমোহিনী সিংহ (মুঙ্গের) নিজের ও সংগৃহীত	৩৪৸০
শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাসের পত্নী	২০৲
শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমালিনী বসু	৫৲
,, হিরণবালা ঘোষ	১৲
,, নীরদবাসিনী মহলানবীশ	১৲

শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীমতী উল্লাসিনী পালিত	৫৲
,, নীরদমোহিনী বসু	৫৲
,, বসন্তকুমারী দাস	৫৲
,, সুরবালা মুখোপাধ্যায়	২৲
,, গোলাপকামিনী মতিলাল	২৲
,, বিদ্যুৎলতা মিত্র	॥০
,, মুক্তালতা বসু	॥০
জনৈক হিন্দুমহিলা	২৲

শ্রীযুক্তা অ, বা, বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীমতী বিনোদিনী দে (নরসিংপুর)	১০৲
,, কৃষ্ণকামিনী দাসী (নন্দনবাগান)	২৲
,, থাকমণি ঘোষ (নরসিংপুর)	৫৲
,, অপূর্ব্বমোহিনী দাসী	২৲
দুইটী মহিলা (শোভাবাজার রাজবাটী)	৪৲
শ্রীযুক্তা গোবিন্দ দাসী	॥০
,, কামিনী দাসী	॥০

রাণাঘাট হইতে শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীযুক্তা মনোরমা সিংহ	২৲
,, অনুপমা ঘোষ	১৲
কুমারী নিরুপমা মুস্তফি	১৲
,, ননীবালা মুস্তফি	১৲
শ্রীমতী সুশীলা বসু	।০
,, হেমাঙ্গিনী গাঙ্গুলী	।০
,, সরোজিনী মুখোপাধ্যায়	৵০
,, ভুবনমোহিনী দাসী	।৵০

The Bamabodhini Patrica.

The Indian Daily News in its leading article of the 19th ultimo gave a good account of the Baranagur Female Boarding School and Hindu Widow's Home managed by Mr. & Mrs. Sasipada Bannerjee. At the last distribution of prizes to the inmates of the institution Mrs. C. Grant, Hony. Secretary of the National Indian Association presided. The first Hindu widow admitted here was on the 2nd February 1888, and in the course of the last 4 or 5 years girls have come to the Home from Calcutta, 24-Pergunnahs, Hoogly, Burdwan, Pubna, Faridpur, Barisal, Mymensing, Sylhet, &c., and every year the number of Hindu widows is increasing. It is cheering to know that married Hindu Zenana ladies of position now and then pay private visits to the Home and encourage it by pecuniary help. Girls are being taught for the Entrance Examination of the University. Besides the literary course the boarders are taught *cooking, sewing, drawing, music and useful household work.* There is a garden, attached to the Home, where they have plenty of healthy exercise. Terms are very cheap Rs. 8 per month, exclusive of,—and Rs. 10 including clothing. Extra fee is charged for *drawing* and *music.* The institution by its successful management has secured Government aid. It richly deserves public support too.

Since the death of the Venerable Pandit Vidyasagar, people have been all talking loudly of raising money to perpetuate his memory, but up to this time nothing has been done practically. Credit is however due to the Bengali ladies who assembled in large numbers at the great educational institution for women, the Bethune College, to celebrate the first anniversary of his death on July 30th last. The ladies have raised about Rs. 1300 and they resolved at the meeting, that from the interest of this sum, a stipend bearing the honored name of Vidyasagar will be awarded to a poor girl prosecuting her studies in the Bethune College. The ladies deserve great praise for having planned and carried out so far this noble proposal in the course of a year for doing honor to the momory of the great reformer who was once the Hon. Secretary of the ladies' College and always took personal interest in the true education of Bengali women.

The foundation stone of a leper asylum was laid last month at Deoghur by the Lieutenant Governor of Bengal. It has been named the Rajkumari Leper Asylum, after the wife of Dr. Mohendra Lall Sarkar, through whose instrumentality, with the aid of a large sum contributed by the public, this useful institution has been founded. There is nothing so noble like helping the poor maimed members of the population. May this resting place really afford shelter to the people for whom it has been established !

The Gaekwar of Baroda is now staying in England with the members of his family. As one of the enlightened Princes of India, in an interview with a correspondent of an English weekly

paper, he dwelt on all that he was doing to encourage technical and mass education in his own territory. He is the first Indian Prince who has opened a Free Public Library for which alone he has bought English books worth a lac of rupees, besides Sanskrit, Maharathi and Gujrati publications. He is a social reformer too. He said that he won't have his son or daughter married before the age of 20. He has about a dozen of his subjects, studying at the expense of his Government in Great Britain, qualifying themselves in different branches of knowledge. Lately H. H. of Baroda with the Princess lunched with the Queen at Windsor Castle. We wish many of our leading princes would follow the noble example of the Gaekwar in ennobling their people intellectually and socially according to their light.

We are sincerely thankful to the Editor of the *Demorest's Family Magazine* for kindly exchanging his paper with the *Bamabodhini*. We cull with pleasure the following intersting news from the July number of the paper :—

A new hospital for women, under the management of women. was lately opened at Sheffield, England.

Mme. Novikoff, a Russian of high birth, is endeavouring to interest the people of England in behalf of the slaves of Turkey.

Miss Sarah E. Farro, a colored woman of good education, about twenty-six years old, has just published a successful novel.

Mlle Eliso St. Omer, the French explorer, who has traveled through Europe, Asia, and America, prides herself upon journeying without any luggage, and carrying all needs in her capacious pockets.

Miss Mary Story, youngest daughter of the late Rev. W. Story, of Tyrone County, Ireland, has been appointed assistant examiner in French to the Royal University of Ireland, a post hitherto held only by men.

Miss Alice Harris, M. D., of New Market, Iowa, is medical missionary at Sierra Leone, West Africa, under the auspices of the Wesleyan Methodist Church, and she has for several months conducted the mission entirely alone.

The Girls' Friendly Society, of England, is a union of over 170,000 women and girls of all classes, which holds religious and secular classes, provides homes of rest and training, lodges, libraries, etc.

Miss Marion Evans, a year ago assumed the duties of cashier in the office of the Treasurer of the State of Mississippi, and it is said that "Mississippi has never had a more efficient or attentive cashier than this accomplished young woman."

Miss Malvina M. Bennett has been appointed instructor in elocution in the Leland Stanford, Jr. University. Miss Bennett held this place for ten years at Knox College, Illinois. During her incumbency, Knox College carried off more prize in State and inter-state contests than any other college in the country.

Cecilia Beaux, of Philadelphia, has won for the fourth time the Mary Smith prize of the Pennsylvania Academy. The conditions that accompany the gift provide that the same person shall not receive it more than five times, and that the competitors must be residents of Philadelphia.

842963

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩২ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯৯—সেপ্টেম্বর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর ঊনত্রিংশ জন্মোৎসব।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ঊনত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা কি সামান্য উৎসাহের ও আনন্দের সমাচার! আজি অন্তরের ভক্তি ও আনন্দভরে সেই দেবদেবের চরণে প্রণত হই। তিনি বামাবোধিনীকে নূতন বৎসরের বিঘ্ন বিপদ সকল হইতে রক্ষা করুন্ এবং নব উদ্যমে অবলম্বিত ব্রতপালনে সমর্থ করুন্। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, ত্রিশ বর্ষ পূর্ণ হইলে বামাবোধিনী বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া একটী বিশেষ উৎসব করিবেন এবং বামাগণের হিতার্থ ইহাঁর অন্তরে যে সঙ্কল্প আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। আজি বামাবোধিনীর শুভ জন্মদিনে অনুগ্রাহক গ্রাহক ও হিতৈষী বন্ধুগণ সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্ ও ইহাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করুন্।

জয় জগদীশ জীবনের মূলাধার,
চলিছে জীবন-স্রোত কৃপায় তোমার।
তুমি সেই মহাসিন্ধু আদিঅন্তহীন,

বড় ছোট সবে হবে তোমাতে
বিলীন।
জন্ম স্থিতি আর লয় তোমার
বিধান,
সর্ব্বময় কর্ত্তা তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।
বিন্দু করি সৃজিয়াছ তাহে দুঃখ
নাই,
মুহূর্ত্ত স্থিতির সীমা তাহে না
ডরাই।
এই কর তব পদ ক্ষুদ্রশিরে ধরি,
সচেতনে সযতনে সদা সেবা করি।
সত্য সারাৎসার তুমি অমৃত অভয়,
তোমার পরশে প্রাণ হয় মৃত্যুঞ্জয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দাদাভাই নৌরজী এম্ পি— ঈশ্বর-কৃপায় দাদাভাই নৌরজীর সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, পুনর্গণনায় তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা ৫ ভোট অধিক পাইয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন। পার্লেমেণ্টে তিনি বক্তৃতাও করিয়াছেন। যে প্রধান রাজমন্ত্রী ইঁহাকে "কালা আদমী" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্ত্রিত্বপদের শেষ হইয়াছে। ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শাসনে প্রথম অধিকার পাইল, এ কি সামান্য আনন্দের কথা!

নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন— এখন ৭ বৎসর অন্তর নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া নূতন পার্লেমেণ্ট গঠিত হইয়া থাকে। পার্লেমেণ্টের সভ্য সংখ্যা ৬৭০ জন; ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জনসাধারণ আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডে এখন দুইটী প্রধান দল-রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক। রক্ষণশীল দলের নেতা লর্ড সালিসবারী এবং উদারনৈতিক দলের—গ্লাডষ্টোন সাহেব। এবারকার নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের ৩১৪ এবং অপর দলের ৩৫৫ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, সুতরাং উদারনৈতিক দলের জয় হইয়াছে।

নব মন্ত্রিসভা— নূতন পার্লেমেণ্টে উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য লাভ হওয়াতে তাঁহারা এইরূপে মন্ত্রি-সভা গঠন করিয়াছেন :—

১—প্রধান মন্ত্রী, প্রথম কোষাধ্যক্ষ ও লর্ড প্রিবিসিল } গ্লাডষ্টোন সাহেব।
২—লর্ড চান্সেলর—লর্ড হর্শেল।
৩—ভারত সেক্রেটারি—লর্ড কিম্বার্লী।
৪—রাজস্ব সচিব (চান্সেলর এক্সচেকার) } সার ডবলিউহারকোর্ট।
৫—বিদেশীয় মন্ত্রী—লর্ড রোজবরী।
৬—সামরিক মন্ত্রী—মেঃ ক্যাম্বেল ব্যানার্মন্।

৭—উপনিবেশিক সেক্রেটারী—লর্ড রিপণ।

৮—হোম (স্বদেশীয়) সেক্রেটারী—মেঃ আসকুইথ।

৯—প্রধান রণপোতাধ্যক্ষ—আরল স্পেন্সার।

১০—পোষ্ট মাষ্টার জেনারল—মেঃ এ মোরলী।

১১—আয়রলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী—মেঃ জন মোরলী।

১২—বাণিজ্য সভাপতি—মেঃ মণ্ডেলা।

১৩—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সভাপতি—মেঃ এচ, এচ ফাউল।

১৪—শিক্ষা-সমিতির সহকারী সভাপতি—মেঃ আক্‌লাড।

১৫—স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী—সার জর্জ ট্রিবেলিয়ন।

আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনেণ্ট লর্ড হাউটন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁদিগের কতকগুলি সহকারী বা অণ্ডার সেক্রেটারী আছেন। জি, ডবলিউ, ই, রসেল ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী হইয়াছেন।

যুদ্ধাশঙ্কা—পামিরে রুষ ও আফগানদিগের মধ্যে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ৫ জন রুষ হত হইয়াছে। পামিরে রুষ সৈন্য আসিতেছে, এদিকে ইংরাজ সৈন্যদলও সে দিকে যাত্রা করিয়াছে শুনা যায়। কি কাণ্ড ঘটিবে, কে জানে?

বেলুনবাজের মৃত্যু—বিখ্যাত বাঙ্গালী বেলুনবাজ বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

স্ত্রী-স্মরণার্থ কলেজ—লাহোরের ৺ নরসিংহ রাও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতশক্তির তারতম্য—কোন বৈজ্ঞানিক অনেক প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যাহারা মাংস বা মৎস্যভোজী তাহাদের অপেক্ষা নিরামিষাশীরা সঙ্গীত-পটু। ফলশস্যভোজী পক্ষীরাই উৎকৃষ্ট গায়ক, মাংস মৎস্যভোজী পক্ষীদের গানশক্তি নাই। ইটালী ও নরওয়েবাসীরা অধিক মৎস্যভোজী, তাহাদের মধ্যে গায়ক কম, সুইডেনের লোক শস্যভোজী, তেমনি সুগায়ক।

বালিকার মাতৃভক্তি।

সুইডেনের রাজা তৃতীয় গাষ্টাভাস্ একদিন অশ্বারোহণে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানের উদ্দেশে এক নির্ঝরিণীর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, একটী বালিকা জলাধারে জল পূর্ণ করিতেছে। রাজা বালিকাকে কহিলেন, "আমি তৃষ্ণার্ত্ত, আমাকে একটুকু জল দেও দেখি।" সরলতার প্রতিমূর্ত্তি গ্রাম্য-বালিকা নিঃসঙ্কোচে জলপূর্ণ কুঁজা লইয়া রাজার মুখের নিকট ধরিল। রাজা জলপান

করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন,—"বালিকে! তোমার ব্যবহারে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমার সহিত ষ্টকহলমে যাইবে? তোমাকে আমি ভাল কাজে নিযুক্ত করিব। তোমার অবস্থা উন্নত হইবে।"

বালিকা ব্রীড়াবনতবদনে কহিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থায় যে ভাবে রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া নিজের সুখ ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

রাজা বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"কেন বালিকে, তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কি ইচ্ছুক নও? নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ করাই কি তোমার জীবনের ব্রত?"

বালিকা কহিল,—"না মহাশয়! আমার সেরূপ উদ্দেশ্য নয়। আমার মাতা অতি দরিদ্রা ও পীড়িতা। বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। আমি ভিন্ন তাঁহাকে সেবা করিবার লোক আর কেহ নাই। বিশেষতঃ মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি কোন স্থানেই যাইতে সম্মত নহি। মা আমাকে বড়ই ভালবাসেন।"

রাজা কহিলেন,—"তোমার মাতা কোথায়?"

"ঐ ঘরে আছেন" এই বলিয়া বালিকা একটী জীর্ণ পর্ণকুটীর দেখাইয়া দিল।

রাজা বালিকাকে সঙ্গে লইয়া সেই সামান্য পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীর অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন অবস্থায় ছিল—বায়ুর বেগ একটু প্রবল হইলেই ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা। কুটীরের মধ্যস্থলে তৃণশয্যার উপর প্রাচীনা স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছেন। অনাহারে তাঁহার শরীর অতি শীর্ণ এবং বিবর্ণ। চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে। হস্ত পদ নাড়িবার সামর্থ্য নাই। স্ত্রীলোকটী বস্ত্রাভাবে শীত ও লজ্জা নিবারণার্থ তৃণের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। রাজা এই দুরবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন,—"আমি আপনার ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন্।"

ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে প্রাচীনা উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিতেছেন্। এই যে বালিকাকে দেখিতেছেন, এই বালিকাই আমার জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এই বালিকা না থাকিলে এতদিন কেহ আমাকে ইহসংসারে দেখিতে পাইত না। এই কন্যাই আমাকে প্রতিপালন করিতেছে। আমার আহারসংস্থান এবং সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন ইহার আর কোন কাজ নাই। মাতার পরিচর্য্যারত, মাতার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন সুমতি কন্যা কেহ আছে কিনা জানিনা। এই কন্যার ভিতরে দয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণা।"

রাজা বালিকার সরলতা, বিনয় এবং আতিথেয়তা দর্শনে পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এখন মাতার নিকট তাহার আশ্চর্য্য মাতৃভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং বালিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমি এ রাজ্যের রাজা; তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, তোমাদের এই ক্লেশের অবস্থা শীঘ্রই দূর করিব। সম্প্রতি এই অর্থ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া রাজা বালিকার হস্তে একথলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার পরে সেই অনাথা বৃদ্ধা দুঃখিনী স্ত্রীলোক রাজদত্ত সাহায্যে বালিকার সহিত সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

মহামুহূর্ত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি কি রকম গোলমাল হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমি আর "স" বাবুকে "দাদা" বলিতে পারি না, বাবার কাছে কি অন্য কাহারও কাছে তাঁহার নাম ধরিতে অথবা তাঁহার কোনও কথা বলিতে পারি না। তিনি আর আমাদের বাড়ী আসেন না, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে চাহি না, আমাদের দুজনের মধ্যে যেন একটা দারুণ ব্যবধান হইল। আমরা উভয়ে উভয়ের যেন দারুণ "পর" হইয়াছি! কিন্তু ইহাতে—তিনি কি ভাবিতেছেন জানি না, আমিতো বড় দুঃখিতা নহি।—কেন? তাহা জানিব কি করিয়া?

আজি বিকালে বাবার অনুমতি লইয়া গঙ্গাদিদি আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। গঙ্গা দিদির অসুখ সারিয়াছে, সে আমার জন্যে সিকা বুনিতেছে। তাহার সিকা আমার পছন্দসই হইবে কি না, তাহাই দেখাইবার জন্য সে আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ময়রা দিদির স্নেহ ও যত্নে মুগ্ধ হইয়া তাহার ঘরে বসিলাম। তাহার সিকা বেশ সুন্দর হইতেছে, কিন্তু সে আমার জন্য অত পরিশ্রম করিতেছে কেন? ইহাতে তাহার সঙ্গে ছোটখাটো রকমের একটু ঝগড়াও করিলাম। গঙ্গাদিদি হাসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী দিদিমণি আমার, তুই রাজরাণী হ'; মুক্তার মালা গলায় দিয়ে, চেলির সাড়ী প'রে দুঃখী লোকদে'র মানুষ কর্। আমার মাথায় যত

চুল, তোর সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে তত দিন ঘর কর্না কর্। তুই এক মেয়ে হ'তে যেন বাবার এক সহস্র ধন হয়। —ও পাড়ার সত্য বাবু আমাকে মাসে তিন টাকা কোরে দিতে চেয়েছেন। বেঁচে থাক্, রাজা হো'ক্, সোণার দোয়াত কলম হোক্, যেমন মন তেম্নি ধন হোক্। ভগবান্! ভাল মানুষের ভাল হো'ক্।—আহা বাছার অসুখ দেখে অবধি প্রাণটা যেন কেমন কোচ্চে ?"

গঙ্গাদিদির শেষ কথাটা শুনিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "কার অসুখ হয়েছে, গঙ্গাদিদি ?"

গঙ্গা। ঐ সত্য বাবুর। আজ দুদিন বাছা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। এখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়স হয়েছে তো, তা মা' বাপের কেমন আক্কেল, আজ পর্য্যন্ত বিয়ে দিলে না, কাজেই মনে দুঃখ হয়।—

আমি। দূর—কি অসুখ হয়েছে, গাঙ্গাদিদি ?

গঙ্গা। তাই তো বোল্‌ছি—এখন কথা হোচ্ছে, কেজানে কোন্ দেশের মেয়ে—অতকি আমি জানি—সে মেয়ে খুব সেয়ানা,খুব সুন্দরী, নিখ্‌তে পোড়্‌তে খুব ভাল, সত্য বাবু সেই মেয়ে বিয়ে কোত্তে চান্। কর্ত্তা গিন্নী তাতে অমত কোচ্ছেন। কর্ত্তা বোল্‌ছেন "মেয়ের বাপ গরীব, আর পাওনা থোওনা কিছু হবে না, আমি আশা কোরে আছি, আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নেব।" গিন্নী বোল্‌ছেন, "আমি লেখা পড়া করা মেয়ে চাই না। বৌ আন্‌ব ঘরের লক্ষ্মী, সে কি আপিসে চাক্‌রী কোর্‌বে, না আদালতে গিয়ে মোকর্দ্দমা কোর্‌বে ? লেখা পড়া শিখেই তো এখনকার মেয়েদের এত ঠেকার—সোয়ামী হাতযোড় কোরে আছেন! আমার সোণার বাছা সত্যকে আমি তেমন মেয়ে কখনই দেব না!" এই সব কথা শুনে সত্য বাবু যেন মরমে মরে গিয়েছেন। আজ দুদিন জ্বর হয়েছে, তা' অষুধ পত্র কিছু খান না।

গঙ্গাদিদির কথা শেষ হইলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গঙ্গাদিদি "আর একটু খানি" বসিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু কৃতঘ্ন আমি, তাহার কথা রাখিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাবা বুঝি নদীকূলে বেড়াইতে গিয়াছেন। কুটীরের ভিতরে আমি একা। একাকিনী দরজায় বসিয়া অনন্ত বিস্তৃত, নীল সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। একটী একটী করিয়া হীরার ফুলের মত তারাগুলি ফুটিতেছে, তাহাও দেখিতেছি।

একটু আগে বাবার একটী বন্ধু আসিয়াছিলেন, বাবা বসিয়া তাঁহার

সহিত কথা কহিতেছেন দেখিয়া আমি তফাতে ছিলাম। শুনিলাম বাবার বন্ধু বলিলেন, "আপনার মেয়ে তো বড় হইয়াছে, এখন বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত।" বাবা উত্তর করিলেন, "একটী সম্বন্ধ স্থির করিতেছিলাম, কিন্তু আজি শুনিলাম তাহা হইবে না। আপনার জানিত যদি কোনও সুপাত্র থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।"

বাবার বন্ধুর জানিত একটী "সুপাত্র আছে, তাহার বাড়ী চব্বিশ পরগণায়" এই সব কথা বলিতে লাগিলেন শুনিতে শুনিতে আসিলাম। তখন আস্তে আস্তে খানিক দূরে গেলাম, যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখি শূন্যঘর —বাবা ও তাঁহার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন। আমি ঘরের দুই একটা কাজ সারিয়া দরজায় বসিয়া আছি।

আকাশের তারা কেমন সুখী! উহাদের বড় হইতে হয় না। উহাদের জন্য উহাদের বাবাকে "কন্যাদায় গ্রস্ত" হইতে হয় না। আমি তারা হইলে খুব সুখী হইতে পারিতাম!

লোকের মনের ভাব কি তাহা জানি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতেছি—"মানুষের জ্ঞানোন্নতি প্রতি মুহূর্ত্তেই সাধিত হয়।" একথার সত্যতা যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার কাছে বলিতেছি, আজ এক মুহূর্ত্তে আমি শিখিয়াছি, বিবাহ হওয়া আমার পক্ষে বড় অন্যায়—বড় পাষাণের কাজ। এতদিন না বুঝিয়া থাকি, আজি ঠিক্ বুঝিয়াছি, বাবার আমাবই আর কেহই নাই। আমার বিবাহ হইলে, আমি শ্বশুরবাড়ী গেলে বাবাকে চারিটী ভাত রাঁধিয়া দিবে, এমন কেহই নাই। বাবার অসুখের সময়ে বাবার কাছে বসিয়া একটু শুশ্রূষা করিবে এমন কেহই নাই। বাবার সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিবে এমন কেহই নাই। বাবা যে প্রয়োজনে অথবা বিনা প্রয়োজনে প্রতিমুহূর্ত্তে "ক্ষমা ক্ষমা" করিয়া শতবার ডাকিতে থাকেন, সেই স্নেহ বুক পাতিয়া লইতে পারে, এমন কেহই নাই। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমা নহিলে বাবার একটী দিনও চলিবে না। তাই ভাবিতেছি, বাবা ঘরে আসিলে যেমন করিয়া হউক, একবার বলিব "বাবা বিবাহে কাজ নাই।"

কিন্তু বিবাহের কথা বাবার কাছে বলিতে—ছি, বড় লজ্জা করে! পারিব কি?—পারিব বই কি? দেখি ভগবান্ কি করেন!

বাবা ডাকিলেন "ক্ষমা!" আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাবা বলিলেন "মা, একা রহিয়াছ, নরেশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে আমি অনেক দূর গিয়াছিলাম। ভয় হয় নাই তো মা?"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "না বাবা, ভয় কিসের? আপনি খাবার খেলেন না?" বাবা খাবার চাহিলে আমি পেঁপে কাটিয়া বাবাকে দিলাম।

আমাদের গরীবের কুটীর, এখানে লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, রসগোল্লা অবশ্যই মিলে না।

খাওয়া হইলে বাবার আদেশে ভগবদ্গীতা লইয়া পড়িতে বসিলাম। বাবা আমার হাত হইতে গীতা লইতে লইতে আপনাআপনি বলিলেন,

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥"

"ক্ষমা, এতদিন তোমাকে গীতা পড়াইতেছি, আজি বল দেখি পড়িয়া কি শিখিলে?" বাবার মুখ গম্ভীর অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ।

গীতা পড়িয়া মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিখিতে পারে শুনিয়াছি; আমি বালিকা, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার কখনই নাই। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজে কাজে আমাকে উত্তর করিতে হইল; আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমি আজিও বিশেষ কিছুই শিখিতে পারি নাই বাবা, কেবল এইটুকু বুঝিয়াছি, ইন্দ্রিয় সংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া 'জগদীশ্বরের কাজ করিতেছি,' ভাবিয়া সৎকর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আর জগতে সর্ব্বদাই নানারূপ অভাব উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আকুল না হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।—এই রকম কি বাবা?"

বাবা হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিলেন। তার পরে বলিলেন, "ক্ষমা, উপদেশ বুঝিয়াছ; কিন্তু কাজে করিতে না পারিলে সে উপদেশ লাভ করা বৃথা। তুমি যেটুকু শিখিয়াছ, সেটুকু কাজে করিতে পারিবে কি মা? একবার বাবার মুখপানে চাহিলাম। শেষে অবনত মুখে বলিলাম "বাবা, আপনি যে বলেছেন মানুষে ভগবানের আশীর্ব্বাদেই কাজ করে।"

বাবা। বোকা মেয়ে! তুমি কি জাননা, "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়?" তুমি ভাল কাজ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরের চরণে শক্তি যাচ্ঞা করিলে, ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমার প্রাণপণ ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা চাই।

বাবার স্নেহমাখা গালি খাইয়া আনন্দে আমার প্রাণ গলিয়া গেল। বাবাকে বলিলাম "বাবা, আমাকে যেটুকু শিখাইয়াছেন, কাজে তাহা করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

বাবা প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তাই হইলে তোমার বাবার প্রধান কামনা পূর্ণ হয়। সুসন্তানকে "নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্" বলিয়া থাকে। কুসন্তান পাপলক্ষণ মাত্র। আমার পুত্র হইলেও তুমি, কন্যা হইলেও তুমি, তোমার শরীর মন ও আত্মা প্রকৃত উন্নত করিতে পারিলেই

আমার জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য পালন হয়।" বাবা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন।

আমি একছুটে বাহিরে আসিয়া ফুলের গাছ থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলিলাম, তার পর বাবার কাছে গিয়া বলিলাম "বাবা, আমার সেই নূতন গাছে এই ফুলটী হয়েছে।" বাবা হাসিয়া সস্নেহে আমার হাত হইতে ফুলটী লইয়া গোলাপের খুব প্রশংসা করিলেন; আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম!

ছি! আমি বিবাহের সম্বন্ধে কোনও কথা বাবাকে বলিতে পারিব না—আজি তো পারিবই না—কাল যা হয় চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ মাতা।

সন্তান মূর্খ হউক, অনুপযুক্ত হউক, মাতা নিয়তই সন্তানের উন্নতির জন্য ব্যাকুল। সন্তান কিরূপে গণ্য মান্য, বড় লোক হইবে, কিরূপে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, জননী সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিয়া থাকেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জননী সন্তানের শুভকামনা রূপ যে ব্রত গ্রহণ করেন, ইহজীবনে আর সেই ব্রত উদ্যাপন হয় না। কিন্তু ইতিহাস যে একটি সন্তানবৎসলা রমণীর অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থতা ও ন্যায়পরতার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আজ তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। একাধারে এরূপ সন্তানবৎসলতা, ন্যায়পরতা, এবং স্বদেশহিতৈষণার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখা যায় না।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার জার টৌস্কির রাজত্ব শেষ হইল। তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্থির করিলেন যে জার ফেডারের মাতামহ কুলোদ্ভব মিচেল রোমানফ নামক যুবককে তাঁহারা রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। রোমানফ তখন মস্কৌ নগরে মাতার নিকট বাস করিতেছিলেন। কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের এই মনোনয়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোমানফের মাতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'আমার পুত্র সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার এক্ষণে শিক্ষার অবস্থা। রাজকার্য্য পরিচালনের গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে পারে, তাহার এমন শক্তি সামর্থ্য নাই। সুবৃহৎ রুষিয়া রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব তাহার প্রতি ন্যস্ত হইলে, একদিকে তাহার শিক্ষাস্রোত বন্ধ হইবে, অপরদিকে রাজশাসনে কলঙ্ক আরোপিত হইবে। অতএব আপনারা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজসিংহা-

সনে প্রতিষ্ঠিত করুন্। আপনারা বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে আমি সুখী হইব।"

জননীর সদ্গুণ--হৃদয়ের উচ্চতা এবং মহৎভাব পুত্রও প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমানফও উপস্থিত রাজপদে প্রলুব্ধ না হইয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাজ্যের লোকে মাতা পুত্রের আপত্তি অনুমোদন করিল না। রোমনফকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে সকলেই বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। অগত্যা তাঁহার মাতা শুভ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন।

প্রজা-প্রতিনিধিগণ অভিনন্দন পত্রসহ মস্কৌ নগরে উপস্থিত হইলে, রোমানফের মাতা তাঁহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া উপাসনা-মন্দিরে সাক্ষাৎ করিলেন। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সজল নেত্রে তাঁহাদিগকে বলিলেন যে,—"আমি আমার পুত্রকে আপনাদিগের অভিভাবকত্বের অধীনে অর্পণ করিতেছি। আপনারা তাহাকে রাজা করিবার জন্য বারংবার আগ্রহ করিতেছেন বলিয়াই আমি সম্মত হইয়াছি। কিন্তু আপনারা আমার পুত্রের জন্য দায়ী থাকিবেন। তাহার শিক্ষা অপূর্ণ, রাজ্যশাসন করিবার শক্তি জন্মে নাই। আপনারা যদি তাহাকে প্রভূত সাহায্য না করেন, তবে আপনাদিগকে পরমেশ্বরের নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। মহান্ পরমেশ্বরের এবং স্বদেশবাসীর নিকট পুত্রের কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমি প্রকৃত পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আপনারা বাধা প্রদান করিলেন, এখন পরমেশ্বরের নিকট আপনারা সম্পূর্ণ দায়ী। এই দায়িত্ব চিন্তা করিয়া কার্য্য করুন্ এই আমার প্রার্থনা।" পৃথিবীতে এমন সুমাতা কয়জন আছেন?

মার্কিণ ভগিনী ডোরা।

(১৩১ সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর।)

পরমেশ্বরের বাণী সংসার-ক্ষেত্রে ডোরথীর পথ-প্রদর্শক ছিল। একদিন তিনি উপাসনালয় হইতে গৃহে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, দুইজন ভদ্রলোক বলিতেছেন যে, "পূর্ব্ব কেম্ব্রিজস্থ পাগলনিবাসের বন্দীগণ ভয়ানক কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া দয়াপ্রবণ ডোরথী মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তথায় গিয়া স্বচক্ষে পাগলদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তথায় যাইবেন কি না তৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের আদেশ কি, তাহা

জানিবার জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ডোরথী অন্তরে ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিয়া তথায় গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি পাগল-নিবাসে দেখিতে পাইলেন, ভয়ানক শীত হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য জেলে একটীও অগ্নিকুণ্ড নাই। পাগলগণ শীতে কম্পিত হইতেছে, গাত্রাবরণ যথেষ্ট নহে। তাহাদের ক্লেশ দেখিলে চক্ষে জল আসে। তিনি এই দুর্গতির কথা লিখিয়া তথাকার প্রধান বিচারকের নিকট তৎকাল-প্রচলিত আইন সংশোধনার্থ এক আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদন সফল হইল। আশ্রমে অগ্নিকুণ্ড রাখিবার জন্য একটী আইন অচিরে বিধিবদ্ধ হইল।

তথায় ডোরথীর মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল যে, পূর্ব্ব কেম্ব্রিজের পাগল-নিবাসে যেমন অত্যাচার হইত, এরূপ অত্যাচার দেশের অন্যান্য সকল নিবাসেই হওয়া সম্ভব। এই চিন্তা করিয়া তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা জানিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শুভকার্য্যের সহায় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি দেশের সমস্ত পাগল-নিবাস পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল, রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া ডোরথী সিংহবিক্রমে পাগল-আশ্রম সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে যে যে অত্যাচার দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে লাগিলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রথম প্রথম অনেকেই ডোরথীর কথা বিশ্বাস করেন নাই। মিথ্যা আবেদন করিতেছে বলিয়া শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু ডোরথী সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিবার জন্য যখন একদল লোক আশ্রম পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ডোরথীর কার্য্য যে সত্যমূলক তাহা জনসমাজে প্রচারিত হইল। তখনই গবর্ণমেণ্ট পাগল-নিবাসের আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি বন্ধুর ও জঙ্গলপূর্ণ পথে পদব্রজে অনেক সময় গমন করিতেন। জঙ্গলের রাস্তায় হিংস্র জন্তুপূর্ণ পথ দিয়া কত সময় যাইতে হইত, ততোধিক ভয়াবহ দস্যুদিগের নিকট দিয়াও যাইতেন। তিনি স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কোন বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করিতেন না। পাগলদিগকে সুখ ও সুবিধায় রাখিবার জন্য তিনিও পাগলিনী হইয়াছিলেন। আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদ সুখ সুবিধা কিছুর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। কিরূপে কৃপাপাত্র পাগলগণ আশ্রমে সুখে বাস করিবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির। এই আশ্রম পরিদর্শন কার্য্যে তিন বৎসরে তিনি দশ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র এমনই বিনম্র এবং

মধুর ছিল যে, তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিলে সকলে মোহিত হইয়া যাইত। তাঁহার সুমিষ্ট কথা স্নেহব্যঞ্জক আচরণ এবং অসামান্য দয়া গুণে চতুর্দ্দিকস্থ আশ্রমের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশীভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্থানের আশ্রম সংস্কার সম্বন্ধে যে কোন প্রস্তাব করিতেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইত। তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে জনসমাজে এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে, সকল স্থানের আশ্রম সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণ লিখিয়া পাঠাইতেন যে, "আশ্রম শোধন সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহাই কার্য্যে পরিণত হইবে, আপনার পরামর্শ ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্য করিতে অসমর্থ।"

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আশ্রম স্থাপনের জন্য এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী যুক্তরাজ্যের প্রধান সভায় ১,২২,২৫,০০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৩,৬৭,৭৫০০০ বিঘা ভূমি দানের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু নানা কারণে সেই প্রার্থনা তখন পূর্ণ হইল না। এসময় তিনি পৃথিবীর নানা স্থানের পাগলনিবাস পরিদর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার দয়া স্বদেশে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের বাতুলালয় দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর দেশে আসিয়া পুনরায় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পাগলনিবাস স্থাপনের জন্য যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট প্রার্থনা করেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। নূতন পাগলনিবাস স্থাপনার্থ তিনি অনেক অর্থ এবং ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তখন (অর্থাৎ ১৮৬১ সনে) যুক্তরাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ। এসময় তিনি ওয়াসিংটন নগরে থাকিয়া আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বহস্তে আহতদিগের সেবা করিতেন, এবং মৃদু মধুর সান্ত্বনা বাক্যে রোগীদিগকে আশ্বস্ত করিতেন, ও মুমূর্ষুকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার কোমল ব্যবহারে আহত মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ দারুণ ক্লেশের মধ্যেও শান্তিলাভ করিত।

যুদ্ধাবসানে এই করুণহৃদয়া দেশহিতৈষিণীকে সম্মানিত উপাধি প্রদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কোন প্রকারে উপাধি গ্রহণে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। পরন্তু তিনি বন্ধুবর্গ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যে সকল সৈন্য ন্যায় পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিলেন। এই ভয়ানক গৃহযুদ্ধে ডোরথীর আশাস্তম্ভস্বরূপ পাগলনিবাস গুলি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তখন তিনি পুনরায় সকল স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

আশি বৎসর বয়সে তিনি ট্রেনটন উন্মাদালয়ে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পীড়া। পাগলনিবাসের একদিকে তাঁহার শয্যা

স্থান নিরূপিত হইল। তিনি শয্যাগত পীড়িত অবস্থাতেও সর্ব্বদা পাগলদিগের সমাচার লইতেন। পাগলগণ যখন নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাঁহার নিকট দিয়া যাইত, তখন তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি পাগলদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পাগলগণও তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত।

রোগশয্যায় নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলের সহিতই পাগলনিবাস সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। তাঁহার মুখে আর কোনও কথা ছিল না। তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও নিয়ত কবিতা, ধর্ম্ম বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এবং বন্ধুবান্ধব দিগকে আশাজনক চিঠি লিখিতেন। তিনি নিয়ত এই কথা বলিতেন, "এ সময়েও আমার কিছু কাজ করিবার আছে।" ১৮৮৭ সনের ১৭ই জুলাই এই মূর্ত্তিমতী করুণা দেবী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তিনি ইহ সংসার হইতে অনন্তকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নরনারীর নিকট মানব-চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উন্নতিশীল জনসমাজের হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত থাকিবে।

প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স।

আমাদের ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স। কিন্তু এই উপাধি যে কেবল একমাত্র ইঁহার, তাহা নহে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাজ্ঞীর প্রথম পুত্রমাত্রেই এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬০০ বৎসরের অধিক হইল, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থার কারণ কিছু কৌতুকজনক, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর ১ম এডওয়ার্ড ১২৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং যুদ্ধে ফরাসী, ওয়েল্‌স ও স্কটদিগকে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স তৎকালে একটা স্বাধীন রাজ্য ছিল, সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই ইহার উপর এডওয়ার্ডের দৃষ্টি পড়ে এবং ১২৮২ সালে ইহা সম্পূর্ণ জয় করিয়া লন, সেই অবধি ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স এক রাজ্য হইয়াছে। এই রাজ্য অধিকার করিতে

তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি বারংবার জয় করিয়া লন, আবার ওয়েল্‌স-বাসীরা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা স্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে এক দল কবি ছিল, তাহারা কবিতা ও সঙ্গীত দ্বারা। দেশবাসীদিগের দেশহিতৈষিতা ও বীরভাব উত্তেজিত করিয়া দিত। এডওয়ার্ড তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন, কিন্তু তাহাতেও দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। রাজা এক সময় সস্ত্রীক ওয়েল্‌সের এক দুর্গে গিয়া কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করিবার জন্য তত্রত্য প্রধান লোকদিগকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলেন। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইলে তোমরা সন্তুষ্ট হও?" তাহারা বলিল "আমরা একজন দেশী রাজা চাই, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং ইংরাজদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিব না।"

রাজা বলিলেন "তোমাদের যেমন ইচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি তোমাদিগকে এমন একটী রাজা দিব, ওয়েল্‌সে তাঁহার জন্ম হইয়াছে এবং তিনি ইংরাজী কথা একটীও বলিতে পারেন না।" পরে তিনি একটী দিন ঠিক্ করিয়া বলিলেন "অমুক দিন সকলে দুর্গে আসিও, তোমাদের নূতন ওয়েল্‌স-রাজকে দেখিতে পাইবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা সকলে দুর্গে আসিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "সে ব্যক্তি কে? সে ব্যক্তি কে? কে আমাদের রাজা হইবেন?" তাহারা মনে মনে ভাবিতেছিল প্রাচীন রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসন দেওয়া হইবে, তাহা হইলে তাহাদের আর কোনও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না।

এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়েকদিন হইল সেই দুর্গে জন্মিয়াছিল। এডওয়ার্ড সেই রাজকুমারকে কোলে তুলিয়া লইয়া প্রজাদিগকে দেখাইলেন এবং বলিলেন "দেখ, এই তোমাদের শিশুরাজা। তোমাদের মধ্যেই ইহার জন্ম হইয়াছে এবং এ একটীও ইংরাজী কথা বলিতে পারে না।"

ওয়েল্‌সবাসীরা এ কৌশলে নিরুত্তর রহিল, কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইল না। কি করিবে, এডওয়ার্ডের কাছে বলে আঁটিবার যো নাই, কাজে কাজে সেই শিশুকেই আপনাদের রাজা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি ইংলণ্ডের প্রথম রাজপুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স অর্থাৎ ওয়েল্‌সের রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

সাবিত্রী।

১

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, নিশীথ গগণে
আঁধার জলদ রয়েছে ছেয়ে,
আঁধার ধরেছে জড়ায়ে আঁধার,
পলায়ে গিয়েছে বিজলী মেয়ে।

২

নিঝুম নিঝুম নিবিড় কানন,
জলে না জোনাকী কাঁপেনা পাতা,
স্তবধ প্রকৃতি-স্তবধ আকাশ,
তটিনী গাহেনা মধুর গাথা!

৩

নীরব নিথর নিচল অবনী
ঘুমায় আঁধারে আনন ঢাকি,
জেগে আছে শুধু সাবিত্রী অভাগী,
মৃতপ্রায় পতি হৃদয়ে রাখি!

৪

খুলিয়া গিয়েছে বসন ভূষণ,
এলো থেলো হয়ে পড়েছে চুল;
মরমে জলেছে দারুণ আগুন,
শুকায়ে উঠিছে কলিকা ফুল!

৫

হৃদয় গলিয়া যুগল নয়নে
দর দর দর বহিছে ধারা,
অজানা আতঙ্কে শিহরে পরাণ,
আজি রাজবালা আপনা হারা!

৬

—কভু তুলি ধীরে স্নেহমাখা কর
যতনে বুলায় পতির গা'য়,
কভু বা আঁচলে করিছে বাতাস,
কভু মুখপানে চমকি চায়!

৭

ক'য়েছে তাহারে দয়িত তাহার
বিষাদ ব্যথিত করুণ রবে,
"ধর গো আমায় দংশিছে বিছা'য়
তোমারি পরশে আরাম হবে!"

৮

তাই কোলে সতী রাখিয়াছে পতি,
(ঘুচাতে তাহার অসহ ব্যথা),
তবু সে চাহে না তবু সে হাসে না,
আর তো কহে না একটী কথা!

৯

নীরব ভুবন আঁধার কানন,
তা'য় তো রমণী করেনি ভয়,
তার বুক শুধু উঠিছে কাঁপিয়া,
"আজি বা সাবিত্রী বিধবা হয়!"

১০

ঘনায়ে আসিছে যুগান্ত আঁধার,
ফাঁকি দেয় বুঝি জীবিতনাথ—
সুখ শান্তি আশা জীবন-লালসা
সবি ফাঁকি দেয় তাঁহারি সাথ!

১১

না না সে দয়িতে দিবেনা যাইতে
পরাণে পরাণ রাখিবে চেপে,
হেরিয়া সে দৃশ্য চমকিবে বিশ্ব,
মরণেরো প্রাণ উঠিবে কেঁপে!!

১২

মাভৈঃ মাভৈঃ ডাকিছে দেবতা—
"সাবিত্রী! তোমার কিসের ভয়,"
আকাশ অবনী ডাকে প্রতিধ্বনি,
"সতী কি কখনো বিধবা হয়?"

১৩

কোন্ তুচ্ছ যম, কি তার বিক্রম,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাবিত্রী-হৃদি,
পরাণে জ্বালায়ে রাবণের চিতা,
কেড়ে নেবে তার অমূল নিধি!

১৪

জগতে অভয়া অনন্তে বিজয়া,
সাবিত্রী সতীত্বে অমৃতময়,
তার প্রিয় পতি দেবতা অমর,
তার কি মরণ কখনো হয়?

১৫

এখানে এসনা, নিঠুর শমন!
সাবিত্রীর নাম দিওনা ঘুচে,
ভবের লালসা প্রাণের ভরসা
সিঁথির সিঁদুর নিওনা মুছে!

১৬

থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্, আঁধার যামিনী,
ফুটোনা ফুটোনা সোণার রবি,
হেরি মৃত পতি ম'রে যাবে সতী,
আগে তো মরিবে অভাগা কবি!

শ্রীমা—

বাঙ্গালা প্রবচন।

প (শেষ)

১। পিড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
২। পিটে খায়, পিটের ফোঁড় গণে না।
৩। পিতল শরা ঝাঁকে ভরা।
৪। পিতা শত্রু মাতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
৫। পিতার বয়সে কল্‌মা নাই, গাঁজা ভরা দাড়ী।
৬। পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।
৭। পিতৃ-মাতৃ-দায়।
৮। পিতৃসত্য পালিবারে রাম যান বন।
৯। পিপাসার অন্ত নাই।
১০। পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
১১। পীরিত যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে।
১২। পীরিতের ঝগড়াই মজা।
১৩। পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।
১৪। পুকুর কেটে নাওয়া।
১৫। পুঁজির উপর একটা।
১৬। পুঁটী মাছের প্রাণ।
১৭। পুত নয় ভূত।
১৮। পুতুল যেমন পুতুল কাচে, যেমনি নাচায় তেমনি নাচে।
১৯। পুত্রে যশসি তোয়েন নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।
২০। পুনর্মুষিকো ভব।
২১। পুরাণ চাউল ভাতে বাড়ে।
২২। পুরাণ পাপী।
২৩। পুরুষের দশ দশা।

২৪। পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই,
কপাল জোড়া কোঁটা।
২৫। পূবে বাঁশ পশ্চিমে হাস,
উত্তরে কলা দক্ষিণে মেলা।
২৬। পূর্ব্বধনং বিনশ্যতি।
২৭। পৃথিবী ছ-ফাল হও,ভিতরে সেঁধুই।
২৮। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।
২৯। পেতনীর হাতে রাঙা শাঁকা।
৩০। পেট জ্বলে ভাতে,
সোণার আংটী হাতে।
৩১। পেটটী যেন ঢাকাই জালা।
৩২। পেট ভর্‌লে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।
৩৩। পেট ভর্‌লে মোণ্ডা তেতো।
৩৪। পেট থেকে পড়িল বাছা লাউরে।
৩৫। পেট ভরে তো নজর ভরে না।
৩৬। পেটে খিদে মুখে লাজ।
৩৭। পেটে খেলে পিটে সয়।
৩৮। পেটের ভাত গেঁটের সোণা।
৩৯। পেটে ভাত নাই কোঁটায় দড়।
৪০। পেয়াদার আবার শশুর বাড়ী।
৪১। পেঁজ পয়জার দুই।
৪২। পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই।
৪৩। পোর নামে পোয়াতীর বর্ত্ত।
৪৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।
৪৫। প্রতি গ্রাসে মুড়ো।
৪৬। প্রদীপের কোল অন্ধকার।
৪৭। প্রভাতে মেঘ ডম্বরু!
৪৮। প্রাণটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
৪৯। প্রাপ্তকালো ন জীবতি।

প্রাণিতত্ত্ব।

কুক্কুরজাতীয় জন্তু।

মাংসাশী জন্তু পাঁচভাগে বিভক্ত ;—(১) কুক্কুরজাতীয়, (২) বিড়ালজাতীয়, (৩) নকুলজাতীয়, (৪) ভল্লুকজাতীয় এবং (৫) শীলজাতীয়। কুক্কুর, নেকড়ে, শৃগাল, উল্কামুখী প্রভৃতি কুক্কুরজাতীয় জন্তু। এই জাতীয় জন্তু পরস্পর এতদূর বিভিন্ন-প্রকৃতি যে কোন্ কোন্ জন্তু এই জাতির অন্তর্নিবিষ্ট তাহা সহজে ঠিক্ করা কঠিন।

কুক্কুর।

অবস্থাভেদে কুক্কুরের আকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ আর কোন জন্তুরই নহে। আমাদিগের দেশে বহুসংখ্যক কুক্কুর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইউরোপখণ্ডে ইহাদিগের শ্রেণীসংখ্যা আরও অধিক। তথায় প্রকৃতি ও আকৃতি অনুসারে কুক্কুর স্পেনিয়েল, হাউণ্ড গ্রেহাউণ্ড, মাস্‌টিক, বুলডগ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কুক্কুর একই জনক জননীর সন্তান সন্ততি, কেবল অবস্থা-ভেদে এবং পালনের তারতম্যানুসারে

তাহাদের আকৃতিগত ও স্বভাবগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

কুক্কুরের ন্যায় আর কোন জন্তুই এত অধিক পরিমাণে গৃহপালিত হয় না। অনুচরের ন্যায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা কুক্কুর অধিক ভালবাসে। কি শীতপ্রধান মেরু সন্নিহিত প্রদেশ, কি উষ্ণপ্রধান বিষুব প্রদেশ, যেখানে মনুষ্য বাস করিতে পারে কুক্কুরও তথায় বাস করিতে সক্ষম। কুক্কুর যেরূপ প্রভুভক্ত, অন্য কোন জন্তুই সেরূপ নহে। বিড়াল ও কুক্কুর এই উভয়ের প্রভুভক্তি তুলনা করিলে বিড়ালকে অনেক নিম্ন স্থান অধিকার করিতে হয়। বিড়াল যেস্থানে বাস করে সেই স্থানের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তথা হইতে স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কুক্কুরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা যে প্রভুর আশ্রয়ে বাস করে, তাঁহার প্রতিই অনুরক্ত হয়, সুতরাং প্রভু স্থানান্তরিত হইলে তাহারা তাঁহার সহিত স্থানান্তরিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

কুক্কুরকে ভাল করিয়া পালন করা হয় না বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কুক্কুরের দ্বারা চোর দস্যু তাড়ান ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহাদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, তাহা অবগত হইলে যুগপৎ বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। কুক্কুর অন্ধকার রাত্রে আলো লইয়া প্রভুকে পথ দেখাইয়া আনে, ছাত্রদিগকে স্কুলে দিয়া আইসে এবং যথাসময়ে আবার তাহাদিগকে বাড়ী লইয়া যায়, বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে ইত্যাদি ঘটনার কথা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না। শিকার করিবার সময় ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য অধিবাসীগণের এবং প্রায় সমুদয় অসভ্যজাতির কুক্কুর প্রধান সহায়। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা বরফের উপর দিয়া যাইবার জন্য যে একপ্রকার শকট তৈয়ার করে, তাহা কুক্কুরে টানিয়া লইয়া যায়।

আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা স্বল্প ভোজনসন্তুষ্টি, অল্প নিদ্রা এবং প্রভুভক্তি কুক্কুরের নিকট এই কয়টী প্রধান গুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন।

নেকড়ে।

কুক্কুর, নেকড়ে ও শৃগালের চিরশত্রু। ক্ষুদ্র শ্রেণীর কুক্কুর ইহাদিগকে দেখিলে পলায়ন করে, কিন্তু দৃঢ়কায় ও বলবান্ কুক্কুর ইহাদের অনুসরণ করিয়া বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুক্কুর ও নেকড়ে এই উভয়ের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ ভাব সত্ত্বেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট কুক্কুর নেকড়ের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত। নেকড়ে এরূপ ভয়ানক জন্তু যে নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে পালন না করিলে ইহা-

দিগকে কোনও মতে নম্র ও বশীভূত করিতে পারা যায় না। ইহারা দল বাঁধিয়া বাহির হয় এবং শিকারের সময় অত্যন্ত ধূর্ত্ততা প্রকাশ করে। বন কাটিয়া ফেলাতে যত নূতন নূতন দেশের উৎপত্তি হইতেছে, অন্যান্য বন্য জন্তুদিগের ন্যায় নেকড়ে জাতির সংখ্যাও তত হ্রাস হইতেছে। আমেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তৎকালে আট্‌লান্টিক মহাসাগর-তীরস্থ দেশ সকলে ইহারা দলে দলে বিচরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগকে উত্তর আমেরিকার কোন স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আজিও ইউরোপের কোন কোন দেশে নেকড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আসিয়ার অনেক দেশেই নেকড়ের বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। ভারতবর্ষে ইহারা প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক গৃহপালিত পশুপক্ষী বিনষ্ট করিয়া ভক্ষণ করে।

নেকড়ে স্থূলকায় জন্তু না হইলেও বিলক্ষণ বলবান্। ইহাদিগের স্বভাব রুক্ষতা, ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার সমবায়ে উৎপন্ন।

শৃগাল।

শৃগাল উত্তর আফ্রিকা, পারস্য ও ভারতবর্ষে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা দেখিতে অনেক পরিমাণে কুক্কুরের মত। নেকড়ের স্বভাব যেরূপ, ইহাদিগের স্বভাবও ঠিক্ সেইরূপ। ইহারা দিনের বেলায় গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং রাত্রিতে দল বাঁধিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হয়। আমাদিগের দেশে জনশ্রুতি আছে, যে শৃগাল ধূর্ত্ততায় সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ শুদ্ধ আমাদিগের দেশে কেন যে দেশে শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় সেই দেশের অধিবাসীদিগের নিকট ইহারা ধূর্ত্ততার জন্য বিখ্যাত। শৃগাল মাংসাশী হইলেও কুক্কুরের ন্যায় শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে।

উল্কামুখী।

ইহাদিগের মুখ সরু এবং পুচ্ছ কুক্কুর অপেক্ষা দীর্ঘ ও সরল দীর্ঘাকৃতি লোমে আচ্ছাদিত। অন্ধকার রাত্রে ইহাদিগের মুখ দিয়া আলোক বাহির হয় বলিয়া ইহাদিগকে উল্কামুখী কহে। শৃগালের ন্যায় উল্কামুখীও অত্যন্ত ধূর্ত্ত। ইহারা দিনের বেলায় অন্ধকার গর্ত্তে লুকায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে শঙ্কিতভাবে পক্ষিশশকাদি শিকারে বহির্গত হয়। উল্কামুখী আকৃতিতে কৃশ বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বলবান্ ও দ্রুতগমনপটু। আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল উল্কামুখী দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উল্কামুখী আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সে সকল আমাদিগের দেশের উল্কামুখীর ন্যায়।

সুমেরু প্রদেশে উল্কামুখীর আকারের

একপ্রকার জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লোমের জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে ইহাদিগের লোম পাংশুবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু শীতের প্রারম্ভ হইতেই রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল লোম এ সময় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া পদতল পর্য্যন্ত আবৃত করে।

হায়না।

হায়না সচরাচর আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ভয়ানক, সেইরূপ বলবান্। ইহাদিগের দন্তে ও কপোলে এত অধিক বল যে অনায়াসে বৃষের জংঘার হাড় কামড়াইয়া ভাঙ্গিতে পারে। যে সকল জন্তু মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে, ইহারা তাহাদের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। হায়না মনুষ্য মাংস খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে, এই জন্য যে স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তথায় দল বাঁধিয়া গমন করে এবং গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া রণক্ষেত্র পরিষ্কৃত করে। ইহাদিগের পশ্চাৎ ভাগ সম্মুখ ভাগ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, এই জন্য চলিবার সময় ভাল দেখায় না।

মার্থার মাতৃদর্শন।



গত ১৬ই জুলাই শনিবার বিলাতে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছে এবং প্রায় সকল সংবাদপত্রে তাহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনা জানিবার জন্য পাঠিকাগণের অবশ্য কৌতূহল হইতে পারে। ইহা মহারাণী

বিক্টোরিয়ার সহিত মার্থা নাম্নী একটী দরিদ্রা বিধবা বৃদ্ধা নিগ্রো রমণীর সাক্ষাৎকার। মার্থাকে লোকে (Aunt) খুড়ীমা মার্থা বলে, ইহার বয়স ৭৮ বৎসর, সুতরাং বয়সে ইনি মহারাণী অপেক্ষাও বড়। ইহার স্বামীর নাম রিক্ সাহেব, ৬।৭ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খুড়ীমা মার্থার জন্ম দাসবংশে আমেরিকাতেই হয়। তাহার পিতা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহাকে, তাহার মাতাকে ও ৭টী ভাইকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। তৎপরে ইহারা আফ্রিকায় ফিরিয়া যায় এবং লাইবিরিয়া নামক স্বাধীন প্রদেশে বাস করে। ইহাদিগের এই লাইবেরিয়াতে বাসের সময়ে মহারাণী বিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন। তখন মার্থার হস্তে তাঁহার একখানি ছবি পড়ে। ইংলণ্ডের রাজা রাজ্ঞীরা নিগ্রো দাসদিগের প্রতি বড় সদয় এবং তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া বিক্টোরিয়ার প্রতি মার্থার ভক্তির সঞ্চার হয় এবং তিনি তাঁহাকে মাতা বলিয়া বরণ করেন। সে ৫০ বৎসরেরও অধিক দিনের কথা, তখন এই মাতাকে একবার দেখিবার জন্য মার্থার মনে সঙ্কল্প হয়। কিন্তু কোথায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, আর কোথায় ইংলণ্ড এবং কোথায় এই বর্ব্বর দরিদ্রা স্ত্রীলোক, আর কোথায় রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়া! মার্থার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক সরলা রমণী মনের কথা খুলিয়া যাকে তাকে বলিত "মাতা বিক্টোরিয়াকে দেখিবার মানস করিয়াছি।" সকলে পাগল বলিয়া তাহার কথায় হাস্য বিদ্রূপ করিত, তাহার স্বামীও যখন তখন তামাসা করিয়া বলিত "ভাল মার্থা মহারাণী বিক্টোরিয়াকে দেখিবার জন্য কবে ইংলণ্ড যাত্রা করিবে?" দুঃখিনী রমণী ক্ষেত্রে কার্য্য করিত, সেই সময় হইতে ইংলণ্ড গমনের পাথেয়স্বরূপ কিছু কিছু টাকা জমাইতে থাকে এবং মহারাণীকে কিছু উপহার দিতে হইবে বলিয়া স্বহস্তে একখানি সাল প্রস্তুত করিতে থাকে। সালের জমী সাদা সাটিন, তদুপরি সবুজ রঙের একটী কাফী গাছ বোনা। মার্থা ক্রমে ক্রমে অনেক টাকা জমাইয়া ফেলে এবং একাকিনী অপর লোকের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। পথে তাহার দেশের কয়েকটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা ফ্রান্সে চলিয়া যায়।

মহারাণীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হয়, মার্থা তাহার বৃত্তান্ত স্বমুখে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "শনিবার অপরাহ্নে লাইবিরিয়ার রাজমন্ত্রী ব্লাইণ্ডেন সাহেব, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, একটী ছোট নাতিনী, বিবী রবার্ট ও আর কয়েকটী বন্ধুর সহিত একত্রে রেলগাড়ীতে চলিলাম। উইণ্ডসরে পৌঁছিলে দুই খানি গাড়ী আমাদিগকে লইয়া গেল এবং ৪টার সময় মহারাণী

আসিয়া দেখা করিলেন। একটী সোণার ঘরে তিনি দেখা করিলেন; সেখানকার সকল বস্তু এমন সুন্দর, সকল রাজা ও রাণীর ছবি সাজান রহিয়াছে, আমি জানি না আর কোথাও এ সকল ছবি এরূপ একত্র দেখা যায় কিনা। কুইন বিক্টোরিয়ার আগমনের কোন সাড়া শব্দ পাই নাই, কিন্তু হঠাৎ সকলে বলিল 'তিনি ঐ খানে, আমাদিগের দিকে আসিতেছেন।' কুইন বিক্টোরিয়া আমাকে কি বলিলেন, তোমাদিগকে তা বলিতে পারি না। তিনি এত নরম নরম স্বরে কথা কন, কিন্তু তিনি হাস্য করিলেন এবং তাঁর স্বর বড় মধুর এবং তিনি আমার সহিত—কেবল আমার সহিত সেকহ্যাণ্ড করিলেন। আমার সঙ্গীরা বলিয়াছিল তিনি সাধারণ লোকের সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করেন না, কোন রাণীই তাহা করেন না; তিনি লাইবিরিয়ার মন্ত্রী ব্লাইডেন সাহেবের সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন না; কিন্তু কুইন বিক্টোরিয়া সত্য সত্য আমার সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন।"

সে সময় মহারাণীর সঙ্গে যুবরাজ, যুবরাজপত্নী, রাজকন্যা বিয়েট্রিস, বিক্টোরিয়া ও মড ছিলেন। কিন্তু মার্থাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "কুইন বিক্টোরিয়া ও সমুদায় রাজপরিবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন।" তৎপরের কথা।

"আমি মহারাণীকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা বৃদ্ধ বোধ হইল। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু তিনি আমার চেয়ে কুঁজো হইয়া পড়িয়াছেন। আহা, তাঁহাকে অনেক কষ্ট—অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। তিনি সোণার ঘরে বহুক্ষণ রহিলেন না। আমি যখন দেখিলাম তাঁহারা সকলে চলিয়া গিয়াছেন, ভাবিলাম তিনি আমাকে কি বলিলেন, সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তিনি কেমন হাসিলেন এবং আমার সহিত 'সেকহাণ্ড' করিলেন, ইহা কখনও ভুলিব না। ইহার পর ভৃত্যেরা কুইন বিক্টোরিয়ার বাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া গেল। কি সুন্দর—অতি সুন্দর জিনিষ সকল! একটী সুন্দর ঘরে আমাদের ভোজ হইল। আমি তাঁহার দেবালয় দেখিলাম। এ দেবালয় অনন্তকাল থাকিবে, ইহা চিরকাল থাকিবার জন্য যেন গড়া হইয়াছে। কুইন বিক্টোরিয়ার বাড়ীর ছাদে উঠিলাম। তিনি আমাদিগকে সব দেখিতে দিলেন। পরে আমরা গাড়ী করিয়া ষ্টেসনে গেলাম।"

এই ঘটনাতে একদিকে যেমন মার্থার সরল বিশ্বাস, অধ্যবসায়, কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে ইংলণ্ডেশ্বরীর সৌজন্য, প্রজাবাৎসল্য ও হৃদয়ের উদারতা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

মাতার যত প্রকার কার্য্য আছে তন্মধ্যে সন্তানপালন সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর। সন্তানকে সমাজোপযোগী ও সর্ব্বগুণভূষিত করিয়া যিনি সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই ধন্য মাতা। শুধু স্নানাহার করাইয়া বড় করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে মাতার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না, তাহাত পশুমাতা পক্ষিমাতাও করিয়া থাকে। শাবক আপনাকে যত দিন রক্ষা করিতে না পারে, যত দিন খুঁটিয়া খাইতে না পারে, তত দিন মাতৃক্রোড় হইতে পরিত্যক্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ, সন্তানের প্রতি মনুষ্যমাতার অন্যান্য জীবের মাতার অপেক্ষা আরও অনেক গুলি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আছে, তাই মনুষ্যমাতার সন্তানপালন অতি গুরুতর কার্য্য। কেন না যে সকল সন্তানের উপর ভাবী সমাজোন্নতি নির্ভর করিতেছে—যাহাদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ক্ষেত্রে শুভাশুভ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাদিগকে স্তন্য পান করাইয়া, বসন ভূষণাদিতে সুসজ্জিত করিয়া দিলেই মাতার কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত হইল না—ধাত্রীকরে অর্পণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না, যেহেতু স্নান, আহার করান, ক্রোড়ে ধারণ করা, "বাবা, যাদু" বলিয়া সোহাগ করা, বহুমূল্যের বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে চেষ্টা করা, প্রহার করা, যমের বাড়ী যাইতে আদেশ দেওয়া ইত্যাদি ব্যতীত মাতার সন্তানের প্রতি দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য আছে, সেই দুইটী কর্ত্তব্য পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ যে একটী নহিলে অপরটী বৃথা বা মূল্যহীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসার হইয়া পড়ে। সেই দুইটী কর্ত্তব্য জানিয়াও যে মাতা সন্তানের প্রতি তাহা পালন করিতে উপেক্ষা করেন, সেই মাতা সন্তানের নিকট, সংসারের নিকট, সমাজের নিকট, ভগবান্ প্রজাপতির নিকট অবশ্যই অপরাধী। ঐ দুইটী কর্ত্তব্য কি, তাহা আমরা নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য। শিশু আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানে না—আপনাকে আপনি বুঝে না, এ অবস্থায় মাতার ন্যায় স্নেহশীল ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত শিশু একদিনও বাঁচিতে পারে না, অতএব শিশুর স্বাস্থ্য মাতার হাতে। যদি কোন মাতা সংসার কার্য্যের ব্যস্ততা বশতঃ সন্তানকে অনিয়মে অর্থাৎ অদ্য সকালে কল্য বিকালে, পরশ্ব দু-প্রহরে স্নানাহার করান, তাহা হইলে অবশ্যই মাতার কর্ত্তব্যের ক্রটী হইল। "বৌটী অতিশয় ভদ্রলোক, দেখ সেই সকাল বেলা ছেলেটী রেখে যে কার্য্যে লাগিয়াছে, আর এখনও ছেলেটী একবার কোলেও করে নাই।" প্রাচীনাগণের মুখে এই অচলা প্রশংসা শুনিবার জন্য তিনি

সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্যপান না করাইয়া, রাত্রিতে বা সন্ধ্যার পর মুহুর্ম্মুহু স্তন্যপান করান, তাঁহার প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছাকে ধিক্! যিনি নিজের সন্তানটীকে একজন অসদ্বংশজা, অশিক্ষিতা, অসভ্যা, বেতন পাওয়ার কারণেই যে ছেলেটাকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য সেই ধাত্রীর করে অর্পণ করিয়া নিজের বেশ বিন্যাস করিবার ও অতিশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে এমন কি বন্দোবস্ত করিলেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? সন্তানকে নিজের নিকট সর্ব্বদা রাখা অন্ততঃ শিশুর স্নান আহার ও তাহার শারীরিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে দিন যে সময়টুকু লাগে, সেই সময় পর্য্যন্ত শিশুকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি নিজের টাকা ও গহনা গুলি অন্যের হস্তে দিয়া সে অপব্যবহার করিবে বা নষ্ট করিবে বলিয়া শঙ্কিত হও, তবে প্রাণাধিক সন্তানের পালন-ভার অন্যের হস্তে দিয়া কি কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না? রাগভরে সন্তানকে স্তন্যপান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় ও কিসে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সে বিষয় ধাত্রীশিক্ষা ও মাতৃশিক্ষা পাঠ করিলে মাতারা নিশ্চয়ই সাহায্য পাইতে পারেন। যাহা হউক শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে লেখিকা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও প্রসূতিগণকে শিশুর স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, তাহা জানিবার জন্য ও শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লজ্জিতা নহে। শিশুর বাহ্যে, প্রস্রাব, দুধতোলা ও কৃমিদোষ ইত্যাদির প্রতি মাতার সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশু-পালন জন্য "ভারতকামিনী" ও প্রসূতিদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। বালক বালিকাদের কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ মলের কাঠিন্য, দড়কা, প্রস্রাবের অস্বাভাবিক বর্ণ কৃমিদোষ ইত্যাদি যে শিশুদিগের কি ক্ষতি করে এবং ঐ সব রোগের টোট্‌কা ঔষধ আর উক্ত রোগ সমূহ হইতে প্রসূতিদের পূর্ব্বেই সাবধান হইবার উপায় উপরি উক্ত তিন খানি পুস্তকে সুন্দররূপে লিখিত আছে, তাই প্রসূতিগণ নভেল, নাটক ও উপন্যাসাদির স্থলে উক্ত রূপ পুস্তকাদি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। শিশুদের পেট ভরিয়াছে, আর খাইতে চাহিতেছে না, কিন্তু জননী যে দুধটুকু বা যে ভাতগুলি খাওয়াইবেন সংকল্প করিয়াছেন, শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুজুর ভয় দেখাইয়া বা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া উহা শিশুকে খাওয়ান নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। শিশু যাহা খাইতে পারে তাহা আপনিই ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খাইবে,

অধিকন্তু মিষ্ট দ্রব্যাদি বালকেরা পেটে না ধরিলেও খাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করে না, কোথায় জননী তাহার ভরাপেটে কিছু না খাইতে দিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া আরও কিছু বাধ্য করিয়া খাওয়ান, ইহা কি নিতান্ত অনুচিত নহে? শিশুদের হাত পা নাড়িয়া, হামাগুড়ি দিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তাহাদের কোন রকমে আঘাত পাইবার বা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের ঐরূপ খেলায় বাধা দেওয়া অনুচিত।

(ক্রমশঃ)

কুমারী জেসী এঃ একারম্যান।

এই আমেরিকা দেশীয়া বিদ্যাবতী গুণসম্পন্না মহিলা এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ায়। আগামী শীতঋতুতে চীন, জাপান ব্রহ্মদেশাদি পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন। এদেশে তিনমাস কাল অবস্থিতি করিবেন, করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করতঃ সুরাপানের অবৈধতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবেন। ইনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের World's Women's Temperance Union অর্থাৎ বিশ্ব-মহিলার সুরাপান নিবারণী সভার অন্যতম সভ্য। পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য মাননীয় সামুয়েল স্মিথ, কেন প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এংলো ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স সভার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উক্ত সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত "আবকারি" নামে মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে উহাঁর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। আশা করি যে সকল শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষে আছে, সকলে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর ইহাঁর অভ্যর্থনা করিবেন, আর ভারত-মহিলাগণও সমবেত হইয়া ইহাঁর সম্ভাষণ ও সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না। মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতি যে সকল সভাসমিতি আছেন, সকলে সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বে যেমন কুমারী কার্পেণ্টার ও কুমারী ম্যানিংএর অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, সেইরূপ উদ্যোগপূর্ব্বক ইহাঁর অভিনন্দন করিয়া আপনাদিগের হৃদয়-বত্তার পরিচয় দিবেন। যদি সম্ভব হয় যথাসময়ে ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আম্রফল।

কি গুণ লভিয়ে তুমি আইলে ধরায়—
ফলশ্রেষ্ঠ, হে রসাল বলনা আমায়?
বসন্তের আগমনে হও মুকুলিত,
সৌরভেতে দশদিশ হয় আমোদিত!
গুটী ধর যে সময়—কত আশা হয়,
সুরস রসাল কবে তুষিবে হৃদয়?
আঁবের আচার সে যে উপাদেয় অতি,
খাইতে অরুচি কারু নাহি থাকে রতি।
নিদাঘে আঁবের টক যেই করে পান,
সব জালা ঘোচে তার ঠাণ্ডা হয় প্রাণ।
পাকা আঁব যোগ যবে হয় রসনায়,
সুধারসে মাতোয়ারা যেন গো সবায়!
এমন সুমিষ্ট ফল আছে কি ধরায়?
সার্থক জনম তার যে তোমারে খায়!
বিতরিয়ে সুধা রস তুষিছ মানবে,
তোমার মতন বন্ধু কেবা আছে ভবে?
সাধে কি তোমারে পেয়ে পবন-নন্দন,
আঁঠি শুদ্ধ গিলেছিল করি আস্বাদন।
"মালদহ" ধন্য তুমি ধন্য ধরাতলে,
দেবের বাঞ্ছিত ফল লভিলে কি ফলে?
যাইব তোমার কাছে ঘটে না সুযোগ,
ভুগিতেছি মিছামিছি কর্ম্ম ফল ভোগ।
আফিসে "কেরাণী" তাই নাহি অবসর,
কেমনে যাইব বল তোমার গোচর?
পাখী হয়ে উড়ে যাই পাই যদি পাখ,
তোমার গুণেতে আমি হয়েছি অবাক্!
পোকা নাই শুনিয়াছি মালদাই আমে,
থাকিলে জনম লয়ে গিয়ে সেই ধামে,
পোকা হয়ে সুধারস করিতাম পান,
গাইতাম একচিত্তে তবগুণ গান।
তোমার তুলনা দিব আর কার সনে?
কাঁঠাল হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ শত গুণে!
কদলী তোমার কাছে তুলনায় ছার,
নারিকেল কিছুই না নিকটে তোমার।
কালোজাম গোলাপজাম পেয়ারা বাদাম
আতা লিচু নোনা ফল কত কব নাম—
সকলেই এক বাক্যে তোমারে বাখানে;
হেঁটমাথা আনারস তব বিদ্যমানে!
ছিলটে-কমলা লেবু এত যে মধুর,
তুলনায় তোমা সনে সেও বহুদূর।
কিস্‌মিস্ আকরট বেদানা আঙ্গুর,
পেঁপে কুল তাল বেল দাড়িম খাজুর।
রসেতে রসাল তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার,
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার!
আম্‌শী ও আমস্বত্ত্ব অতি যত্ন ক'রে,
প্রস্তুত করিয়ে রাখে গৃহিণীরা ঘরে।
জামাই শ্বশুর বাড়ী এলে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
শাশুড়ী তোষেন তারে কতই উল্লাসে!
বাছা বাছা আঁবগুলি দেন তার পাতে,
খা'য়ান উদর পূরি বসিয়ে সাক্ষাতে।
পাইয়ে গ্রীষ্মের ছুটি মনের হরষে,
প্রবাস হইতে সুত আসিলে আবাসে,
অমনি জননী তারে খেতে দেন আঁব,
(স্নেহে বিগলিত কিবা মায়ের স্বভাব!)
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেবা করে তোরে,
তাই তোর স্তুতি আজ করি করযোড়ে।
তুষিস এদাসে দিয়ে তোর সুধা রসে,
প্রতিদিন গ্রীষ্মকালে বরষে বরষে।
হয় যদি দেহধারী পুনঃ এধরায়,
(যেন)মৃত্যুপরে প্রেতআত্মা মালদহে যায়।

আত্ম-পরীক্ষা। *

যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ চায়, সে যেন সতর্ক ভাবে আত্মপরীক্ষা করে; ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে অন্ততঃ একবার জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মানুসন্ধান করিবেক।

যাহা ভাল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে আপনাকে তাহাতে নিয়োগ করুক, পরে অন্তকে তাহার শিক্ষা দিবেক; জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই জন্ত কষ্ট পাইতে হয় না।

মনুষ্য অন্যকে যাহা শিক্ষা দেয়, নিজে যদি তদনুরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে আত্মজয়ী হইয়া সে অপরকে সহজে জয় করিতে পারে। আপনাকে আপনি জয় করাই অধিক কঠিন।

আত্মাই আত্মার প্রভু, আর কে প্রভু আছে? আত্মাকে জয় করিলে এমন প্রভু পাওয়া যায়, যে অল্পলোকের ভাগে সেরূপ ঘটে।

নিজকৃত পাপের জন্মদাতা নিজেই, প্রতিপালক নিজেই, ইহাদ্বারা নির্ব্বোধকে পিষিয়া মারে, যেমন হীরা মূল্যবান্ প্রস্তরকে বিনষ্ট করে।

লতা যেমন বৃক্ষের আপাদমস্তক শত ফেরে বেষ্টন করে, যাহার পাপ অধিক, তাহার সেই অবস্থা। তাহার শত্রুরা তাহাকে যে অবস্থায় দেখিতে চায়, সে নিজে সেই অবস্থাপন্ন হয়।

মন্দ কার্য্য এবং নিজের পক্ষে অনিষ্টকর কার্য্য সহজেই করা যায়, ইষ্টকর ও সৎকার্য্য করাই কঠিন।

যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি পূজ্য ও ঈশ্বরের অনুগৃহীত ধার্ম্মিক লোকদিগের সুনিয়ম পরিত্যাগ করিয়া কুনিয়মের অনুসরণ করে, সে কাটক তৃণের ন্যায় আপনার মৃত্যুর জন্ত আপনি ফল প্রসব করে।

মনুষ্য নিজেই পাপ করে, নিজের দোষেই কষ্ট পায়, নিজের যত্নেই মনুষ্য পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং পবিত্র হয়। পবিত্র ও অপবিত্র হওয়া নিজস্ব কার্য্য, একজন মানুষ অপরকে পবিত্র করিতে পারে না।

অন্যের কর্ত্তব্য যত বড় হউক না, তাহার জন্ত কোন মনুষ্য যেন নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। যে ব্যক্তি আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছে, সে সর্ব্বদা তাহাতেই মনোযোগী হউক।

নূতন সংবাদ।

১। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের একটী ঝাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। পথে যাইতে যাইতে এক গোরু ক্ষেপিয়া গুঁতাইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়, অধিক আঘাত লাগে নাই।

* বৌদ্ধ ধর্ম্মপদ হইতে সংগৃহীত।

২। আজি কালি মুক্তিফৌজ ও থিওজফিকাল সমাজেরই খুব জয় জয়-কার। মুক্তিফৌজের সেনাধ্যক্ষ ১১০০০ হাজারের অধিক, সৈন্য কত না হইবে! পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইহাদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, উত্তরকেন্দ্র মনুষ্যের বাসের অযোগ্য স্থানেও ইহাদের পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। থিওজফিকাল সমাজের শাখা ইতিমধ্যে ২৫৮টী হইয়াছে; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ১৩৬, আমেরিকায় ৬০, সিংহল ও ব্রহ্মে ২৫, ইংলণ্ডে ১৫টী, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থানে। থিওজফী দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় বিস্তার হইতেছে।

৩। বর্ষাগমে পঞ্জাব, বোম্বাই, কটক প্রভৃতি অনেক স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছে, তাহাতে অনেক গৃহ ভগ্ন ও অনেক লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

৪। কলিকাতার বক্ষ দিয়া যে নূতন রাস্তা "হারিসন রোড" নামে আখ্যাত হইয়াছে, গত ৩১এ আগষ্ট হইতে তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলো-কিত হইতেছে। আলো জ্বালার সময় রাস্তাময় লোকের অত্যন্ত ভিড় হয় এবং তাহা দেখিতে বড় সুন্দর।

৫। ইনস্পেকট্রেস হইলার দুই মাসের পর তাঁহার কার্য্য পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। গত ৩১এ জুলাই অনরেবল বিক্টর কাবেণ্ডিসের সহিত আমাদের বড় লাট সাহেবের কন্যা লেডী এভেলিন ফিট্জ মরিসের শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, বিলাতের গণ্য মান্য লোক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হন।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ক্যাথারাইনের পিতৃভক্তি— শ্রীকেদারনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তকখানি প্রথম নমুনা, এই আদর্শে আরও কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহা অতি সুন্দর নমুনা। গ্রন্থকারের হৃদয়ের ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তাঁহার লেখা যে হৃদয়গ্রাহী হইবে বলা বাহুল্য। বালকবালিকাদিগের হৃদয় গঠন করা এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এইরূপ পুস্তক দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ সহায়তা হইতে পারিবে।

২। পঞ্চামৃত—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পদ্যানুবাদ সহিত প্রকাশিত। ইহাতে বাল্মীকির গঙ্গাষ্টক, শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক ও সাধনপঞ্চক এবং ভক্তগীতা অর্থাৎ নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত ভক্ত-দিগের প্রাণের কথা আছে। অমৃতে অরুচি কার? পঞ্চামৃত পানে পাঠক পাঠিকার

অনুরাগ হইবে সন্দেহ নাই। পঞ্চামৃতের মূল্য।/০ বিফলে যাইবে না। পুস্তকের আয় বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। যিনি এক এক খানি পুস্তক লইবেন, তিনি এক একজন কুষ্ঠরোগীর অন্ততঃ অন্নবস্ত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান করিবেন। আশা করি দয়াশীল ধনাঢ্য নরনারী এ পুস্তক কিনিয়া কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য করিবেন।

বামারচনা।

পুঁটুর হাঁসি।

(ঠাকুর মাতার আনন্দ)

পুঁটুমণি তোমার কি সুমধুর হাসি রে।
হেরিয়া মধুর হাসি,
আনন্দ সাগরে ভাসি,
এমন সুন্দর হাসি কে তোরে শিখাল রে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি,
হেরি তব মুখশশী,
সতত দেখিয়া হাসি আশা নাহি মিটে রে।
দন্তহীন শক্তিহীন,
নাহি কিছু বুদ্ধি জ্ঞান,
দশমাস বদ্ধ ছিলে গর্ভ-কারাগারে রে।
নূতন এসেছ তুমি,
হেরিতে এ ভব-ভূমি,
জাননা এ সংসারে রে নাহি সুখ-লেশ রে।
প্রাতঃকালে শুয়ে ঘরে,
দাপু দুপু খেলা করে,
লোকে বলে শান্ত মেয়ে কেমন খেলিছেরে।
যদি কেহ কাছে আসে,
তাহারে দেখিয়া হাসে,
হোঁগোহোঁগো বলে পুঁটু হাসে বারে বারেরে
ক্ষুধা পেলে পেট জ্বলে,
বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া গালে,
চুষিয়া চুষিয়া দেখে ক্ষুধা নাহি ভাঙ্গেরে।
চুষি ঝুমঝুমি লয়,
অমনি পড়িয়া যায়,
গলার কবচ ধরে চাহে খাইবারে রে।
অবশেষে কেঁদে ছুটে,
জননীর কোলে উঠে,
স্তনদুগ্ধ মিঠে মিঠে পুঁটু পান করে রে।
গাভীদুগ্ধ যদি খেলে,
তখনি তুলিয়া ফেলে,
নাহি জানি কি কারণে পেটে না তা সয়রে।
পুঁটু লয়ে সন্ধ্যাকালে,
ছাদের উপরে গেলে,
চাহিয়া চাঁদের পানে হাসে ঘন ঘন রে।
পুঁটু—যেন কত ব্যস্ত কাজে,
খেলিছে জগৎ মাঝে,
জানেনা যে এই লীলা স্বপনের প্রায় রে।
নিদ্রা দেবী এসে ঘরে,
লয় পুঁটু কোলে করে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কত দেখিছে স্বপন রে।
এ দারুণ পুত্রশোকে,
পুঁটু তোরে লয়ে বুকে,
মায়া-মোহে মুগ্ধ করে আমায় ভুলালি রে।
সংসারে পাঠান যিনি,
হাসান কাঁদান,তিনি,
এ জগতে একমাত্র কর্ত্তা মূলাধার রে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বসু।